শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশমস্কন্ধসম্মত

কৃষ্ণকেলি কল্পলতা।

অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি সমুদায় বৃন্দাবনলীলা

এবং মথুরালীলা বর্ণিত কাব্য।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার

প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীবিশ্বনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১২৬২

বিজ্ঞাপন।

অস্মদ্দেশে রামায়ণ, মহাভারত, এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই সর্ব্বপ্রধান ও প্রসিদ্ধ। এই তিন গ্রন্থেই অস্মদ্দেশের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে; এই তিন গ্রন্থ পাঠ ব্যতিরেকে হিন্দুদিগের কোন শাস্ত্র অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং হিন্দু মাত্রেরি এই তিন গ্রন্থ পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু প্রচলিত দেশভাষায় রচিত পুস্তক ব্যতীত তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত অনেক বার অনেক প্রকারে বঙ্গভাষায় রচিত হইয়া মুদ্রিত হওয়াতে তাহা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইয়া সুচারু রূপে মুদ্রিত হয় নাই। বিশেষতঃ উহার দশমস্কন্ধসম্মত কৃষ্ণলীলা অনেকেই পাঠ করিতে বাসনা করেন। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক ব্যতীত তাঁহাদিগের বাসনা পরিপূর্ণ হয় না। তবে বটতলার যন্ত্রালয় সকলে যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এমত অশুদ্ধ ও কদর্য্য, যে তাহার অর্থ স্ফূর্ত্তিও হওয়া ভার হইয়া উঠে; সুতরাং

তাহা ভদ্রলোকের স্পর্শ যোগ্যও নহে। অতএব, আমরা শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশমস্কন্ধসম্মত শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি সমুদায় বৃন্দাবন লীলা, ও মথুরালীলা ঘটিত সুমধুর কৃষ্ণলীলামৃত পরিপূরিত এই কাব্য মুদ্রিত করিলাম। ইহার রচনা অতি সুমধুর, এবং বিবিধ ছন্দোবন্ধে পরিপূরিত; অতএব এ গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে,

কলিকাতা।
২০ আষাঢ়। ১২৬১

সূচীপত্র।

তত্ত্ব কথা কহ গো ঠাকুর। হরিনামামৃত পানে ক্ষুধা গেল দূর॥ শুনিয়ে এসব কথা শুক মুনিবর। পরিক্ষীতে সাধু-বাদ করিলা বিস্তর॥ পাণ্ডু বংশে পরম পবিত্র পরীক্ষিত। বাসুদেব বাক্যে তব বুদ্ধি ব্যবসিত॥ ত্রিলোক পবিত্র করে হরি কথা। শ্রোতা বক্তা প্রশ্নকর্ত্তা গঙ্গাজল যথা॥ বিশ্বনাথ বলে ওগো শুক মহাশয়। বল বল হরি কথা বিলম্ব না সয়॥

গ্রন্থারম্ভ।

মন দিয়ে শুন অভিমন্যুর নন্দন। অতি অপরূপ কৃষ্ণ কথা রসায়ন॥ পরীক্ষিত এক দৃষ্টে চাহিয়ে রহিলা। প্রশান্ত শুকদেব কহিতে লাগিলা॥ মথুরা নামেতে এক পুরী মনোহর। যদুবংশ যথা বাস করে নিরন্তর॥ উগ্র-সেনসুত কংস দৈত্য অধিপতি। সেই মথুরায় সদা করয়ে বসতি॥ অতি দুষ্ট কংস সদা করয়ে উৎপাত। একদিন ক্ষিতিকে করিল পদাঘাত। কংসের তাড়নে ধরা হইয়ে অধরা॥ ব্রহ্মার নিকটে যান গাভী রূপধরা॥ অশ্রু-মুখী দেখি ব্রহ্মা কহেন ধরায়। কে করেছে অপমান বল গো ত্বরায়॥ সকাতরা বসুন্ধরা করে নিবেদন। দুরা-শয় কংসদৈত্য করেছে তাড়ন॥ তার প্রতিকার যদি কর প্রজাপতি। প্রজাগণ রক্ষা পায় আর বসুমতী॥ অবনিকে আশ্বাসিয়ে অম্বুজআসন। অচ্যুত নিকটে যান সহ পঞ্চা-নন॥ ক্ষীরর‍ত্নাকরে হরি অনন্ত শয্যায়। কমলা নিযুক্ত

বিদিত। দৈবকীর গর্ভপাত হয়েছে নিশ্চিত ॥ অষ্টম গ-
র্ভেতে জন্ম লইলেন হরি। কারাগারে রক্ষা করে সর্ব্বদা
প্রহরি ॥ দৈবকীর রূপ হৈল অতি মনোহর। ভুবনমোহন
যার উদর ভিতর ॥ একদিন দ্বারিগণ কৃতাঞ্জলি পুটে।
সভা মধ্যে কথা কহে কংসের নিকটে ॥ এইতো অষ্টম
গর্ভ যাতে তব ভয়। বুঝিয়ে করহ কর্ম্ম উচিত যে হয় ॥
অপরূপ দেখিলাম দৈবকীর রূপ। সে রূপ দেখিয়ে মোরা
হয়েছি বিরূপ ॥ কিরূপে নিস্তার পাবে কর সেই রূপ।
হেন রূপ দেখি নাই কহিনু স্বরূপ ॥ প্রহরির কথা শুনি
কংস মহীপাল। দৈবকী দেখিতে যায় কালান্তের কাল ॥
দৈবকীর রূপ দেখি হইল বিস্ময়। হেনরূপ দৈবকীর
কখন না হয় ॥ শ্রীহরির কলেবর সে কংস রাজার। সাব-
ধান দ্বারিগণ এবার এবার ॥ সভায় চলিল রাজা হইয়ে
চঞ্চল। আজ্ঞামত কর্ম্ম করে প্রহরি সকল ॥ এ কথা
দৈবকী দেবী দেখিয়ে স্বপন। বসুদেব সন্নিধানে করে
নিবেদন ॥ দেখেছি কি স্বপ্ন আজি রাত্রি অবসানে। তদ-
বধি সেই কথা উঠিতেছে মনে ॥ চতুর্মুখ পঞ্চমুখ সহস্র-
লোচন। দিবাকর নিশাকর সহস্রবদন ॥ আর যত দেব-
গণ আমার নিকটে। করিল অনেক স্তব কৃতাঞ্জলি পুটে ॥
গর্ভস্থিত বালকেরে প্রণাম করিয়ে। স্বস্থানে গমন কৈল
প্রদক্ষিণ হয়ে ॥ সুস্বপন দেখিলাম কিম্বা দুঃস্বপন। অনু-
কূল কিম্বা প্রতিকূল নারায়ণ ॥ স্বপনের কথা শুনি বসু
দেব সুখী। আকস্মাত উথলিল আনন্দ অম্বুধি ॥ বলিলেন
ভয় নাই বিধি সানুকূল। ঘোর দুঃখার্ণবে বুঝি বিধি দিলা

রুপ ॥ দক্ষিণ নয়ন স্পন্দ হ'তেছে আমার। জ্ঞান কর নারায়ণ উদরে তোমার ॥ নিত্য নিত্য এই রূপ দেখিয়ে স্বপন। শুভক্ষণে দৈবকী প্রসবে নারায়ণ ॥ ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষ অর্দ্ধেক যামিনী। অষ্টমী মিলিত তাহে নক্ষত্র রোহিণী ॥ ঘোরতর অন্ধকার ঘন ঘোর ঘটা। ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত বিদ্যুতের ছটা ॥ নির্ম্মল নদীর জল ত্রিবিধ পবন ত্রিলোকের সুখোদয় হৃষ্ট সাধুগণ ॥ হইল আকাশ পথে দুন্দুভির ধ্বনি। শঙ্খ বাদ্য করে যত দেবতা রমণী ॥ নৃত্য করে অপ্সরে কিন্নরে গায় গীত। বসুদেব কৃষ্ণ রূপ দে-খিয়ে মোহিত ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পিতাম্বরধারী। কুটিল কুন্তল কংসকম্প কেশরী ॥ বসুদেব যোড় করে কৃষ্ণের নি-কটে। করিল অনেক স্তব কৃতাঞ্জলি পুটে ॥ তুমি জগতের আদি আপনি অনাদি। বিবাদ ভঞ্জন কর আপনি বিবাদী ॥ তুমি ভূমি জল বায়ু ব্যোম তেজ ধাতু। সৃষ্টি স্থিতি অন্ত-কর্ত্তা আপনি অনন্ত ॥ হর্ত্তা ভোক্তা ভোগ্য ভোক্তা তুমি চরাচর। জগতে নাহিক কিছু তব অগোচর ॥ নারায়ণ সাক্ষাৎ আপনি অবতীর্ণ। দুঃখ পারাবার হতে করহ উত্তীর্ণ ॥ এই রূপ দৈবকী করিল স্তব কত। ব্যাঘ্র অগ্রে মৃগীপ্রায় কংস ভয়ে ভীত ॥ বলে নারায়ণ তুমি যোগির অগম্য। কি কারণে মম গর্ভে হৈল তব জন্ম ॥ কৃষ্ণ কন পূর্ব্বে তপ করেছ কঠোরে। সেই ফলে মম জন্ম তোমার জঠরে ॥ পুত্র ভাব ব্রহ্ম ভাব যে ভাব ভাবিবে। ইহ লোকে পরলোকে আমারে পাইবে ॥ কৃষ্ণের কথায় হৃষ্ট জননী জনক। দেখিতে দেখিতে হেথে প্রাকৃত বা-লক। ব্রজেতে নন্দের ঘরে যশোদা গোপিকা। জগত-

জননী হৈল তাহার বালিকা ॥ নিদ্রাগত যশোদা প্রসবে সুখবতী। প্রসববেদনা না জানিল যশোমতী ॥ যার নামে দূরে যায় অশেষ যন্ত্রণা। তাহার মায়ের কেন হইবে বেদনা ॥ কারাগারে বসুদেব ভাবে মনে মনে। কি করি বালক রক্ষা হইবে কেমনে ? হেনকালে বসুদেব শুনে দৈব বাণী। ব্রজে যশোদার এক হয়েছে নন্দিনী ॥ বালক লইয়ে যাও নন্দের ভবনে। প্রসূত তুল্য কন্যা এক দেখিবে সেখানে ॥ রজনীর মধ্যে তথা বালক রাখিয়ে। ফিরে এস মথুরায় সেই কন্যা লয়ে ॥ দৈববাণী শুনি তুষ্ট হইল অশেষ। দেবকীরে বসুদেব কহিল বিশেষ ॥ দ্বারিগণ নিদ্রাগত দ্বার বিমোচন। দূরে গেল চরণেতে শৃঙ্খল বন্ধন ॥ বালক লইয়ে কোলে আনকদুন্দুভি। চলিল ব্রজের পথে নারায়ণ স্মরি ॥ বিদ্যুতে কিঞ্চিৎ পথ দেখিবারে পায়। ভাবিতে চিন্তিতে উপনীত যমুনায় ॥ বিশ্বনাথ বলে আর কি চিন্তা তাহার। যিনি বাঞ্ছিত চিন্তামণি কোলে

যমুনা পার হইয়া বসুদেবের নন্দমন্দিরে গমন।

গম্ভীর যমুনা নদী, যেন গঙ্গা বিষ্ণুপদী, বিশাল তরঙ্গ ভয়ঙ্কর। সে ভাদ্র মাসের জল, কূল কূল টল টল, ডুবে উঠে কুম্ভীর মকর ॥ বিষম আবর্ত্ত তায়, জল ঘোরে অনিবার, তাহে বহে মরুত প্রচণ্ড। এমন শকতি কার,

হেন নদী হয় পার, তৃণ দিলে হয় তিন খণ্ড ॥ বসুদেব পেয়ে ভয়, ক্ষণে স্তব্ধ হয়ে রয়, কেমনে যাইব নদী পার। হইল বিষম কথা, কেমনে যাইব তথা, নাহি নৌকা নাহি কাণ্ডার ॥ হেনকালে মহামায়া, ধরিয়ে শৃগাল কায়া, যমুনা হইলা সন্তরণ। দেখে শৃগালের গতি, বসুদেব হৃষ্টমতি, নদী জলে করিলা গমন ॥ স্নান করিবার ছলে, যমুনা নদীর জলে, কোলে হতে পড়িল কুমার। করযোড় হানি শিরে, ভাসে নয়নের নীরে, বসুদেব করে হাহাকার ॥ ওরে নিদারুণ বিধি, কেন দিয়ে হেন নিধি, পুনর্ব্বার করিলি হরণ। কেমনে মন্দিরে যাব, দেবকীরে কি কহিব, হায় কেন না হয় মরণ ॥ খোঁজে জলে দিয়ে হাত, পাইল সে জগন্নাথ, বসুদেব পুলকে পূরিল। দরিদ্রে কমলা দৃষ্টি, মরুভূমে যেন বৃষ্টি, কুহু নিশি পূর্ণ শশী হল ॥ যমুনা হইয়ে পার, গেল শীঘ্র নন্দাগার, নিদ্রাগত যত পুরবাসী। দুর্গা যশোদার কাছে, অমনি পড়িয়ে আছে, অকলঙ্ক যেন পূর্ণ শশী ॥ বসুদেব দেখি কন্যা, যশোদারে বলে ধন্যা, একন্যা সামান্যা কভু নয়। অখিল ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী, সনাতনী জগদ্ধাত্রী, মহামায়া হেন জ্ঞান হয়। ভাবে মনে কি করিব, কাহারে লইয়ে যাব, দুই রূপ দেখি অপরূপ। কন্যাটি লইয়ে যাই, দেখি কি করে গোসাঞি, কন্যা না মারিবে কংস ভূপ ॥ পুত্র রাখিয়ে তথায়, সে কন্যারে লয়ে যায়, রূপে পথ হল আলোময়। যমুনা হইয়ে পার, মথুরায় পুনর্ব্বার, উপস্থিত কংসের আলয় ॥ দ্বার মুক্ত দ্বারিগণ, নিদ্রাভঙ্গ ততক্ষণ, কারাগারে তেমনি বন্ধন। পোহাইল বিভাবরী, শুনিল যত প্রহরি, গৃহ মধ্যে বালক রোদন ॥ অস্ত্রপাণি

...রে যায়, কন্যারে দেখিতে পায়, কারাগারে কাঞ্চন ক-
ন্যকা।। গিয়ে কংস নিকেতন, দ্বারী করে নিবেদন, দৈব-
কীর হয়েছে বালিকা।। শুনিয়ে মথুরাপতি, দেখে
গিয়ে দ্রুতগতি, কারাগারে হয়েছে আলোক। অত্যন্ত
পাইয়ে ভয়, বালিকা মারিতে কয়, দৈবকীর প্রকাশিল
শোক।। কৃতাঞ্জলি হয়ে কয়, ক্ষমা কর মহাশয়, কন্যাতে
নাহিক তব ভয়। অনেক বালক নষ্ট, করিয়ে দিয়াছ কষ্ট,
কন্যা দেহ হইয়ে সদয়।। দুষ্টমতি রাজা কংস, নাহিক
দয়ার অংশ, বলে লয়ে গেল সুকুমারী। ধরিয়ে দুই চরণ,
শিরে করায় ভ্রমণ, আঘাত করিতে শিলোপরি।। অভ
য়ার কিসে ভয়, কি ভয় কংসের জয়, যার ভয়ে যায় ভব
ভয়। ভবের ভবানী যাঁরা, কেবা গনে নাহি সীমা, হাস্য
মুখে কংসরাজে কয়।। ওরে কংস দুষ্টমতি, না জান
দৈবের গতি, কি হইবে আমারে মারিলে। এক্ষাণ্ড মারায়
যেই, তোমারে মারিবে সেই, জানিতে পারিবে কিছু
কালে।। এত বলি ভগবতী, আকাশে করিলা গতি, অষ্ট
ভুজা হইলা তখনি। মণিরত্ন বিভূষণা, বিচিত্র বসন
সনা, বিন্ধ্যাচলে চলিলা আপনি।। দেখে কংস কলেবর,
ভয়ে কাঁপে থর থর, তথাপি চলিল কারাগারে। বসুদেব
দৈবকীরে, আপনি খালাস করে, স্তুতি কৈল অনেক প্র
কারে।। যোগমায়ার বচনে, প্রমাদ ভাবিয়ে মনে, সত্বরে
বসিল সিংহাসনে। নিস্তার নাহিক আর, কি করি উপায়
তার, ডেকে বলে যত মন্ত্রিগণে।। মন্ত্রী বলে মহাশয়,
বালকে কি আছে ভয়, বধ কর শিশুগণ কত। তার মধ্যে

শত্রু বধ, হবে রাজ্য নিরাপদ, কহিলাম এই যুক্তি মত ।। আর এক আছে কাজ, বলি শুন মহারাজ, মন্ত্রণার উচিত বচন । তব শত্রু দেবগণ, তার মূল নারায়ণ, গাভী দ্বিজ তাহার জীবন ।। গাভী হতে ঘৃত হয়, হোম করে দ্বিজচয়, তাহা খেয়ে বাড়িয়াছে বল । বধ কর ধেনু বিপ্র, কেশব মরিবে ক্ষিপ্র, সে মরিলে ভাঙ্গিবে কন্দল ।। শুনিয়ে মন্ত্রির বাণী কংস দৈত্য চূড়ামণি ব্রহ্মহিংসা জ্ঞান করেছিত । আসন্ন হইলে কাল সাধ করে যাবে শাল বুদ্ধি শুদ্ধি হয় বিপরীত ।। কুবুদ্ধি ঘটিল তবে ধেনু শিশু বিপ্র সবে মারিবার অনুজ্ঞা করিল । চলে সব দৈত্যবর্গে নন্দের পুরমার্গে ধেনু বিপ্র মারিতে লাগিল ।। পুতনা শিশুঘাতিনী কালকূট যুক্ত স্তনী শিশুগণে চলিল মারিতে । কত শত মায়া জানে দিব্য বস্ত্র পরিধানে ব্রজপথে আইল ত্বরিতে ।। ইতি মধ্যে যত দেশ তথা করিল প্রবেশ যার ঘরে দেখে ছোট ছেলে । মুই ধাই বলে গায় ছলে মুগ্ধ করে তার কোলে হতে শিশু লয় কোলে ।। দয়া শূন্য কলেবর বিষ মাখা পয়োধর ধরে দেয় শিশুর বদনে । উথান শয়ন করি কলেবর পরিহরি যায় শিশু যমের সদনে ।। এই রূপে যত শিশু সকলে মারিল আশু পুতনা ভ্রমিয়ে ঘর ঘর । কৃষ্ণকেলি কল্পলতা বিশ্বনাথ বিরচিতা নন্দ মহোৎসব অতঃপর ।।

নন্দ মহোৎসব ।

গোকুলে যশোদা নন্দের ভবনে দেখিল নবকুমার ; নীলকান্তমণি জিনি তনু খানি রূপে হরে অন্ধকার ॥ বলে সকলে বিধি আমারে এ নিধি না জানি কি ভাগ্য হেতু । আজি সুপ্রভাতে পাইলাম হাতে বিনাশ জাগতে সেতু ॥ ছিল না চেতনা বেদনা যন্ত্রণা কিছু না পাইতে হল । দেখি অকিঞ্চন মনোনন্দ ধন নারায়ণ মিলাইল ॥ নানন্দ সুনন্দ যত গোপবৃন্দ গোপের রমণী যত । যশোদানন্দন দেখিবারে যায় সবে পুলকিত চিত ॥ গোপালের সবে যত গোপবৃন্দ আনন্দ সাগরে ভাসে । দিতে দিতে দান ধারণে নন্দ দক্ষিণের পূর্ণ নাশে ॥ করে বিতরণ রজত কাঞ্চন বস্ত্র আভরণ ধেনু । গোকুলের মাঝে নানা বাদ্য বাজে শিঙ্গা বিষাণ বেণু ॥ বাজে তুরী ভেরী দামক ঝাঁঝরী পাখোয়াজ মোচঙ্গ । ঝাঁজ করতাল মৃদঙ্গ রবাব বীণা ঢোল রামশিঙ্গা ॥ সেতার তম্বুরা মুরজ মন্দিরা দুন্দুভী ঘণ্টা মাদল । বিপঞ্চি টিকারা দম সপ্তস্বরা জগঝম্প ঝাঁজরোল ॥ পুর শোভা করে প্রতি [illegible] দ্বারে কদলী তরু রোপণ । তাহার নিকটে সুবর্ণ ঘটে আম্রশাখা সুশোভন ॥ সুশীতল জল সিন্দুর কজ্জল নারিকেল ফল তাতে । নীল শ্বেত পীত ধবল লোহিত ধ্বজা উড়ে শতে শতে ॥ উচ্চ অট্টালিকা কাঞ্চন কলিকা পতাকার প্রান্তভাগে । স্ফটিকের স্তম্ভ তাহে

অবলম্ব চন্দ্রাতপ তার আগে ॥ রজতরচিত রাজহংস কত বিরাজিত রাজদ্বারে। কৃত্রিম পুত্তলি শোভে হেম-মালী পুষ্পমালা শোভাকরে। গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে শুনিল সকল লোক। নন্দের গৃহিণী, যশোমতী যিনি, হয়েছে তাঁর বালক॥ নগর ভাঙ্গিল, যেখানে যে ছিল, যে শুনিল যেই হয়ে। নন্দের ভবনে, পুলকিত মনে, কানাখোঁড়া আদি চলে॥ যতেক গোপনারি যায় সারি সারি দধি দুগ্ধ ঘৃত লয়ে। ঋষি মুনিগণ করিল গমন শ্রীকৃষ্ণের গুণ গেয়ে। কেহ নাচে গায় কেহ বা বাজায় কেহ দেয় করতালি॥ আনন্দে মোহিত সবে পুলকিত কাদা করে দধি ঢালি॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত হরিদ্রা সহিত কেহ দেয় কার গায়। কেহ ভাণ্ড [illegible] গোরস পুরিয়ে ঢালিছে কার মাথায়॥ সম্বন্ধ বিচার নাহিক তাহার কি কহিব তার কথা। কহিনু কিঞ্চিত [illegible]রসে বঞ্চিত জনের জনম বৃথা॥ মহা মহোৎসব ঘোর কলরব কে শুনে কাহার বাণী। নীলমণি কোলে বসি চতুর্দ্দোলে পুলকিত নন্দরাণী॥ যত বাদ্যকর যায় নিজ ঘর নন্দ করেন বিদায়। সাঙ্গ মহোৎসব গোপ গোপী সব নিজ নিজ গৃহে যায়॥ দিতে রাজকর হইয়ে সত্বর নন্দ মথুরায় গেল। কংসে সন্তোষিয়ে রাজকর দিয়ে তরু তলেতে বসিল। বসুদেব শুনি আইল তখনি নন্দ করে আলিঙ্গন॥ যাইয়ে নির্জ্জনে বসি দুই জনে নানা কথোপকথন॥ বসুদেব বলে উৎপাত গোকুলে হবে অনেক প্রকার। হইয়ে সত্বর যাহ নিজ ঘর বিলম্ব না

কব আর ॥ নন্দগোপ শুনি চলিল তখনি মনে করে সশঙ্কিত। নিজালয়ে গিয়ে বালকে দেখিয়ে তাকে দ্বিজ পুরোহিত॥ গর্গাচার্য্য আসি কহিছেন হাসি ধরিয়ে নন্দের হাত। তোমার তনয় নয় কভু নয় অখিল ভুবন নাথ॥ রূপ গুণ বল কহিল সকল নন্দ আনন্দিত চিতে। পুলকে মোহিত করিল বিহিত দান দান পুরোহিতে॥ মঙ্গলাচরণ করে দ্বিজগণ জাতকর্ম্ম আদি যত। বিহিত নিয়মে পুরোহিত আসে নাম রাখে মনোমত। রোহিণী-নন্দন নাম সঙ্কর্ষণ আর নাম বলরাম। যশোদাকুমারে ভবপারাবারে তরণী শ্রীকৃষ্ণ নাম॥ মহাপাপ ক্ষয় যে নামেতে হয় যোগির পরম তত্ত্ব। যে নাম গ্রহণে নারদের গানে বিশ্বনাথ সদা মত্ত॥

ব্রজভূমি বিবরণ।

রাজা পরীক্ষিত পরম ভক্তিযোগ সহকারে কৃতাঞ্জলি পুটে শুকদেব গোস্বামিকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনিবর যে ব্রজে যশোদার গর্ব্ভে জগজ্জননী যোগমায়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এবং দুষ্ট কংসভয়ত্রাণ হেতু বসুদেব স্বকীয় পুত্র অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া ব্রজভূমি গমন করিয়াছিলেন, সেই ব্রজভূমি কি প্রকার কহিতে আজ্ঞা হউক।

মহারাজ, ব্রজভূমির বিবরণ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন, বিংশতি যোজন বিস্তৃত মথুরা নাম

স্থান, যে স্থানে সর্ব্বদা সত্য যুগ এবং উত্তরায়ণ, যাহার দর্শন মাত্রেই অশেষ পাপ পলায়ন করে, যেমন সিংহ দর্শনে মৃগ ও গরুড় দর্শনে সর্প পলায়ন করে। সেই মথুরার অন্তঃপাতি ব্রজভূমি এবং নানা দেশ। প্রথমতঃ মধুবন তদন্তঃপাতি মধুপুরী, তন্মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যমুনা, সেই যমুনাতে বিশ্রাম ঘাট, অর্দ্ধচন্দ্র তীর্থ, সেই তীর্থ মধ্যে নানা প্রকার তীর্থ অতিরিক্ত গুহ্য প্রয়াগ কন খলতীন্দুক সূর্য্য তীর্থ বটস্বামী ধ্রুবতীর্থ তদ্দক্ষিণে ঋষিতীর্থ, তদ্দক্ষিণে মোক্ষ তীর্থ, বোধি তীর্থ, অসিকুণ্ড, নবতীর্থ, ধারাপতনক তীর্থ, দশাশ্বমেধ, গোকর্ণ, কৃষ্ণ গঙ্গা, বৈকুণ্ঠ, চতুঃসামুদ্রিক। যমুনা পারে ব্রজ ভূমি, তদন্তঃপাতি তালবন, তালবনে নীলোৎপল বিভূষিত কুণ্ড, তৎপরে কুমুদবন কাম্যবন, কাম্যবনে বিমল কুণ্ড, কাম সরোবর, গোপিকাদিগের ক্রীড়া স্থান। তৎপরে বাহুলবন, সেই বনে সঙ্কর্ষণ কুণ্ড এবং মানস সরোবর। তৎপরে ভদ্রবন, খদিরবন, মহাবন, যমলার্জ্জুন তীর্থ কুণ্ড। তৎপার্শ্বে লোহ জংঘ বন বিল ভাণ্ডীর বন বৃন্দাবন, যে বৃন্দাবনে গোপীগণে শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকার ক্রীড়া করিয়াছেন। সেই বৃন্দাবনে নিকুঞ্জবন মাধবীকুঞ্জ গোবর্দ্ধন নামা পর্ব্বত গোবিন্দ তীর্থ ব্রহ্মকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ডের উপরে শ্বেতবর্ণ অশোক বৃক্ষ, তন্নিম্নে যমুনাতে কেশীঘাট সেই স্থানে কেশী নামক অসুর বিনাশ হয়। তৎপরে প্রস্কন্দন ক্ষেত্র কালীয় হ্রদ তন্নিকটে কদম্ববৃক্ষ সেই কদম্ববৃক্ষ

কলিযুগেও থাকিবে। তৎপরে আদিত্য তীর্থ মানস গঙ্গা। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের চারি পার্শ্বে চারি কুণ্ড পূর্ব্বে ইন্দ্র পশ্চিমে বরুণ দক্ষিণে যম উত্তরে কোবের নিকটে গোবিন্দকুণ্ড রাধাকুণ্ড অক্রুর তীর্থ ভাণ্ডীবন সেই স্থানে অদ্যাপি অর্দ্ধরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি হয় শ্রীবৃন্দাবন বাসী মহাশয়েরা শুনিতে পান। আর ব্রজভূমির কোন স্থানের নাম নন্দগ্রাম এবং বৃষভানু পুর আর গোকুল শব্দটা রোহণ। নন্দীশ্বরে এক আশ্চর্য্য আছে মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে সকল বৃক্ষ কুন্দনের ন্যায় হইয়া থাকে। নন্দগ্রামে গোপরাজ নন্দের আর সানন্দ সুনন্দ প্রভৃতি গোপের বসতি। নন্দপত্নী যশোদা। ভানুপুরে রাজা বৃষভানু তাঁহার সহোদর চিত্রভানু। বৃষভানুর কন্যা শ্রীমতী রাধা। চিত্রভানু কন্যা চন্দ্রাবলী। দুই জনের সঙ্গিনী সমবয়স্কা বহুতর গোপকন্যা। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা ব্যবহার পশ্চাৎ সুব্যক্ত হইবে। ইতি দ্বিজ শ্রীবিশ্বনাথ বিরচিত ব্রজভূমি বিবরণ।

পুতনা বধ প্রভৃতি এক এক দিনের বৃত্তান্ত।

কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণ জন্ম হইল তৎপরে। শুক্লপক্ষে অষ্টমীতে বৃষভানুপুরে॥ বৃষভানু নৃপতির হইল বালিকা। নৃপতি কন্যার নাম রাখিল রাধিকা॥ কাঞ্চন জিনিয়ে

কান্তি রাজার দুলালী। চিত্রভানু কন্যা হৈল নাম চন্দ্রা-বলী॥ দেবকন্যা হৈল গোপী ছাড়ি দেবলোক। দেব অংশে শ্রীদামাদি হইল বালক॥ এক দিন পুতনা চলিল ধীরে ধীরে। উপনীত হৈল গিয়ে নন্দের মন্দিরে॥ শু-নেছে নন্দের ঘরে হয়েছে কুমার। কংসের আদেশে শিশু করিতে সংহার॥ মায়া রূপ মদনমোহিনী মনো-রমা। উচ্চ কুচ নিবীড় নিতম্ব সুমধ্যমা॥ মল্লিকা মালতী মালে কবরী বন্ধন। দিব্য বাস সহাস[illegible] দশন॥ কনক কুণ্ডল কাণে কপট কামিনী। গলে গজমতি গুচ্ছ গজেন্দ্রগামিনী॥ সই সই বলে যায় যশোদার কাছে। হাগো সই তোর নাকি সন্তান হয়েছে॥ ছল বুঝি বলে রাণী একেমন বাণী। বন্ধ্যার তনয় হয় কখন না শুনি॥ গোবিন্দ ভাবেন মনে ঘরের ভিতরে। ভয় পেয়ে যশোদা ডাকান পুতনারে॥ আমার কিসের ভয় যাই বাহিরেতে। শুভারম্ভ করি তবে অশুর বধিতে॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ ভূতলে পড়িয়ে। পুতনা নিকটে যান হামাগুড়ি দিয়ে॥ পুতনা বলিছে সই এই তোর ছেলে। এস বাছাধন বলি করিলেক কোলে॥ মায়া মুগ্ধ হয়ে রাণী গৃহ কর্ম্মে যায়। পুতনা বালক লয়ে চারিদিগে চায়॥ ধীরে ধীরে অধীরা ধরায় পয়োধর। অধরে ধরিতে ধীর ধরে দিয়ে কর॥ বার বার তিন বার করি নিবারণ। ধর্ম্ম সাক্ষী করি তবে করিল শোষণ॥ আপাদ মস্তকে টান পড়ে পুত-নার। আকর্ষণে হয় যেন ধনুকে টঙ্কার॥ চড় চড় করে বুক বাপ বাপ ডাকে। ছাড় ছাড় মরি মরি কলেবর

ধাকে ॥ ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল রুধির। নির্জ্জীব হইয়ে পড়ে প্রকাণ্ড শরীর ॥ অতি ঘোরতর শব্দ হইল গোকুলে। তাহে চমকিত গোপ গোপিকা সকলে ॥ শব্দ শুনি যশোমতী সত্বরে আইল। না জানি শ্রীকৃষ্ণের কি প্রমাদ ঘটিল ॥ বহিদ্বারে গিয়ে দেখে অচল আকার। অতি দুর ন্যাপ্ত কলেবর পুতনার ॥ তাহার উপরে দেখে কুমার গোবিন্দ। পর্ব্বত শিখরে যেন নীল অরবিন্দ ॥ কাতরা হইয়ে রাণী করে হাহাকার। এক গোপ তথা হতে আনিল কুমার ॥ যশোদা বালকে করে মঙ্গলা চরণ। পঞ্চগব্যে অভিষেক গো পুচ্ছ ভ্রমণ ॥ নন্দ বলে বসুদেব যাহা বলেছিল। সে কথা হইল সত্য আজি জানা গেল ॥ আর যত গোপ আসি পুতনা শরীর। খণ্ড করি দগ্ধ করে লইয়ে বাহির ॥ তাহাতে উঠিল ধুম শুঃ চন্দনের গন্ধ। সদগতি হইল তার বিধির নির্বন্ধ ॥ শত্রু ভাবে মুক্ত হল পুতনা রাক্ষসী। না জানি কি গতি পাবে গোকুল-নিবাসী ॥ জগতের নাথ হরি নন্দের ভবনে। শুক্লপক্ষে যেন শশী বাড়ে দিনে দিনে ॥ শুকদেব বলে রাজা হইয়ে নিপুণ। আর শুন অর্জ্জুনের সারথির গুণ ॥ এক দিন অভিষেক করি নন্দরাণী। শকটের নিকটে রাখিল যদুমণি ॥ রোদন করয়ে কৃষ্ণ শুনিতে ক্ষুধায়। কর্ম্মে ব্যস্ত যশোমতী শুনিতে না পায়। লীলা হেতু কৃষ্ণ করি চরণ চালন। পদাঘাতে করিলেন শকট ভঞ্জন ॥ তাহাতে গোরস পূর্ণ ভাণ্ড ছিল যত। খণ্ড খণ্ড হয়ে সব হল ভূমিগত ॥ নন্দ যশোমতী দেখি হৈল চম

কিত। অকস্মাত কেন হেন হল বিপরীত॥ গোপীগণ
আসি যশোমতীর নিকট। অনুমানে বলে শিশু ভাঙ্গিল
শকট॥ নন্দগোপ অমঙ্গল জানিয়ে তখন। দ্বিজগণ ডাকি
করাইল স্বস্ত্যয়ন॥ একদিন যশোমতী কোলে যদুমণি।
অচল সদৃশ ভার হইলা আপনি॥ নন্দরাণী না পারয়ে
সে ভার রাখিতে। মরি মরি বলি হরি রাখিল ভূমিতে॥
বলে কেন আজি ভারি হল নীলমণি। কি হইবে কি হ-
ইবে কিছুই না জানি॥ প্রাচীন প্রাচীন গোপী বলে ভয়
নাই। দুগ্ধপান করি ভারি হয়েছে কানাই॥ মথুরায় শুনি-
য়াছে কংস মহীপাল। পুতনা করেছে বধ নন্দের দুলাল॥
নিশ্চয় জানিল তবে সেই মোর অরি। তৃণাবর্ত্তে পাঠাইল
দৈত্য অধিকারী॥ চক্রবাত রূপে তৃণাবর্ত্তের গমন।
প্রচণ্ড পবনে করে বৃক্ষ উৎপাটন॥ গোকুলে উড়িল
ধুলি ঘোর অন্ধকার। গোপ গোপী বলে একি হল আর
বার॥ হুরু হুরু শব্দে যায় নন্দের ভবন। আকাশে তুলিল
কৃষ্ণে করি আকর্ষণ॥ কৃষ্ণের অপূর্ব্ব শোভা অসুরের
সনে। রাহুগ্রস্ত নীলচাঁদ উদয় গগনে॥ যশোমতী বালকে
দেখিতে নাহি পায়। হাহাকার শব্দ করি পড়িল ধুলায়॥
মায়ের রোদন শুনি প্রভু গদাধর। অসুরের গলা ধরি
হন বিশ্বম্ভর॥ সে ভার সহিতে না পারিয়ে তৃণাবর্ত্ত।
পাষাণে পড়িয়ে দৈত্য হইল নিঃশব্দ॥ অসুর করিল নাশ
অসুরান্তক। দেখিয়ে বিস্ময়াপন্ন গোকুলের লোক॥
কোন গোপী কৃষ্ণ আনি দিল যশোদায়। হেনকালে নন্দ
ঘোষ আইল তথায়॥ শুনিয়ে বৃত্তান্ত সব হইল বিস্মিত।

আশীর্ব্বাদ করে এসে গোপ গোপী কত ॥ দিন দেখে স্বস্ত্যয়ন করাইল নন্দ । বলে আজি শিশু রক্ষা করিল গোবিন্দ ॥ ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম কৃষ্ণের হইল । ব্রজের বালক সঙ্গে খেলিতে লাগিল ॥ গোপরাজ রাণী নন্দে আনন্দে বসিয়ে । একদিন গোপালে নাচায় সাজাইয়ে ॥ শ্রুতিমূলে মণিময় মকর কুণ্ডল । চলিতে চঞ্চল চারু করে ঝলমল ॥ কটিতে কিঙ্কিণী জাল বাজে ঝিনি ঝিনি । চরণে নূপুর ধ্বনি মধুকর জিনি ॥ করিকরাকার করে বলয় মিলিত । সজল জলদে যেন তড়িত জড়িত ॥ খঞ্জন গঞ্জন নেত্রে যোগে অঞ্জন । বৈজয়ন্তী হার গলে ভুবনরঞ্জন ॥ নবনী দলিত অঙ্গ নীলিম সুঠাম । নাচিছে অঙ্গন মাঝে সহ বলরাম ॥ কুলবধূ শশিমুখী ফিরে সারি সারি । ধন্য ধন্য নন্দরাণী বলে গোপ নারী ॥ হেন মনে বাসি কত শত পুণ্যরাশি । করিয়ে পেয়েছ কোলে হেন কাল শশী ॥ গঙ্গাজলে বিল্বদলে পূজে ত্রিলোচন । অমূল্য অতুল্য নিধি পেয়েছ এখন ॥ শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখে গোপের রমণী । নূতন নূতন নিত্য দেখায়ে তখনি ॥ যখন যে অঙ্গে আঁখি করয়ে অর্পণ । অনিমিষ হয়ে স্থির থাকে দুনয়ন ॥ একদিন হৃষীকেশ সঙ্গে শিশুগণ । ছল করি করিলেন মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ দেখিয়ে শ্রীদাম বলে যশোদার কাছে । ওগো যশোমতী কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে ॥ ক্ষীর নবনীত তুমি খেতে দেও নাই । ক্ষুধায় কাতর হয়ে মাটি খায় তাই ॥ গোরস বিক্রয় করি করেছ কি ধন । এখনে আদর নাই ধিক্ অন্য ধন ॥

শ্রীদামের কথা শুনি বলে নন্দরাণী। মাটি নাকি খেয়েছিস হারে নীলমণি॥ অকারণে যশোদার অযশ করিলি। খাইতে মায়ের মাথা কেন মাটি খেলি॥ মুখ প্রসারিল কৃষ্ণ যশোদার কাছে। দেখহ মুখেতে মোর কত মাটি আছে॥ সে চাঁদ বদনে দৃষ্টি করে শীঘ্রগতি। দেখিয়ে বিস্ময়াপন্ন হল যশোমতী। উদরের মধ্যে দেখে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। ভূমি জানু ভুজঙ্গ ভূধর প্রকাণ্ড॥ কুরঙ্গ মাতঙ্গ ভৃঙ্গ বিহঙ্গ পতঙ্গ। দেবতা গোপী গোপ রঙ্গ করে কত রঙ্গ॥ নদ নদী পয়োনিধি অবনী আকাশ। রবি আর হুতাশন শশির প্রকাশ॥ নানাপ্রস্থ দেবঋষি ব্রহ্মর্ষি যত। অপ্সর কিন্নর যক্ষ সুরাসুর কত॥ এই রূপ অপরূপ দেখিয়ে যশোদা। লোমাঞ্চিত কলেবর নন্দের প্রমদা॥ পুনর্ব্বার সে সকল দেখিতে না পায়। হইল বিস্মিত সব কৃষ্ণের মায়ায়॥ এক দিন ব্রজেশ্বরী প্রভাতে উঠিয়ে। করিছে মন্থন দধি বাহিরেতে গিয়ে॥ ঘর ঘর ঘোরে দণ্ড ঘন দেয় টান। ললিত সুস্বরেতে করে হরি গুণ গান॥ ঝনঝন কঙ্কণ কুণ্ডল ঝলমল। কর কুচ কটি কণ্ঠ কম্পিত কুন্তল॥ মন্থনের কালে লোলে নিতম্ব চরণ। সুমঞ্জীর রঞ্জিত সিঞ্জিত ঝন ঝন॥ শব্দ শুনি নীলমণি আইল বাহিরে। অলসে অবশ অঙ্গ চলে ধীরে ধীরে॥ যথা যশোমতী করে গোরস মন্থন। তথায় নবনীলোভী করিল গমন॥ বাম করে ধরি দধি মন্থনের দণ্ড। নবনী তুলিয়ে খায় করে লণ্ড ভণ্ড॥ যশোদা করিয়ে গায় ধরিতে কৃষ্ণেরে। যশোদার ভয়ে

হরি যান অতি দূরে॥ দূরগামী দেখি যশোদার হৈল ভয়। ফিরে আয় বলে ডাকে ব্যাকুল হৃদয়॥ যত পাপ মনে মনা মানা না করিব। নিষ্ঠুরের কর্ম্ম করি বন্ধনে ফেল দিব॥ ডাকে যশোমতী কৃষ্ণ ফিরে নাহি চায়। এখন য শোদারাণী দেখাইছে ভয়॥ এমান গাছেতে এক কাণ কাটা আছে। আমার দেবের কাছে তোমাতে ধরে গেছে॥ যশোদার বাক্যে ভয়ে যশোদা তনয়। কি দেখান মাতা মোরে কাণকাটা ভয়॥ একদণ্ডেব মস্তক কাটিব নিজ করে। করিল কংসেরে যম মথুরা নগরে। কিন্তু যশোমতী বড় হয়েছে কাতরা। সত্বগুণাবলম্বিনী দিতে হৈল ধরা। যশোদার নিকটে আসি গদাধর। কোলে লয়ে নন্দন তুষিল নন্দরাণী॥ প্রণমিয়ে নন্দের নন্দন জগন্নাথ। রচিল পয়ার ছন্দে দ্বিজ বিশ্বনাথ।

শ্রীকৃষ্ণের গোপীগৃহে নবনীত চৌর্য্য।

একদিন ব্রজনাথ ব্রজের বালক সাথ, ব্রজপথে করিল গমন। ব্রজের বানর যত সঙ্গে এল শত শত যেন রাম রূপ দরশন॥ কোন গোপিকার ঘর প্রবেশিল মুরহর অঙ্গ সঙ্গেতে বালক বানর। হরি নবনীত খান কপি বালকে খাওয়ান এ সময় গোপী এল ঘর॥ গৃহ মধ্যে দেখে হরি নাচে হাতে গোপ নারী বলে হরি একি তব কাজ। ননী চুরি করে খাও লাজেরে নাহি ডরাও কি বলিবে শুনে গোপরাজ॥ নব লক্ষ ধেনু যার কিসের অভাব তার সে

কি খেতে দেয় নাই ননী। কি বলিব যশোদারে সাত পাঁচ নাহি ঘরে সবে মাত্র তুমি নীলমণি ॥ না বলিলে কেন মোরে নবনী দিতাম তোরে চুরি করে খাওয়ায় কি রস। বিদ্যা বটে চুরি করা যদি না পড়য়ে ধরা ধরিলে ধরায় অপযশ ॥ সে চোর চতুর বড় চাতুরীতে অতি দড় হাস্য মুখে কহেন গোবিন্দ। কি জানি কালের ধর্ম্ম কিছু না বুঝিনু মর্ম্ম করিলাম ভাল হৈল মন্দ ॥ বিড়ালে নবনী খায় তাড়াতে এলাম তায় না বুঝিয়ে চোর বল ফিরে। শুনিয়ে গোপিকা কয় বলে বড় দয়াময় শিশুগণ কি হেতু বাহিরে ॥ হরি কন ননী চুরি করি নাই শিশু তারি সাক্ষির স্বরূপ মোর সনে। গোপী বলে বটে হরি শিখেছ ভাল চাতুরী নবনীত কিহেতু বদনে ॥ হরি কন নন্দরাণী ভাণ্ডেতে রাখয়ে ননী অকর্ম্ম করেছি সেইকালে। প্রহার করেছে রাণী তাহাতে লেগেছে ননী এখন সে চিহ্ন আছে গালে ॥ অন্যাক গোপের নারী নন্দালয়ে গেল হরি নিত্য নিত্য এই ব্যবহার। যত গোপের রমণী গিয়ে যথা নন্দরাণী নিবেদিল চরিত্র তাঁহার ॥ শুন ওগো যশোমতি তুমি অতি শুদ্ধমতি গোপরাজ তাহার অধিক। সুজনের হেন ছেলে নাহি শুনি কোন কালে হায় বিধাতায় ধিক ধিক ॥ ভাণ্ড ভেঙ্গে ননী খায় কথায় না আঁটা যায় অসময় বৎসের মোচন। অনুচিত দেয় গালি আর দেয় করতালি শিশুগণে করায় রোদন ॥ এত শুনি নন্দরাণী বলে হারে নীলমণি একি শুনি তোর ব্যবহার। রাজপুত্র হলি চোর গোপরাজ পিতা তোর নবলক্ষ

গোধন যাহার ॥ আপনি পাইবে দুখ হাসাবি নন্দের মুখ এত বলি রাণী জ্বলে ক্রোধে। প্রহার করিতে যায় গোপী নিবারিল তায় শ্রীবিশ্বনাথের উপরোধে ॥

শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন প্রভৃতি।

এক দিন অন্য মনে আছে নন্দরাণী। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলা যদুমণি ॥ দেখে রাখিয়াছে ননী পূরিয়ে ভাজন। সমুদায় ননী হরি করিল ভোজন ॥ এক ভাণ্ড ননী আছে শিকার উপরে। হাত বাড়াইয়ে তাহা পাড়িতে না পারে॥ উদুখল উপরে উঠিয়ে যদুমণি। বাম করে ভাণ্ড ধরে খাইতেছে ননী॥ এ সময়ে নন্দরাণী প্রবেশিয়ে ঘরে। দেখিল গোপাল উদুখলের উপরে ॥ বলে হাঁরে কৃষ্ণ তব একি ব্যবহার। গৃহের সকল ননী করিলি আহার ॥ নন্দ আজি জিজ্ঞাসিলে বল কি বলিব। কোথা হতে ভূপতি কংসের কর দিব ॥ তবে উদুখল হতে নামি নীল মণি। নবীন নবনী চোর ধরে নন্দরাণী ॥ ধরিল যুগল কর সহিত বলয়। করির করেতে যেন শোভে কুবলয় ॥ চোরচূড়ামণি চায় চঞ্চল নয়নে। কপটে অমনি ধারা বহিছে বদনে ॥ রাণী বলে ননীচোর কি কর রোদন। নিত্য চুরি কর আজি করিব বন্ধন ॥ ব্রজের গোপিকা গণে মিছা বলে নাই। ঘরে পরে কর চুরি দেখিলাম তাই ॥ যোগির যোগের যোগ্য যে জন জগতে। যশোদা গোরাণী তার রজ্জু দিল হাতে ॥ বেষ্টন করিয়ে রাণী করিছে

বন্ধন। গ্রন্থি দিতে দ্বি অঙ্গুলি রজ্জু অকুলান॥ যত রজ্জু ছিল হস্তে সকলি বাঁধিল। তথাপি কৃষ্ণের করে বন্ধন নহিল॥ স্থূলাঙ্গী যশোদা রাণী হইল কাতরা। গলিত কুন্তল ঘর্ম্ম যুক্ত কলেবরা॥ অতিশয় শ্রান্তি যদি হৈল যশোদার। বন্ধন জগতপতি করিলা স্বীকার॥ যার মায়া-গুণে বদ্ধ জগতের জন্তু। সে জনে যশোদা বাঁধে দিয়ে ক্ষুদ্র তন্তু॥ বেঁধে লয়ে যায় রাণী পাষাণ হৃদয়া। দেখিয়ে সে চাঁদমুখ না হইল দয়া॥ খুলে দে মা বন্ধন গোবিন্দ যত বলে। না শুনে যশোদা রাণী বাঁধে উদুখলে॥ গৃহ কর্ম্মে গেল রাণী হয়ে অন্য মন। উদুখল সহ হরি করে পলায়ন॥ জমল অর্জ্জুন বৃক্ষ বহুকাল ছিল। তার মধ্যে দীনবন্ধু প্রবেশ করিল॥ শ্রীঅঙ্গ পরশে বৃক্ষ হৈল উৎপাটন। শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব্ব হইল বিমোচন॥ কৃষ্ণেরে করিয়ে স্তব গন্ধর্ব্ব চলিল। বৃক্ষের পতন শব্দ সকলে শুনিল॥ নির্ব্বাতে পড়িল বৃক্ষ একি অসম্ভব। বলি দ্রুত যায় তথা গোপগণ সব॥ সানন্দ সুনন্দ নন্দ যত গোপবৃন্দ। বন্ধন সহিত তথা দেখিল গোবিন্দ॥ গোপেশ্বর বন্ধন করিয়ে বিমোচন। বলে কৃষ্ণ কে তোমারে করেছে বন্ধন॥ বুঝি ননী চুরি করেছিলে কার ঘরে। ব্রজের গোপিকা কেহ বেঁধেছে তোমারে॥ কৃষ্ণ কন আমাকে বঞ্চনা করে রাণী। ক্ষুধায় কাতর হলে নাহি দেয় ননী॥ তাই নবনীত করে ছিলাম ভোজন। যশোমতী উদুখলে করেছে বন্ধন॥ আর মা বলিয়া না ডাকিব যশোদারে। না রব

তোমার ঘরে যাব দেশান্তরে ॥ যশোমতী গৃহে না দেখিয়ে নীলমণি। কোথা কৃষ্ণ বলে যেন হৈল পাগলিনী ॥ হেন কালে কৃষ্ণ কোলে লয়ে ব্রজরাজ। আসি যশোদারে বলে একি তব কাজ ॥ তুচ্ছ নবনীর জন্যে বেঁধেছ গোপালে। কি হইতে কি হইবে কি আছে কপালে। যদি ছেড়ে যায় হবে ব্রজ অন্ধকার। কি ছার সংসার যার ধন নাহি যার ॥ যশোমতী বলে কর্ম্ম করেছি হে নন্দ। আয় কৃষ্ণ বলে কোলে লইল গোবিন্দ ॥ একদিন নন্দ এল বাথান হইতে। যশোদা বসেছে কেশ বন্ধন করিতে ॥ জল পিড়ি বাধা দিতে যায় নন্দরাণী। আমি দিব এসকল বলে যদুমণি ॥ যশোদা কহিছে কৃষ্ণ নহে তোর কাজ। আমারে দিবেক গালি দেখে গোপরাজ ॥ কৃষ্ণ কন ইহাতে আছয়ে কোন বাধা। আমি আজি লয়ে দিব পিড়ি আর বাধা ॥ নিবারণ করিতে না পারে নন্দরাণী। জল পিড়ি আর বাধা দিতে দিল আনি ॥ জলপাত্র বাধা রেখে পিড়ির উপরে। মস্তকে লইলা কৃষ্ণ দুই হাতে ধরে ॥ বামভাগে চূড়া বাকা হৈল তদবধি। দেখে হায় হায় করে ইন্দ্র চন্দ্র বিধি ॥ কত ভাগ্য করেছিল নন্দ যশোমতী। মাথায় বহিল বাধা ত্রিলোকের পতি ॥ নন্দেরে লইয়ে কৃষ্ণ দিল সে সকল। দেখে কাজ গোপরাজ হইল বিকল ॥ যশোদারে ডেকে বলে একি বিবেচনা। গোপাল মনুষ্য নয় জেনেও জাননা ॥ গোবৎস পুতনা বধ করিল যে জন। পদাঘাতে যে করিল সকট ভঞ্জন ॥ জল পিড়ি বাধা দিলে তাহার মাথায়। কিছু বিবেচনা নাই হায় হায় হায় ॥

গোপেশ্বর সত্বরে গোবিন্দ লয়ে কোলে। ক্ষীর খণ্ড ননী দিল বদন কমলে॥ ফল বিক্রয়িণী ব্রজে এল এক দিন। ফলের চুপড়ি শিরে বসন মলিন॥ তৈল বর্জ্জিত কেশ লৌহ খাড়ু হাতে। বাড়ী বাড়ী যায় ফল বিক্রয় করিতে॥ ভাল ফল নিবে বলি ডাকে বিক্রয়িণী। অঙ্গনের মধ্যেতে শুনিল যদুমণি॥ অঞ্জলি পূরিয়ে হরি ধান্য লয়ে যায়। হস্ত হতে ধান্য সব পড়ে রাঙ্গা পায়॥ কমলা ধান্যরূপিণী পড়িল চরণে। ক্ষমা কর জগন্নাথ এলে মনে মনে॥ বিক্রয়িণী সন্নিধানে করো না বিক্রয়। চরণে ধরিয়ে বলি শুন দয়াময়॥ যতবার ধান্য আনে সকলি পড়িল। ফল বিক্রয়িণী তবে কহিতে লাগিল॥ শুন ওহে নন্দের নন্দন নীলমণি। ধন্য ধন্য নন্দরাণী তোমার জননী॥ কত কোটি জন্ম পুণ্য করেছে সঞ্চয়। সেই ফলে কালাচাঁদ হয়েছ উদয়॥ আইস নিকটে মোর ধান্যে কাজ নাই। এই ফল আনিয়াছি সব দিয়ে যাই॥ একবার চন্দ্রমুখে ডাক মা বলিয়ে। নিজ গৃহে যাই জন্ম সফল করিয়ে॥ তবে বিক্রয়িণীর নিকটে যদুমণি। অমনি মা বলি ডাকে শুনিয়ে তখনি॥ ফল বিক্রয়িণী তবে পুলকে পূরিল। সুপক্ক যতেক ফল কৃষ্ণ হস্তে দিল॥ কৃষ্ণকল্পতরুবরে চারিফল ফলে। তাহাকে দিলেক ফল না জানি কি ফলে॥ জগতের ফলদাতা ফল লয়ে গেল। ফলবিক্রয়িণী নিজ গৃহেতে চলিল॥ এইরূপে বাস করে গোকুলে গোবিন্দ। এক দিন মন্ত্রণা করয়ে গোপবৃন্দ॥ ব্রজের নিবাসে বড় উৎ-

পাত হইল। বসতির যোগাস্থান কোথা আছে ভাল! বিশ্বনাথ বলে তবে চল বৃন্দাবন। যথায় যমুনা নদী গিরি গোবর্দ্ধন॥

ইতি ব্রজলীলা।

বৃন্দাবন গমন।

আজ্ঞাদিল ব্রজরাজ, ব্রজে আর নাহি কাজ, চল সবে রম্য বৃন্দাবনে। বাজিল নন্দের ভেরী, ভাঙ্গিল ব্রজ নগরী, যায় সবে আনন্দিত মনে॥ ধন ধান্য ধেনু লয়ে, শ্রীকৃষ্ণের গুণ গেয়ে, যশোমতী শকটারোহণে। তাহাতে রোহিণী রাম, রাণী লয়ে ঘনশ্যাম, উপনীত হন বৃন্দা-বনে॥ বিভূম্বী নন্দন বন, নিরখি শ্রীবৃন্দাবন, হৃষ্টমন গোপ গোপী যত। নানাবিধ তরু শোভা, মুনির মানস লোভা, বিস্তার কহিব তার কত॥ তমাল পিয়াল শাল, রসাল হিন্তাল তাল, উদ্যানে শ্রীফল নম্রমান। নাগরঙ্গ জম্বু নিম্ব, দাড়িম্ব কদম্ব বিম্ব, চম্পক চোনগ রুতমান॥ হরীতকী বিভীতকী, শোভাঞ্জন আমলকী, ধাতকী কে-তকী আম্রাতক। বকুল পলাশ প্লক্ষ, অশোক বাসক রুক্ষ, বদরী বান্ধলী গুড়ত্বক॥ জম্বীর জয়ন্তী ভাণ্টি, অ-র্জ্জুন অশ্বত্থ ঝিণ্টি, সপ্তচ্ছদ শিরীষ শাল্মলী। পুন্নাগ নাগকেশর, শমী শিগু উড়ম্বর, দেবদারু কদলী পাটলী॥

ভূর্জ্জপত্র কুরুবক, কপিথ সেফালী বক, নারিকেল খর্জ্জুর গাম্ভারী। পারুল গাব খদির, মুচকুন্দ করবীর, পারিজাত তিন্তিড়ী গণেরি।। নবীন শাখা পল্লব, ফল পুষ্পে তরু সব, নম্রমান নিবিড় কাননে। পিক আদি পক্ষি সব, নানা বিধ করে রব, মধুকর মত্ত মধুপানে।। মৃদুগতি মৃগগণ, মন্দ মন্দ সমীরণ, নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী। মালতী মাধবী লতা, নিকুঞ্জ নিবিড় পাতা উচ্চ শৃঙ্গ গোবর্দ্ধন গিরি।। তাহাতে চকোর শুক, চাতকী চাতকো লুক, চমরী শশক কৃষ্ণসার। মৃগনাভী গন্ধবহে, কুসুম সুগন্ধি তাহে, আমোদিত অতি চমৎকার।। শীতল যমুনা জল, পবনে অতি চঞ্চল, টল টল বিমল তরঙ্গ। বক হংস কারণ্ডব, জলচর পক্ষি সব, জল মধ্যে করে কত রঙ্গ।। সূক্ষ্ম বালি নদী তটে, বংশীবট কেশী ঘাটে, নব নব তৃণাঙ্কুর তীরে। নিকটে কেলিকদম্ব জলে পড়ে প্রতিবিম্ব সারস ভ্রমিছে ফিরে ফিরে॥ এই রূপ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম সনে গোপ গোপী ধেনু বৎস্য সনে। বসতির যোগ্য স্থান দেখিবে করে বিধান গৃহ আদি তৃণ কাষ্ঠ দিবে॥ রাম বহু শ্রীনিবাস তথায় করিল। বাস মহোল্লাস গোপ সবাকার। নবনীত ক্ষীর সর দধি দুগ্ধ ঘৃত আর সবে মিলি করিল আহার॥ অস্ত গেল দিনমণি আইল সুখ যামিনী গোপ গোপী শয়ন করিল। নিশি হল অবশান কোকিল করয়ে গান পূর্ব্বদিক প্রকাশ হইল॥ কামিনী কপোল আভা নভো মণ্ডলের শোভা সরোবরে প্রফুল্ল নলিনী। শীতল বহে

পবন তরু ত্যজে পক্ষিগণ মুদিত হইল কুমুদিনী ॥ পোহা-ইল বিভাবরী উঠিল যত আভিরী নন্দ বলে গর্জ্জণী ক-রিয়ে। আজিকার গোচারণে যমুনার উপবনে গোপালে পাঠাব সাজাইয়ে ॥ শুনিয়ে বালকগণ সবে পুলকিত মন সে কথা শুনিল নন্দরাণী। নন্দের নিকটে কয় ক্ষমা কর মহাশয় বনে পাঠাওনা নীলমণি ॥ চঞ্চল ধেনুর সনে ধা-ইতে ধাইতে বনে কুশাঙ্কুর ফুটিবে চরণে। ক্ষুধায় কাতর হলে সেখানে কে ননী দিবে তাহা কিছু নাহি ভাব মনে॥ নন্দ বলে যশোমতি গোয়ালার এই রীতি গোচারণ শৈ শবে শিখিবে। শ্রীদাম সুদাম দাম সঙ্গে যাবে বলরাম কোনক্রমে কাতর নহিবে॥ প্রবোধ মানিয়ে মনে বেত্র দণ্ড শুভক্ষণে গোপালে সাজাও ত্বরা করি। শুনিয়ে নন্দের রাণী গোপালে সাজান ধনী বিশ্বনাথ বলে হরি হরি ॥

গোষ্ঠ।

চাঁচর চিকুরে চূড়া বাঁধা বাঁকা বামে। বকুল কুসুমে শিখি পুচ্ছ অভিরামে॥ শ্রবণে কুণ্ডল দিল অলকা ক-পালে। গজমুক্তা যুক্ত নাসা কণ্ঠমালা গলে॥ সুবর্ণ বলয় করে অঞ্জন নয়নে। কটিতটে পীতধটি নূপুর চ রণে॥ কক্ষ দেশে বেত্র শিঙ্গা বংশী বাম করে। গোপাল সাজাযে রাণী ধৈর্য্য নাহি ধরে॥ ডেকে বলে কোথা গেলে ওহে গোপরাজ॥ একবার আসি দেখ রাখালের

সাজ ॥ অদ্ভুতগতি গিয়ে নন্দ কৃষ্ণ নিল কোলে। আনন্দে পুলকিত চুম্বে বদন কমলে ॥ কখন নন্দের কোলে কভু যশোদার। হেন কালে তথা এল রোহিণী কুমার ॥ শ্রীদাম সুদাম আদি আভীর নন্দন। ক্রমে ক্রমে তথা আসি দিল দরশন ॥ বলায়ের হস্ত ধরি বলে নন্দরাণী। আজি গোচারণে লয়ে যারে নীলমণি ॥ সাবধানে বলরাম রাখিও গোপালে। যশোদার আর নাই এমন মা বলে ॥ ক্ষুধায় কাতর হলে দিও বনফল। পিপাসা হইলে দিও যমুনার জল ॥ শীতল তরুর ছায়া দেখে বসাইও। উচ্চ গিরি গোবর্দ্ধন তথা নাহি যেও ॥ এত বলি নন্দরাণী করিল বিদায়। নাচিতে নাচিতে কৃষ্ণ ধেনু লয়ে যায় ॥ বলরাম আদি যত আভীর নন্দন। নিজ নিজ ধেনু লয়ে করিল গমন ॥ ধবলী শ্যামলী কালী কালিন্দী কপিলা। মঙ্গলা মালতী চাপা সুরভী সুশীলা ॥ মধুমতী দুগ্ধবতী মানিকী নেনকা। রবি রমা রত্নমালা সোনী স্বর্ণরেখা ॥ লৌহের নুপুর পায় ক্ষুদ্র ঘণ্টা গলে। শৃঙ্গেতে ময়ূর পুচ্ছ চামর কপালে ॥ একে একে এক ঠাঞি এল যত পাল। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে নব নবীন রাখাল ॥ বাজিল নন্দের ভেরী ঝাজরী মাধুরী। চারি দিগে নিরীক্ষণ করে গোপ নারী ॥ হই হই কোলাহল করে গোপগণ। রাখাল বাজায়ে শিঙ্গা করিল গমন ॥ উচ্চ পুচ্ছ বৎস্য সব আগে আগে ধায়। হাম্বারব করি ধেনু পিছে পিছে যায় ॥ ভাঁখ ভারে নদ নদ দুগ্ধবতী গাই। বেত্র হস্তে পিছে যায় নন্দের কানাই ॥ শ্বেতপদ্ম সঙ্গে যেন নীল শতচ্ছদ। ধবল

পর্ব্বতোপান্তে সজল জলদ ॥ আভীর বালক সনে যমুনার তীরে। বেনু বৎস লয়ে কৃষ্ণ গেল ধীরে ধীরে॥ যমুনার উপবনে নব নব ঘাস। হৃষ্ট পুষ্ট বেনু সব সুখে করে গ্রাস॥ বাশরী বাজান কৃষ্ণ কদম্বের তলে॥ বৎসাসুরে পাঠাইল কংস সেই স্থলে॥ বৎস্য রূপে বৎসাসুর বৎসের সহিত। বৎসপাল সন্নিধানে হৈল উপনীত॥ বলরাম বলে কৃষ্ণ চিনেছ উহারে। কংসরাজা পাঠায়েছে বধিতে তোমারে॥ ও নহে প্রাকৃত বৎস মায়ার অসুর। বুঝিয়ে করহ কর্ম্ম তুমিতো চতুর॥ ঈষত হাসিয়ে তবে কহেন শ্রীহরি। বসিয়ে দেখহ বৎসাসুর বধ করি॥ গজেন্দ্র গমনে গিয়ে ব্রজেন্দ্র নন্দন। ধরিল বৎসের দুই পশ্চাত চরণ॥ ঘুরাইয়ে আঘাত করিল ভূমিপরে। রুধির বমন করি বৎসাসুর মরে॥ দেখিয়ে রাখাল গণ হইল বিস্ময়। সংবাদ শুনিয়ে কংস হইল সভয়। বকাসুরে পাঠাইল মথুরার পতি। বক রূপে বকাসুর এল দ্রুত গতি॥ প্রকাণ্ড শরীর বক তীক্ষ্ণ দুই ওষ্ঠ। অল্পে অল্পে উপস্থিত হৈল যথা গোষ্ঠ॥ গোবিন্দ নিকটে বক করিয়ে গমন। বদন বিস্তার করি করিল গ্রাসন॥ গোপের বালক দেখি করে হাহাকার। ধূলায় পড়িয়ে কাঁদে রোহিণী কুমার॥ বাম হস্তে পদে ধরি উর্দ্ধ অধ তুণ্ড। বাসুদেব বধে বক করি দুই খণ্ড॥ কৃষ্ণের দেখিয়ে যত ব্রজের বালক। উঠিল ধূলায় হৈতে দূরে গেল শোক॥ সাধুবাদ আলিঙ্গন করে শিশুগণ। কৃষ্ণে লয়ে নৃত্য করে আনন্দিত মন॥ আনিয়ে বনের

কল যমুনায় জল। আনন্দে ভোজন করে রাখাল সকল॥ সে বন হইতে অন্য বনান্তরে যায়। ধেনুর পশ্চাতে হরি বাঁশরী বাজায়॥ অস্তগিরি যায় রবি বেলা অবসান। আলাপে পুরবী গৌরী ইমন কল্যাণ॥ উদিত কুমুদনাথ মুদিত নলিনী। ঈষত প্রকাশে আমোদিত কুমুদিনী॥ নিজবাসে নীড়ে যায় যত পক্ষিগণ। পক্ষিকেরা বাসস্থান করে অন্বেষণ॥ দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে তুরী ভেরী। বেশ ভূষা করে যত নগর নাগরী॥ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে সাধুগণ। নন্দ যশোমতী করে পথ নিরীক্ষণ॥ বলরাম বাম করে বিশান বাজায়। গোষ্ঠে হতে গোবিন্দ গোধন লয়ে যায়॥ গোধূলি ধূসর অঙ্গে বনমালা গলে। বাম কক্ষে বেত্র শিঙ্গা বংশী করতলে॥ হেলিতে দুলিতে চলে বলাই কানাই। হাম্বা রব করি চলে নব লক্ষ গাই॥ সে রব সুরব শুনি নীরব গোপিনী। দুই বাহু প্রসারিয়ে ধায় নন্দরাণী॥ আসিয়ে নিকটে রাণী হরি লয় কোলে। লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে॥ ক্ষীর সর নবনীত গোপালে খাওয়ায়। যার যেই ধেনু লয়ে নিজগৃহে যায়॥ পরদিন প্রভাতে উঠিয়ে বলরাম। নন্দের ভুবনে গেল সহিত সুদাম॥ অঙ্গনে দাঁড়ায়ে ডাকে আয় রে কানাই। গোচারণ বেলা হল চল গোষ্ঠে যাই॥ বলায়ের ডাকে কৃষ্ণ আইল বাহিরে। বামকরে বেত্র বেণু শিখিপুচ্ছ শিরে॥ পূর্ব্বমত গোচারণে চলিল রাখাল। যমুনার তীরে গেল লয়ে ধেনু পাল॥ সুখে ঘাস করে গ্রাস ধবলী শ্যামলী। শিশুর সহিত ক্রীড়া করে

বনমালী ॥ কেহবা বাজায় বেণু আলাপে সুতান। ভ্রম-
রের সঙ্গে কেহ করিতেছে গান॥ কোকিলের সঙ্গে কেহ
কুহুরব করে। পক্ষিচ্ছায়া সঙ্গে ধায় ধরিবার তরে॥ হং-
সের সহিত কেহ করয়ে গমন। বকের সহিত কেহ বসে
উপবন॥ ময়ূরের সঙ্গে নাচে হস্তে পুচ্ছ ধরে। ভেকের
সহিত কেহ লাফালাফি করে॥ কপিগণ শাখায় বসিয়ে
শুনে গান। কোন শিশু তাহার লাঙ্গূলে দেয় টান॥
তাহা ছাড়ি উঠে কেহ বৃক্ষের শাখায়। কপির সহিত
কেহ দশন দেখায়॥ তথা অঘাসুরে কংস করিল প্রেরণ।
সর্প রূপে অঘাসুর দিল দরশন॥ অচল আকার অজাগর
রূপে আসি। কৃষ্ণের নিকটে রহে বদন প্রকাশি॥ কৌ
তুকে করয়ে ক্রীড়া কংসারি কাননে। প্রবিষ্ট সর্পের
মুখে শিশুগণ সনে॥ গোপের বালকগণে করিয়ে অদন।
অল্পে অল্পে অঘাসুর মুদিল বদন॥ সর্পের উদরে রহে
শিশুগণ যত। বাহির হইতে চাহে হৈল চমকিত॥ শূন্য-
মার্গে দেবগণ করে দরশন। হাহাকার শব্দ করে মলিন
বদন॥ সর্পের উদরে কৃষ্ণ বাড়ায় শরীর। উদর বিদীর্ণ
করি হইল বাহির॥ পুষ্প বৃষ্টি ভেরীবাদ্য করে দেব-
লোক। আনন্দিত হৈল যত ব্রজের বালক॥ করিয়ে
কৌমার ক্রীড়া ব্রজেন্দ্র নন্দন। বন মধ্যে বনফল করয়ে
ভোজন॥ বসিলা বালকবর্গ বেত্র লয়ে কক্ষে। শ্রীদাম
সুদাম আদি কৃষ্ণের সমক্ষে॥ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু সব বে-
ড়য়ে কৃষ্ণেরে। ক্রমে ক্রমে বড় বড় বালক বাহিরে॥
মনোহর মধুময় মণ্ডলের মাঝে। শতদল মধ্যে যেন

কেশর বিরাজে ॥ নিজ মাতৃদত্ত ননী আর সর ক্ষীর। ধড়ার অঞ্চল হতে করি বাহির ॥ নানা জাতি বনফল আম আম্রাতক। কপিথ কদলী কামরঙ্গ বিভীতক ॥ শ্রীফল দাড়িম্ব দ্রাক্ষা পনস বদরী। রাখালের সঙ্গে সুখে ভুঞ্জেন শ্রীহরি ॥ সুপক্ক সুমিষ্ট ফল খায় শিশুগণ। অর্দ্ধভুক্ত কৃষ্ণ মুখে করায় অর্পণ ॥ তৃণ লোভে বৎস্য সব অতি দূরে যায়। আনিতে আপন বৎস্য বনমালী ধায় ॥ প্রজাপতি আসি মুগ্ধ হলেন দেখিয়ে। বৎস্য আর গোপ শিশুগণে গেল লয়ে ॥ ব্রহ্মার মায়ায় তারা মুদিলেক আঁখি। পদ্মযোনি বৎস্য শিশু গহ্বরেতে রাখি ॥ মায়ায় নিদ্রিত করি করিল গমন। ব্রহ্ম লোকে ব্রহ্মা গিয়ে দিল দরশন ॥ বন মাঝে বনমালী বাজায়ে বাঁশরী। বৎস্য অন্বেষণে গেলা গোবর্দ্ধন গিরি ॥ দেখিয়ে ব্রহ্মার কর্ম্ম ব্রহ্ম সনাতন। পূর্ব্বমত বৎস্য শিশু করিল সৃজন ॥ যাহার যেমন রূপ যেমন আকার। যেমন বিশান বেণু বেত্র ব্যবহার ॥ বয়ো বনমালা সব বসন ভূষণ। পূর্ব্বমত হৈল সব যাহার যেমন ॥ বিষ্ণুময় বিশ্ব বেদে বলে নিরন্তর। মায়া ধেনু শিশু সৃজিলেন মুরহর ॥ যার যেই বৎস্য লয়ে নিজ গৃহে যায়। হুম্বার করিয়ে ধেনু আইল তথায় ॥ সেঁ বৎস্য পরশে ধেনু হৈল আহ্লাদিত। গোপীগণ শিশু কোলে করে হরষিত ॥ বৎস্য আর ব্রজের বালক কৃষ্ণময়। কৃষ্ণেরে খাওয়ায় দুগ্ধ হেন জ্ঞান হয় ॥ ধেনু আর গোপিকার যেই বাঞ্ছা ছিল। বাঞ্ছা কল্পতরু তাহা সফল করিল ॥ নূতন বৎসেরে ধেনু দুগ্ধ নাহি

দেয়। কৃষ্ণ অঙ্গ বিনির্গত বৎস্যেরে পিয়ায়॥ এইরূপ ব্যবহার করে গোপীগণে। নূতনে ত্যজিযে দুগ্ধ দেয় পুরাতনে॥ নিত্য নিত্য বৎস্য লয়ে কৃষ্ণ গোষ্ঠে যায়। বৎসরান্তে প্রজাপতি আইল তথায়॥ গহ্বর নিকটে আসি দেখিল গোঁসাঞী। সকলে নিদ্রিত আছে কেহ উঠে নাই॥ গোষ্ঠেতে আসিয়ে দেখে তেমনি সকল। বুঝিতে না পারে কিছু হইল বিকল॥ ধ্যানস্থ হইয়ে ব্রহ্মা দেখিল তখন। ব্রজের বালক যত সব নারায়ণ॥ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী। বনমালা গলায় দাঁড়ায়ে সারি সারি॥ বৃন্দাবন গোলকের সমান দেখিল। লোমাঞ্চিত কলেবর কাঁদিতে লাগিল॥ করিয়াছি অপরাধ জানিল তখনি। কৃষ্ণের করয়ে স্তব যোড় করি পাণি॥ কে জানে তোমার মায়া জগতের গুরু। গুরু লঘু স্থূল ত্বংহিং কৃপাকুরু। কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা ত্বংহি সরস্বতি। সরস্বতী লক্ষী দুই তোমার প্রকৃতি॥ প্রকৃতি পুরুষতুমি বিধাতা কৃতান্ত। কৃতান্তদমন তুমি পাতালে অনন্ত॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা কে জানিবে অন্ত। অন্তকালে তুমি বন্ধু জেনেছি নিতান্ত॥ নিতান্ত কপাল মন্দ যারে হও বাম। বামদেব বিড়ম্বিত তার মনস্কাম॥ মনস্কাম পূর্ণকর তুমি দীনবন্ধু। বন্ধুহীনজনে হও করুণার সিন্ধু॥ সিন্ধুতীরে সুধা জন্য হয়েছ মোহিনী। মোহিনীমোহন তুমি দেব চক্রপাণি॥ পাণি পাদ চক্ষু শ্রোত্র বিহীন যেজন। যেজন ভজন হীন সেদিন সেজন॥ সেজন ভাজন যদি করয়ে ভজন। ভজন বিহীন আমি অতি অকিঞ্চন॥ অকিঞ্চনে ক্ষমা কর করি

কৃপাদৃষ্টি। দৃষ্টি সুধাবৃষ্টি করি রাখ নিজ সৃষ্টি॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা জগন্নাথ। জগন্নাথ পদে বিরচিল বিশ্বনাথ॥

ধেনুকাসুর বধ ও কালীয় দমন।

স্তব করি প্রজাপতি, স্বস্থানে করিলা গতি, বনমধ্যে কৃষ্ণ শিশু সঙ্গে। পর্ব্বত নিকটে গিয়ে, মায়াধেনু বৎস লয়ে, প্রবেশ করান নিজ অঙ্গে॥ প্রাকৃত বাছুরি লয়ে, রম্য বনান্তরে গিয়ে, শ্রান্তযুক্ত রাখাল সকলে। মুখে না নিঃসরে বাণী, নবীন পল্লব আনি, শয়ন করিল তরু-তলে॥ মন্দ মন্দ সমীরণে, স্নিগ্ধ হল শিশুগণে, কৃষ্ণ অগ্রে করে নিবেদন। নিকটেতে তালবন, তথা করিব গমন, মিষ্টফল করিব ভোজন॥ কিন্তু বন রক্ষা করে, সগণ ধেনুকাসুরে, গন্ধর্ব্ব আকার বলবান। যে হয় উচিত বল, যদি রুচি হয় চল, আপনি সাক্ষাত ভগবান॥ আনন্দিত মুরহর, সঙ্গে লয়ে সহচর, তালবনে গমন করিল। ব্র-জের শিশু সকল, নানাজাতি পাড়ে ফল, সেই শব্দে গন্ধর্ব্ব আইল॥ গজেন্দ্র গমনে হরি, গিয়ে তার পদে ধরি, নিক্ষেপ করিল তাল বৃক্ষে। বৃক্ষ হল উৎপাটন, অসুর ত্যজি জীবন, মুক্ত হল কৃষ্ণের সমক্ষে॥ ফলাদি করি ভোজন, গেলা ব্রজেন্দ্র নন্দন, পরদিন যাইতে কাননে। ব্রজের বালক যত, নন্দালয়ে উপনীত, সে দিন বলাই নাই সনে॥ শ্রীদাম ডাকিছে ভাই, আয় জীবন কানাই, বেলা

হল চল গোষ্ঠে যাই! বাহির হইয়ে ভাই, দেখ তার মুখচাই, অনিমিষে নবলক্ষ গাই॥ শ্রীদামের কথা শুনি, ধড়াপরি যদুমণি, বেত্র লয়ে আইলা বাহিরে। গজেন্দ্র জিনিয়ে গতি, তথা এল যশোমতী, শিশুগণ দাঁড়াইল ফিরে। শ্রীদামের হাতে ধরি, বলে ব্রজরাজ নারী, আজি রেখে যারে নীলমণি। আজি অমঙ্গল দেখি; স্পন্দন দক্ষিণ আঁখি, পেচকের বিপরীত ধ্বনি॥ কৃষ্ণ বর্ণ জলধর, কেরু-রব ঘোরতর, তাহে সঙ্গে বলরাম নাই। অমূল্য অতুল্য নিধি কি ভাবে দিয়েছে বিধি জ্ঞান হয় হারাই হারাই॥ শ্রী-দাম বলিছে বাণী শুন ওগো নন্দরাণি তোমার গোপাল নর নয়। অখিল ব্রহ্মাণ্ড গুরু কৃষ্ণ বাঞ্ছা কল্পতরু মায়া-রূপে নন্দের তনয়॥ কি হইবে অমঙ্গল যার নামে সুমঙ্গল মঙ্গলামঙ্গল সম ভাব! অমঙ্গল হয় বনে বিপরীত সেইক্ষণে, মঙ্গলের যা হয় স্বভাব॥ শুনি শ্রীদামের বাণী বিদায় করিল রাণী, শিশুগণ হয় হরষিত॥ শিঙ্গা বেণু বাজাইয়ে নিজ নিজ ধেনু লয়ে, নিবিড় কাননে উপ-নীত॥ ভাণ্ডীর তমাল বন, ভ্রমে গিরি গোবর্দ্ধন, বেলা হল দ্বিতীয় প্রহর॥ নাহি বনে পক্ষিরব, শ্রান্তযুক্ত মৃগ সব, প্রচণ্ড কিরণ দিবাকর॥ আতপে উত্তপ্ত ধরা, পর্ব্বত পদরী খরা, হরি গিরিগহ্বরে লুকায়। উচ্চকর করিবর, পায় যথা সরোবর, পঙ্ক মধ্যে শুকর মিশায়॥ ভ্রমিয়ে বিজন বন, শুষ্ককণ্ঠ শিশুগণ, কালিন্দীর জলে উপ-নীত। অঞ্জনগঞ্জন জল, প্রভঞ্জন টল টল, দেখিয়ে হ-ইল হরষিত॥ যথায় কালীয় হ্রদ, নাহি তথা শতহ্রদ,

মীন ভেক কচ্ছপ কর্কট। বিষজলে ধুম উড়ে, যাহে পক্ষি মরে পুড়ে, সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মর্কট॥ তৃণ তরু নাহি তীরে, উত্তাপে গিয়াছে মরে, আছে এক কদম্ব পলাসী। যাহাতে ব্রজমোহন, করিবেন আরোহণ, যার তলে বাজাবেন বাঁশী॥ সেই হ্রদের জীবন, পান করি শিশুগণ, জীবন ত্যজিল নদীকুলে। তথা আসি মুরহর, দেখে মৃত কলেবর, কর্দ্দমে লুণ্ঠিত এলো চুলে॥ সুধা দৃষ্টি বৃষ্টি করি, বাঁচাইল বংশীধারী, সব শিশু পাইল জীবন। যেন নিদ্রা ভঙ্গ হল, তখনি উঠে বসিল, প্রণমিল কৃষ্ণের চরণ॥ দুষ্টের দমনকারী, বিশেষ জানিল হরি, শ্রীদামাদি কহিল সকল। শুনি শ্রীদামের বাণী, ক্রোধে জ্বলে চক্রপাণি, বৃন্দাবনে না রাখিব খল॥ এখনি যাইব জলে, দমন করিব খলে, স্নিগ্ধ জল করিব যমুনা। শ্রীদাম করে রোদন, ধরিয়ে দুটি চরণ, সে জলে যাইতে করে মানা॥ এই জল করে পান সবে ত্যজেছিল প্রাণ বাঁচাইলে তুমি দয়াময়। তুমি যদি যাও জলে তোমার বিপদ হলে কে বাঁচাবে এই করি ভয়॥ কৃষ্ণ কন রে শ্রীদাম যে লয় আমার নাম বিপদ সম্পাদ হয় তার। বিপদে বিপদ হয়ে, শীঘ্র যায় পলাইয়ে বিপদ কি হইবে আমার॥ শ্রীদামে শান্তনা করি আপনি চলিলা হরি পীতবস্ত্র কোটিদেশে বাঁধে। উঠিয়ে কদম্ব বৃক্ষে রাখালগণ সমক্ষে লম্ফ দিয়ে পড়ে সেই হ্রদে॥ কালীন্দ কুমারী জলে ব্রজেন্দ্র কুমার খেলে জল মধ্যে শব্দ কল কল। তর্জ্জন গর্জ্জন করি হরি অগ্রে এল হরি কৃষ্ণেরে বেষ্টন করে খল॥

হল চল গোষ্ঠে যাই। বাহির হইয়ে ভাই, দেখ তার মুখচাই, অনিমিষে নবলক্ষ গাই॥ শ্রীদামের কথা শুনি, ধড়াপরি যদুমণি, বেত্র লয়ে আইলা বাহিরে। গজেন্দ্র জিনিয়ে গতি, তথা এল যশোমতী, শিশুগণ দাঁড়াইল ফিরে। শ্রীদামের হাতে ধরি, বলে ব্রজরাজ নারী, আজি রেখে যারে নীলমণি। আজি অমঙ্গল দেখি, স্পন্দন দক্ষিণ আঁখি, পেচকের বিপরীত ধ্বনি॥ রুক্ষ বর্ণ জলধর, ক্ষেম-রব ঘোরতর, তাহে সঙ্গে বলরাম নাই! অমূল্য অতুল্য নিধি কি ভাবে দিয়েছে বিধি জ্ঞান হয় হারাই হারাই॥ শ্রী-দাম বলিছে বাণী শুন ওগো নন্দরাণি তোমার গোপাল নর নয়। অখিল ব্রহ্মাণ্ড গুরু কৃষ্ণ বাঞ্ছা কল্পতরু মায়া রূপে নন্দের তনয়॥ কি হইবে অমঙ্গল যার নামে সুম-ঙ্গল মঙ্গলামঙ্গল সম ভাব। অমঙ্গল হয় যদি বিপরীত সেইক্ষণে, মঙ্গলের না হয় অভাব॥ শুনি শ্রীদামের বাণী বিদায় করিল রাণী, শিশুগণ হয় হরষিত॥ শিঙ্গা বেণু বাজাইয়ে, নিজ নিজ ধেনু লয়ে, নিবিড় কাননে উপ-নীত॥ ভাণ্ডীর তমাল বন, ভ্রমে গিরি গোবর্দ্ধন, বেলা হল দ্বিতীয় প্রহর॥ নাহি বনে পক্ষিরব, শ্রান্তযুক্ত মৃগ সব, প্রচণ্ড কিরণ দিবাকর॥ আতপে উত্তপ্ত ধরা, পর্ব্বত পদবী খরা, হরি গিরিগহ্বরে লুকায়। উচ্চকর করিবর, ধায় যথা সরোবর, পঙ্ক মধ্যে শূকর মিশায়॥ ভ্রমিয়ে বিজন বন, শুষ্ককণ্ঠ শিশুগণ, কালিন্দীর জলে উপ-নীত। অঞ্জনগঞ্জন জল, প্রভঞ্জন টল টল, দেখিয়ে হ-ইল হরষিত॥ যথায় কালীয় হ্রদ, নাহি তথা শতহ্রদ,

মীন ভেক কচ্ছপ কর্কট। বিষজলে ধুম উড়ে, যাহে পক্ষি মরে পুড়ে, সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মর্কট॥ তৃণ তরু নাহি তীরে, উত্তাপে গিয়াছে মরে, আছে এক কদম্ব পলাসী। যাহাতে ব্রজমোহন, করিবেন আরোহণ, যার তরল বাজাবেন বাঁশী॥ সেই হ্রদের জীবন, পান করি শিশুগণ, জীবন ত্যজিল নদীকুলে। তথা আসি মুরহর, দেখে মৃত কলেবর, কর্দ্দমে লুণ্ঠিত এলো চুলে॥ সুধা দৃষ্টি বৃষ্টি করি, বাঁচাইল বংশীধারী, সব শিশু পাইল জীবন। যেন নিদ্রা ভঙ্গ হল, তখনি উঠে বসিল, প্রণমিল কৃষ্ণের চরণ॥ দুষ্টের দমনকারী, বিশেষ জানিল হরি, শ্রীদামাদি কহিল সকল। শুনি শ্রীদামের বাণী, ক্রোধে জলে চক্রপাণি, বৃন্দাবনে না রাখিব খল॥ এখনি যাইব জলে, দমন করিব খলে, সিদ্ধ জল করিব যমুনা। শ্রীদাম করে রোদন, ধরিয়ে দুটি চরণ, সে জলে যাইতে করে মানা॥ এই জল করে পান সবে ত্যজেছিল প্রাণ বাঁচাইলে তুমি দয়াময়। তুমি যদি যাও জলে তোমার বিপদ হলে কে বাঁচাবে এই করি ভয়॥ কৃষ্ণ কন রে শ্রীদাম যে লয় আমার নাম বিপদ সম্পদ হয় তার। বিপদে বিপদ হয়ে শীঘ্র যায় পলাইয়ে বিপদ কি হইবে আমার॥ শ্রীদামে সান্ত্বনা করি আপনি চলিলা হরি পীতবস্ত্র কোটিদেশে বাঁধে। উঠিয়ে কদম্ব বৃক্ষে রাখালগণ সমক্ষে লম্ফ দিয়ে পড়ে সেই হ্রদে॥ কালিন্দ কুমারী জলে ব্রজেন্দ্র কুমার খেলে জল মধ্যে শব্দ কল কল। তর্জ্জন গর্জ্জন করি হরি অগ্রে এল হরি কৃষ্ণেরে বেষ্টন করে খল॥

সে সহস্র ফণা ধরে শ্রীঅঙ্গে দংশন করে কৃষ্ণ তার গ
স্তকে উঠিল। পদাঘাতে ভাঙ্গি মুণ্ড চূর্ণ করে বিষভুখ
ভুজঙ্গম কাতর হইল॥ নয়নে সলিল ঝরে রুধির বম
করে মূর্চ্ছাগত হইল নীরব। ম্রিয়মান পতি যথা নাগপ
আসি তথা হরিরে করয়ে কত স্তব॥ তুমি হরি দয়াম
চরাচর বিশ্বময় ব্রহ্মাণ্ড তোমার লোমকূপে। তুমি স
তুমি স্থূল তুমি জগত সকল আমি স্তব করিব কিরূপে
তুমি হর্ত্তা তুমি ভোক্তা তুমি জগতের ধাতা বিধাতার
ধাতা আপনি। তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি জগতের জ
তুমি ব্রহ্মা তুমি শূলপাণি॥ স্বর্গ রসাতল তুমি সৃ
করিলে তুমি ভুজঙ্গ তুরঙ্গ ভৃঙ্গ আদি॥ কারে বা
সচল কারে করিলে অচল কার প্রতি নহে প্রতিবাদী
কারে বা করিলে খল কেহ হল নিরমল কিন্তু স
ভুতে তব মন। যোগি জনের সম্পদ কমলা সে
পদ ভুজঙ্গেরে দিলে সে চরণ॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ড
কৃষ্ণ বাঞ্ছা কল্পতরু স্তবে তুষ্ট হল দয়াময়। নাগে
সদয় হয়ে শিরে পদচিহ্ন দিয়ে গরুড়েতে করিলা
ভয়॥ ব্রজের বালক সব করে হাহাকার রব অচপল
সেই হ্রদে। করাঘাত হানি শিরে কালীয় হ্রদের তী
কেহ বা ধুলায় পড়ি কাঁদে॥ বৃন্দাবনে মহোৎপাত
মেঘে বজ্রাঘাত উল্কাপাত রক্ত বরিষণ। গৃধ্র পক্ষী
ঘরে পেচক ভ্রমণ করে শৃগালের নিনাদ ভীষণ॥
আদি গোপ যত সকলে ব্যাকুল চিত্ত বলরাম য
রোহিণী। প্রমাদ ভাবি অন্তরে হাহাকার নিরন্তরে

যেন মণিহারা ফণি ॥ নয়নে বহিছে নীর গিযে যমুনাব তীর দেখে পড়ি শ্রীদাম ধরায় ॥ কাতর নয়নে চায় কৃষ্ণে না দেখিতে পায় গোপগণ করে হায় হায় ॥ ব্রজভূমি রাজরাণী উনমত্তা পাগলিনী ছিন্ন তরু পড়িল ভূতলে। বিগলিত কেশ পাশ ঘন ঘন বহে শ্বাস বুক ভাসে নয়নের জলে ॥ শ্রীদামেরে লয়ে কোলে রাণী যশোমতী বলে কোথা তোর জীবন কানাই। শ্রীদামের কণ্ঠ রোধ ক্ষণেকে পাইয়ে বোধ বলে হ্রদে ডুবিয়াছে ভাই ॥ যশোদা স্তম্ভিত আঁখি দশদিক শূন্য দেখি ধরাতলে পড়িল অমনি। সকজল বর জলাপাঙ্গী ধুলায় ধূসরিতাঙ্গী বাণ বিদ্ধযেমন হরিণী ॥ জীবন ধরিতে নারে কপালে কঙ্কণ মারে বলে কোথা গেল নীলমণি। অঙ্গণেতে কে নাচিবে মা বলিয়ে কে ডাকিবে ভাণ্ডহতে কে খাইবে ননী ॥ কে আর চরাবে ধেনু কে আর বাজাবে বেনু কে বেড়াবে অঞ্চল ধরিয়ে। ওরে নিদারুণ বিধি দিয়াছিলে কৃষ্ণ নিধি কোন দোষে লইলা হরিয়ে ॥ বলেছিলি রে শ্রীদাম গোপাল মঙ্গল ধাম অমঙ্গল কি হেতু হইল। ব্রজে অমঙ্গল দিয়ে যতেক মঙ্গল লয়ে কালীদহে গোবিন্দ ডুবিল ॥ আয়-নীলরতন দেখ মায়ের মরণ বলে জলে ঝাঁপ দিতে যায়। শ্রীদাম সুদাম দাম সুবল রোহিণী রাম কত কষ্টে নিবারিল তায় ॥ নন্দ তস্করের প্রায় ঊর্দ্ধে চতুর্দ্দিকে চায় বারিধারে পূর্ণিত লোচন। ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে কালীয় হ্রদের তটে শুষ্ক কণ্ঠ করিছে রোদন ॥ কোথা রহিল রাখাল দেখ তোর ধেনু পাল চেয়ে আছে

সে সহস্র ফণা ধরে শ্রীঅঙ্গে দংশন করে,কৃষ্ণ তার ম-স্তকে উঠিল। পদাঘাতে ভাঙ্গি মুণ্ড চূর্ণ করে বিষতুণ্ড ভুজঙ্গম কাতর হইল॥ নয়নে সলিল ঝরে রুধির বমন করে মূর্চ্ছাগত হইল নীরব। ম্রিয়মান পতি যথা নাগপত্নী আসি তথা হরিরে করয়ে কত স্তব॥ তুমি হরি দয়াময় চরাচর বিশ্বময় ব্রহ্মাণ্ড তোমার লোমকূপে। তুমি জল তুমি স্থল তুমি জগত সকল আমি স্তব করিব কিরূপে॥ তুমি হব্য তুমি হোতা তুমি জগতের ধাতা বিধাতার বি-ধাতা আপনি। তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি জগতের ভর্ত্তা তুমি ব্রহ্মা তুমি শূলপাণি॥ স্বর্গ রসাতল ভূমি সৃজন করিলে তুমি ভুজঙ্গ তুরঙ্গ ভৃঙ্গ আদি॥ কারে বা কর সচল কারে করিলে অচল কার প্রতি নহে প্রতিবাদী॥ কারে বা করিলে খল কেহ হল নিরমল কিন্তু সর্ব্ব-ভূতে তব মন। যোগি জনের সম্পদ কমলা সেবিত পদ ভুজঙ্গেরে দিলে সে চরণ॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ড গুরু কৃষ্ণ বাঞ্ছা কল্পতরু স্তবে তুষ্ট হল দয়াময়। নাগেরে সদয় হয়ে শিরে পদচিহ্ন দিয়ে গরুড়েতে করিলা নি-র্ভয়॥ ব্রজের বালক সব করে হাহাকার রব অচপল চক্ষু সেই হ্রদে। করাঘাত হানি শিরে কালীয় হ্রদের তীরে কেহ বা ধুলায় পড়ি কাঁদে॥ বৃন্দাবনে মহোৎপাত বিনা মেঘে বজ্রাঘাত উল্কাপাত রক্ত বরিষণ। গৃধ্র পক্ষী বসে ঘরে পেচক ভ্রমণ করে শৃগালের নিনাদ ভীষণ॥ নন্দ আদি গোপ যত সকলে ব্যাকুল চিত বলরাম যশোদা রোহিণী। প্রমাদ ভাবি অন্তরে হাহাকার নিরন্তরে ধায়

যেন মণিহারা ফণি ॥ নয়নে বহিছে নীর গিয়ে যমুনার তীর দেখে পড়ি শ্রীদাম ধরায় ॥ কাতর নয়নে চায় কৃষ্ণে না দেখিতে পায় গোপগণ করে হায় হায় ॥ ব্রজভূমি রাজরাণী উনমত্তা পাগলিনী ছিন্ন তরু পড়িল ভূতলে। বিগলিত কেশ পাশ ঘন ঘন বহে শ্বাস বুক ভাসে নয়নের জলে ॥ শ্রীদামেরে লয়ে কোলে রাণী যশোমতী বলে কোথা তোর জীবন কানাই। শ্রীদামের কণ্ঠ রোধ ক্ষণেকে পাইয়ে বোধ বলে হ্রদে ডুবিয়াছে ভাই ॥ যশোদা স্তম্ভিত আঁখি দশদিক শূন্য দেখি ধরাতলে পড়িল অমনি। সকজ্জল জলাপাঙ্গী ধূলায় ধূসরিতাঙ্গী বাণ বিদ্ধ যেমন হরিণী ॥ জীবন ধরিতে নারে কপালে কঙ্কণ মারে বলে কোথা গেল নীলমণি। অঙ্গনেতে কে নাচিবে মা বলিয়ে কে ডাকিবে ভাণ্ড হতে কে খাইবে ননী ॥ কে আর চরাবে ধেনু কে আর বাজাবে বেণু কে বেড়াবে অঞ্চল ধরিয়ে। ওরে নিদারুণ বিধি দিয়াছিলে কৃষ্ণ নিধি কোন দোষে লইলা হরিয়ে ॥ বলেছিলি রে শ্রীদাম গোপাল মঙ্গল ধাম অমঙ্গল কি হেতু হইল। ব্রজে অমঙ্গল দিয়ে সতেক মঙ্গল লয়ে কালীদহে গোবিন্দ ডুবিল ॥ আয়রে নীলরতন দেখ মায়ের মরণ বলে জলে ঝাঁপ দিতে যায়। শ্রীদাম সুদাম দাম সুবল রোহিণী রাম কত কষ্টে নিবারিল তায় ॥ নন্দ তস্করের প্রায় উর্দ্ধে চতুর্দ্দিকে চায় বাষ্পবারি পূর্ণিত লোচন। ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে কালীয় হ্রদের তটে শুষ্ক কণ্ঠ করিছে রোদন ॥ কোথা নবীন রাখাল দেখ তোর ধেনু পাল চেয়ে আছে

কালিন্দীর হ্রদে। দেখ তোর সঙ্গিগণ সবে করিছে রোদন ফেলে গেলি এমন বিপদে ॥ আমি তোর পিতা নন্দ আমারে করিলি অন্ধ যশোদার কি দশা করিলি। বাধা বহিলি মাথায় হায় হায় প্রাণযায় সে কেবল ঘোষণা রাখিলি ॥ আজি ভাঙ্গিল কপাল কোথা গেলি নন্দলাল প্রাণ রাখ আয় প্রাণাধিক। সাগর সিঞ্চন ধন যমুনা করে হরণ হায় বিধাতায় ধিক ধিক ॥ শুন গো যমুনা নদি হরিলে গোবিন্দ নিধি জলাঞ্জলি দিতে আর নাই। তব মনে এই ছিল কেন না হইবে বল কৃতান্ত তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই ॥ বলায়ের করে ধরি বলে ব্রজরাজনারী দুটি হাত ধরিয়ে মাথায়। ডাক দেখি বল রাম তোর অনুগত শ্যাম যদি আসে তোমার কথায় ॥ না আইলি গোচারণে তাইতো প্রমাদ বনে অবোধ বালক বত আর। ওরে পরাণ আমার অভাগীরে কর পার শোকার্ণবে হয়ে কর্ণধার ॥ বলাই সজল আঁখি বসনে বদন ঢাকি বলে ওগো রাণি ভয় নাই। কালীয় দমন করি এখনি আসিবে হরি পুনর্ব্বার চরাইবে গাই ॥ উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ভাই আয় জীবন কানাই আর দুঃখ দেখা নাহি যায়। তুমি হেন পুত্র যার এতেক দুর্গতি তার দেখা দেরে আসিয়ে ত্বরায় ॥ বলায়ের উচ্চরব শুনিতে পায় মাধব কালীয়েরে কহেন বচন। আপন ভালাই চাও রমণক দ্বীপে যাও নিঃখল হউক বৃন্দাবন ॥ শুনি শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রণত হইয়ে ফণী কৃষ্ণের চরণে প্রণমিল। হইয়ে হরিষ মন লয়ে নিজ দারাগণ রমণক দ্বীপেতে চলিল ॥

কালীয়েরে দুর করি উঠিছেন বংশীধারী শিখি পুচ্ছ চূড়া দেখা যায়। বলরাম বলে রাণী এল তব নীলমণি আর কেন পড়িয়ে ধূলায়॥ উটিলেন যদুমণি সবে করে জয়-ধ্বনি বলরাম বাজাইছে শৃঙ্গ। যতেক রাখাল গণ সবে আনন্দিত মন নৃত্য করে নানা রঙ্গ ভঙ্গ॥ যশোমতী করে কোলে আনন্দে নয়ন জলে অভিষেক করেন গোপালে। স্নেহপূর্ণ কলেবরা পয়োধরে পয়োধরা ঘন চুম্বে বদন কমলে॥ অমুল্য নীল রতন পাইয়ে গো-বিন্দ ধন নন্দগোপ আনন্দিত মন। সুদরিদ্র ধন পেয়ে সেই ধন হারাইয়ে পুনর্ব্বার পাইলে যেমন॥ রোহিণী যশোদা নন্দ আর যত গোপবৃন্দ গমন করিছে নিজা-লয়ে। ধেনু লয়ে শিশুগণ পশ্চাতে করে গমন দাবানল আইল ঘেরিয়ে॥ শব্দ ঘোর চট চট বিকটানল নিকট দেখে গোপ হইল বিকল। বলে আজি গেল প্রাণ কে-মনে পাইব ত্রাণ চারি দিগে বিষম অনল॥ গেল গেল বৃন্দাবন গেল রে গোধন ধন পরিজন বসন ভূ-ষণ। কেন হইল এমন কি করিলে নারায়ণ ঘটাইলে গোপের মরণ॥ কাঁদে নন্দ যশোমতী রাখাল কাতর অতি দেখে কৃষ্ণ কহেন বচন। মুদিত কর নয়ন অনলে করি বারণ শুনে সবে মুদিল নয়ন॥ অঞ্জলি পূরিয়ে হরি অনল গ্রহণ করি অনায়াসে ভোজন করিল। কৃষ্ণ কন গোপগণ প্রকাশ কর নয়ন শুনে সবে আঁখি প্রকাশিল। দেখিল অনল নাই বলে কি আশ্চর্য্য ভাই কৃষ্ণ কি কুহক মন্ত্র জানে। কৃষ্ণ আনন্দিত মন সবে গোপ গোপীগণ

আগমন করেন ভবনে॥ বিপত্তে মধুসূদন বিপদ ক্যা ভঞ্জন ধেনু লয়ে নন্দালয়ে গেল। বিপদ ভঞ্জন আশ কৃষ্ণের দাসানুদাস দ্বিজ বিশ্বনাথ বিরচিল॥

প্রলম্বাসুর বধ।

পরদিনের প্রভাতে। রাখাল গণের সাতে॥ ধরিয়ে রাখাল সাজ। চলিলা রাখাল রাজ॥ যান যমুনার তীরে। বেণু রবে ধেনু ফিরে॥ হইল প্রচুর বেলা। কৌতুকে করয়ে খেলা॥ সকলে ক্রীড়ায় দক্ষ। লক্ষ করি এক বৃক্ষ॥ তাহাতে যেই হারিবে। স্কন্ধে করি সেই যাবে॥ শ্রীদামাদি সবে হারে। স্কন্ধে লয়ে বারে বারে॥ কৃষ্ণেরে লইয়ে যায়। পদরেণু লাগে গায়। করেছিল কত পুণ্য। আহা মরি ধন্য ধন্য॥ প্রলম্ব নামে অসুর। পাঠাইল কংসাসুর॥ মায়ারূপে শিশু হয়ে। রাখাল বেশ ধরিয়ে॥ আইল সেই কানন। যথা খেলে শিশুগণ॥ দাঁড়াইল হাসি হাসি। রাখালের সনে মিসি॥ ক্রীড়া কুতূহল রঙ্গে। যতেক বালক সঙ্গে॥ বলদেবে বনমালী। জানাইল গুণশালী॥ এ নহে ব্রজ বালক। আইল যেমন বক॥ শুনি বলরাম রঙ্গে। করে ক্রীড়া তার সঙ্গে॥ হারিল সেই অসুরে। জিনিল রাম ঠাকুর॥ স্কন্ধে লয়ে বলরামে। চলিল অসুরে ক্রমে॥ লক্ষ অতিক্রম করে। নিজ রূপ তবে ধরে॥ ধরণীধর আকার। লম্ফ দেব বার বার॥ উঠিল দৈত্য আকাশে। খল খল করি হাসে॥ অসুর বরণ কালো। বল-

রাম রূপে আলো ॥ তাহাতে হেম ভূষণ। অপরূপ দরশন ॥ তড়িত জড়িত শশী। তাহে জলধর মিশি ॥ গরজে গম্ভীর ভাষে। বলরাম কিছু ত্রাসে। মুষ্টাঘাত দৈত্য শিরে। কোপে বলরাম করে ॥ মস্তক হইল ভঙ্গ। বজ্রে যেন গিরি শৃঙ্গ ॥ মরিল প্রলম্বাসুর। গেল সবে নিজপুর ॥ গোপ গোপীগণ যত। শুনিল কৃষ্ণ চরিত ॥ জানিল তবে নিশ্চয়। রাম কৃষ্ণ নর নয় ॥

বর্ষা বর্ণন। অন্ত্যযমক।

আইল বরিষা কাল। বিরহী জনের কাল ॥ নিষত গগণে ঘন। গরজয়ে ঘন ঘন ॥ এইতো কালের ধারা। নিরন্তর বারিধারা ॥ ভেক ডাকে অবিরত। নরনারী রতি রত ॥ শশধরে নাহি প্রভা। ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা ॥ জলচর জলে চরে। বিহঙ্গ নদীর চরে ॥ বরিষণ নাহি ধরে। ধরাতে না জল ধরে ॥ বাড়িল জল তরঙ্গ। হংস হংসী করে রঙ্গ ॥ প্রবল নদীর পারে। না যাইতে কেহ পারে ॥ চাতক চাতকীগণে। সলিল পিয়ে গগণে ॥ নিশিতে খদ্যোত জলে। প্রফুল্ল কুমুদ জলে ॥ তাল নারিকেল শনি। পতন হয় অশনি ॥ মীন উঠিল উজন। করী করে গরজন ॥ জলদ দেখে সবল। নৃত্য করে শিখীবল ॥ আকাশেতে নাহি তারা। মেঘে আচ্ছাদিত তারা ॥ অলির না সরে মুখ। কোকিল [illegible] মুখ ॥ হইল হেন সম্মুখ। রসিকের সুখময় ॥ শীতল মৃদু পবনে।

যমুনার উপবনে ॥ চলিল বনবিহারী। অঙ্গনাদি কুল হারী ॥ শ্রীরাধার অনুরাগে। মল্লার মানব রাগে ॥ বা-জান মোহন বাঁশী। মুগ্ধ বৃন্দাবনবাসী ॥ ঘোরতর বরিষণে। রাখালগণের সনে ॥ পর্ব্বত গহ্বরে সাধ। হরি বাঁশরী বাজায় ॥ ফল মূল ছিল সঙ্গে। ভুঞ্জে কৌ-তুক প্রসঙ্গে ॥ এইরূপে কাল হরে। বৃন্দাবনেতে বি-হরে ॥ এবার এভবে আসা। তাহা করি এই আশা ॥ শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা পায়। নিধুনাথ স্থান পায় ॥

শরদ বর্ণন।

বরষা প্রভাত হৈল আইল শরত। ধাতুমত্তা সুপ্রকাশে শোভিত পর্ব্বত ॥ নির্ম্মল সকল জল নির্ম্মল আকাশ। প্রচণ্ড কিরণ রবি চন্দ্র সুপ্রকাশ ॥ ফুটিল কেতকী কুশা চাঁপা সপ্তচ্ছদ। জল বিমোচনে শুভ্র বরণ নীরদ ॥ হৃষ্ট পুষ্ট ধেনু সব বহু দুগ্ধবতী। ভাস্কর কিরণে শুষ্ক পঙ্ক বসুমতী ॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল হইল অধিক। গোষ্ঠেতে চলিল গোপ বাণিজ্যে বণিক ॥ তপস্বী চলিল বনে যুদ্ধে নরপতি। পড়িবারে যায় ছাত্র লয়ে খুঙ্গী পুতি ॥ কামিনী যামিনী জাগে নিজপতি সঙ্গে। বিরহিণী ভাসে শোক সাগর তরঙ্গে ॥ বৃন্দাবনে বসতির বহু সুখোদয়। নব-ঘাস সুখে গ্রাস করে ধেনুচয় ॥ নন্দ উপনন্দ যায় লইয়ে গোধন। বাথান করিল যথা গিরি গোবর্দ্ধন ॥ নব তৃণ ধেনু বৎস্য করয়ে হার। সুখময় বৃন্দাবন এই ব্যবহার ॥

আদ্য যমক

গোবর্দ্ধনে গোবর্দ্ধন হয় প্রতিদিন। নীরদ নীরদ হয় যথাযোগ্য দিন ॥ সুধাকর সুধাকরে দিক প্রকাশিত। কুমুদী কৌমুদী পেয়ে হয় হরষিত ॥ সুধাংশু সুধার আশে চকোর নিকর। শুক্লপক্ষে শুক্লপক্ষে ধায় নিরন্তর ॥ কমল কমল গন্ধ যুক্ত জলাশয়ে। করী করি করধ্বনি ধায় জলাশয়ে ॥ বনজ বনজ ফুলে বন সুশোভিত। কুসুম কুসুম গন্ধে দিক আমোদিত ॥ সারস সারস বনে সরস হৃদয়। কেশরে কেশরে ভৃঙ্গ হইল উদয় ॥ গন্ধবহ গন্ধবহে সর্ব্বদা সগণে। প্রবাল প্রবাল শোভে তরু লতাগণে ॥ সরল সরল বৃক্ষ সরল বাকল। পলাশ পলাশে পক্ষী করে কল কল ॥ কিবা নর কি বানর কিন্নর কুরঙ্গ। ফলবান ফলবানে করে কত রঙ্গ ॥ সারি সারি শারী শুক সুখে মুখে মুখ। কালকণ্ঠ কালকণ্ঠ করয়ে কৌতুক ॥ সালি সালিক্ষেত্রে ক্ষেত্রপালের উল্লাস। শীতল শীতলে শীত ঈষত প্রকাশ ॥ মন্মথ মন্মথ রূপে করে বংশী লয়ে। মাধব মাধবীকুঞ্জ মধ্যেতে বসিয়ে ॥ বিনোদ বিনোদবাঁশী বাজায় বিপিনে। ভঙ্গ ভঙ্গ যমুনায় বংশীরব শুনে ॥ রোহিত রোহিত মীন সলিলে রহিয়ে। সে সব সে শব প্রায় উঠিল ভাসিয়ে ॥ বৃন্দা বৃন্দাবনে বাস শ্রীমতীর দূতী। চম্পক চম্পকলতা মালতী মালতী ॥ সুমতী সুমতীপ্রায় চিত্রা চিত্ররেখা। ইন্দুমুখী ইন্দুলেখা ললিতা বিশাখা ॥ রঙ্গে রঙ্গদেবী চলে শুনে

বংশীরব। একে একে একঠাঁই এল সখীসব॥ ললিত ললিতবাণী বলে গো কিশোরী। বিধু বিধুমুখে কুঞ্জে বাজায় বাঁশরী॥ বিনা বীণা এবাঁশরী বিনা বংশীধারী। কে বাজাবে কেবা যাবে চল ত্বরা করি॥ বল রাম বলরাম গণেশ শ্রীহরি। সুলক্ষণে সুলক্ষণা চল গো কিশোরী॥ হরি হরি হরিপ্রিয়া বল ওগো সখি। কে সবে কেশব বংশীরব হল একি॥ পঞ্চবাণ পঞ্চবাণে হয়েছি অজ্ঞান। সে রবে সে রবে ঘরে কার নাই কাণ॥ বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ পদে রস ভণে। কুলে কুলবতী নারী রহিবে কেমনে॥

শ্রীমতীর কুঞ্জে কৃষ্ণ দর্শনার্থ আগমন।

কহিছে কিশোরী শুন সহচরি কি হইল বাঁশী মোরে। শুনিয়ে সুতান হয় হতজ্ঞান রহিতে না পারি ঘরে॥ পশু পাক্ষি সব হইল নীরব যমুনা বহে উজান। শুনিয়ে মুরলী গুঞ্জরে না অলি নাহি করে মধুপান॥ পাষাণ দরবে মুরলীর রবে, কেমনে বাঁচিবে বালা। মন উচ্চাটন করিল কেমন কালা হল একি জ্বালা॥ ধন্য ধন্য বাঁশী কত পুণ্য রাশি করেছে কাননে বসি। অধর অমৃত পিয়ে অবিরত পাইয়ে শ্রীমুখশশী॥ কলিন্দ নন্দিনী ধন্য তরঙ্গিণী ধন্য সে কদম্বরাজে। যে নদীর কুলে যে তরুর মূলে বংশীবদন বিরাজে॥ ধন্য বৃন্দাবন ধন্য গোবর্দ্ধন পাইল সে পদরেণু। ধন্য বলরাম ধন্য সে শ্রীদাম ধন্য গোকুলের ধেনু॥ কক্ষে কুম্ভকরি আনিবারে বারি যাইয়ে যমুনা জলে। পরশ

সুন্দর রূপ মনোহর দেখেছি তরুর তলে ॥ তরুণ অরুণ জিনিয়ে চরণ রতন নুপুর তায়। জিনি শশধর নখর নিকর চকোর পড়িছে পায় ॥ নিন্দি করিকর জঘন সুন্দর রবি-কর সুছকুল। কটিতে ত্রিবলী নবলোমাবলি দেখে বুঝি গেল কুল ॥ আজানু লম্বিত বাহু সুললিত করযুগ কোকনদ। তাহার অঙ্গুলী চম্পকের কলি ভ্রমে ভ্রান্ত ষটপদ ॥ কেয়ূর ভূষণ করে সুশোভন রতন জড়িত বালা। বৈজয়ন্তী হার গলেতে তাহার মোহন মালতী মালা ॥ শ্রীমুখ অতুল নাশা তিলফুল তাহে গজমতি দোলে। তুলনা রহিত বলা অনুচিত চকোর চাঁদের কোলে ॥ কণ-কের দল নয়ন যুগল মোহন কাজল তায়। মনো বাঁধে কেবা কুলবতী সেবা যার পানে ফিরে চায় ॥ কামধনু অনু ছুই ভুরু ধনু বিষম কটাক্ষ বাণ। দেখিয়ে সে ভঙ্গী অবলা কুরঙ্গী কেমনে পাইবে ত্রাণ ॥ পক্ক বিম্বফল ওষ্ঠ অবিকল দশন মুকুতাবলি। সুচারু মাধুরি কুঙ্কুম কস্তুরি তিলক কুন্দের কলি ॥ শ্রবণে কুণ্ডল অতি সুবিমল নানাবিধ মণিময়। কদম্ব মুঞ্জরী শোভে তদুপরি সহ নব কিশলয় ॥ ভুজঙ্গ নিন্দিত বেণী সুললিত চাচর চিকুর জালে। চূড়া বামে বাঁকা তাহে শিখি পাখা বেষ্টিত বকুলমালে ॥ আর গুঞ্জাবলি চম্পকের কলি ঝম্পাক উভয় পাশে। করেতে বাঁশরী পাশরিতে নারী মুখে মৃদু মৃদু হাসে ॥ নীরদ বরণ রমণীরঞ্জন চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ। মেঘ অনু-মানে আনন্দিত মনে ধায় চাতক বিহঙ্গ ॥ অতি অপরূপ দেখিয়ে সে রূপ মন নাহি ধৈর্য্য ধরে। যাইব কি ছলে

কিবা পুণ্য ফলে দেখিব সে নটবর ॥ কোন সহচরী বলে গো কিশোরি শুনিয়ে রূপের কথা। মন উচ্চাটন হইল এখন এখনি যাইব তথা ॥ লইয়ে পশরা যাইব মথুরা দধি বিক্রয়ের ছলে। নবীন নাগর শ্যাম নটবর দেখিব কদম্ব তলে ॥ করিয়ে মন্ত্রণা গোপের অঙ্গনা সাজিল সেই সময়। অপরূপ রূপে রাধা রস কূপে ডুবিবেন রসময় ॥ পরিল ভূষণ ভুবন রঞ্জন যে অঙ্গে যেমন সাজে। শোভে দ্বিজরাজে চরণ সরোজে রতন নূপুর বাজে ॥ রামরম্ভা উরু সুনিবিড় গুরু নিতম্বে অম্বর শোভা। মেখলা সুন্দর শোভে তদুপর মাধব মানস লোভা ॥ ক্ষীণ কটি খানি তাহাতে কিঙ্কিণী ত্রিবলি উভয় পাশে। রচিল মদন যৌবনারোহণ সোপান তাহার পাশে॥ নাভি সরোবর তাহার উপর নব লোমাবলি শোভা। হেন জ্ঞান হয় কাঞ্চী মণিময় অশিত মণির আভা ॥ পীন বক্ষঃস্থল অতি সুবিমল কুচ কমলের কলি। তাহার উপরে ঝিকি মিকি করে আঁটিয়ে পরে কাঁচলি ॥ মণিময় হার তাহার উপর মুকুতার সাতনরী। তাহে ধুকধুকি তার ধক ধকি বনমালা তদুপরি ॥ মৃণাল নিন্দিত বাহু সুললিত কোকনদ করদ্বয়। কেয়ূর ভূষণ অতি সুশোভন নানাবিধ মণিময় ॥ হস্তের অঙ্গুলী চম্পাকের কলি চারু রেখা, নিরন্তর। মানিক অঙ্গুরী শোভে তদুপরি নব নখ শশধর ॥ সে মুখ তুলনা কি দিব বলনা চন্দ্র লাজে পাণ্ডু হয়। কুরঙ্গী আসিয়ে নয়ন দেখিয়ে অনিমিকে চেয়ে রয় ॥ নয়ন চঞ্চল দেখিয়ে বিকল হইল খগ খঞ্জন। ভুরু

শরাশন ইষু দরশন বিষম বিষ অঞ্জন॥ সুবর্ণ সোনার গজমতি তার নাসিকার,বামভাগে। বদনের কোলে নির্ম্মল দোলে লোহিত অধর রাগে॥ যিনি কুন্দ দল দশন বিমল ঈষৎ অসিত রেখা। মদন প্রকাশি মৃদু মৃদু হাসি আধ আধ যায় দেখা॥ শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল কুঞ্চিত কুন্তল পাশে। সুচারু মাধুরী কেশ পাশ হেরি চমরী পলায় ত্রাসে॥ তাহাতে কবরী বাধিয়ে সুন্দরী তাহে দিল চাঁপা ফুল। সুগন্ধি সন্ধানে পদ্ম অনুমানে মুখে পড়ে অলিকুল। চঞ্চল চাহনি সম্বরিয়ে ধনী অঞ্চলে করে বারণ। উঠিল কিশোরী স্মরিয়ে শ্রীহরি তাম্বুল করি চর্ব্বণ॥ বিশ্বনাথ বলে অতি কুতূহলে ভাবিয়ে যুগল রূপ। চরম সময় যেন মনে হয় এই রূপ অপরূপ॥

দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও কাত্যায়নী পূজা।

পসরা সাজায়ে সখী সঙ্গে লয়ে চলিল রাজ কুমারী। রাজহংস গতি যতেক যুবতী রাজ পথে সারি সারি॥ চলিতে চরণ রক্ত উদ্গীরণ করে যেন শ্রীরাধার। অন্তরে সরস উল্লাসে অবশ ধরে হাত ললিতার॥ কদম্ব তলায় দেখে শ্যামরায় দূরে হৈতে নিতম্বিনী। হইল আনন্দ দেখিয়ে কলিন্দ প্রকাশে যেন নলিনী॥ নিকটেতে গিয়ে সে রূপ দেখিয়ে চরণ আর না চলে। আসিয়ে শ্রীহরি ধরিয়ে পসারি রাধে দান দেহ বলে॥ দান লয়ে দ্বন্দ্ব করিল গোবিন্দ রচিতে বাহুল্য হয়। গোপের বালিকা

কাঞ্চন কলিকা বলি শুন দয়াময় ॥ ননীক্ষীর গেল পসরা আমার যত পার খাও হরি। দানী গেলো কোথা দানে গেলো কোথা মিছে আক্রন্দ করি ॥ দাড়ায়ে তথায় কৃষ্ণ ননী খায় ভুলিয়ে পসরা ডালা। মনের হরিষে শ্রীঅঙ্গ পরশে নব নব গোপবালা ॥ অতি মনোহর নবীন কিশোরী করে কত মত রঙ্গ। কামিনী সমাজে গোবিন্দ বিরাজে পদ্মবনে যেন ভৃঙ্গ ॥ কৃষ্ণেরে ভুলায়ে পসরা লইয়ে চলিল ব্রজ কুমারী। হোথা চক্রপাণি লইয়ে তরণী হল কপট কাণ্ডারী ॥ রাঙ্গা কেরোয়াল হাতে নন্দলাল বাহিছে যমুনানীরে। তরণী লাগায় স্বরাকরি যায় যথায় তরুণী তীরে ॥ শ্রীহরি কাণ্ডারী দেখে গোপনারী পুলকে পূর্ণিত দেহ। দিয়ে হাতছানি ডাকে বিনোদিনী পার কর বলে কেহ ॥ শুনিয়ে না শুনে আপন গুমানে কবি তরী লয়ে যায়। ডাকে বার বার হরি কর পার তবে আইল তথায় ॥ কহিছে মুরারি শুন গোপনারী বিলম্ব কি কর আর। বেলা অবসান চাপাও দোকান যদি যাবে নদী পার ॥ বসিল তরুণী চাপিয়ে তরণী পসরা রাখি তথায়। হাতে কেরোয়াল নন্দের দুলাল উজান বাহিয়ে যায় ॥ মুখে মৃদুহাস করে পরিহাস শুন রাধা বিনোদিনি। এ নীল বসনে মেঘ অনুমানে ঝড় আসিবে এখনি ॥ মনে নাহি ডর ত্যজ নীলাম্বর নতুবা প্রমাদ হবে। তোমরা তরুণী ডুবিলে তরণী বল কেমনে বাচিবে ॥ শুনি রাধা কয় বড় দায় নয় অন্য করি পরিধান। নব জলধর তব কলেবর তার কি কর বিধান ॥ আরে ভয় করি শুন ওহে

হরি হইল বিষম দায় । তরি পুরাতন কাণ্ডারী নূতন আ মরা অবলা তায় ।। যমুনা গভীর প্রবল সমীর কেমনে হইব পার । অনর্থ সকল ভরসা কেবল শ্রীমাধব কর্ণধার । যাহার চরণ করিলে স্মরণ ভবনদী হয় পার ।। কি কহিব আর ক্ষুদ্র নদী পার অসাধ্য কিহবে তার । কহিছে কা- ণ্ডারী করি পার করি সে ভার সহিল তরী । কৃষোদরী পার করিতে কি ভার নিতম্বের ভয় করি ।। এই রূপ বাণী কহে চক্রপাণি দেখিতে গোপীর রঙ্গ । কৃষ্ণের ইচ্ছায় মধ্য যমুনায় বাড়িল জল তরঙ্গ ।। কল কল কল তরি টল মল ঝলকে উঠিল জল । পবন প্রবল গোপিকা বিকল হাসে হরি খল খল ॥ ব্রজাঙ্গনা সবে কহিছে কেশবে রাখ প্রাণ দীননাথ । কি হবে উপায় ধরি তব পায় কূলে চল জগন্নাথ ।। হাসিয়ে শ্রীহরি ডুবাইল তরী ভাসে যত গোপ বালা । প্রবল সমীরে যমুনার নীরে যেন কমলের মালা । গলিত কবরী যত গোপনারী ধরিল কৃষ্ণের অঙ্গ । যেন বিশ পাশে মধ দান আসে পদ্মিনী ধরিল ভৃঙ্গ ।। নদী সম্প্রজলা হইল অবলা উঠিল তটিনী তীরে । ঘাটে হৈল হাট নিজ নিজ বাট গেলো সবে ধীরে ধীরে ।। পরদিনে বসি যতেক রূপসী সেই কথা আলচনা । করিযে মন্ত্রণা ব্রজের অঙ্গনা কহে সখী সুলোচনা ।। শুন গো কিশোরি পাইব শ্রীহরি আরাধিযা কাত্যায়নী । দক্ষের নন্দিনী দয়া- ময়ী তিনি দুর্গা দানব দলনী ।। পূজে সে চরণ বধিযে রা- বণ জানকী পাইল রাম । বেদের বচন যে করে পূজন পূর্ণহয তার কাম ।। সুরথ সমাধি যে পদ আরাধি পাইল

বাঞ্ছিত কর। সেই শ্রীচরণ করিবে অর্চন পাইব সে নটবর॥ সখীর বচনে আনন্দিত মনে অন্তরে ভাবিবে সার। সঙ্গে সহচরী চলিল কিশোরী লয়ে নানা উপহার॥ যমুনার কুলে গিয়ে কুতূহলে প্রতিমা করে রচনা। মহীষ মর্দ্দিনী দেবী কাত্যায়নী অতসী পুষ্প বরণা॥ বিচিত্র বসনা বিবিধ ভূষণা দশঅস্ত্র দশভূজা। গোপের নন্দিনী নগেন্দ্র নন্দিনী সানন্দে করয়ে পূজা। চন্দন কুসুম অগুরু কুঙ্কুম বসন ভূষণ পাদ্য। নব বিল্বদল সিন্দুর কজ্জল দিয়ে করে শঙ্খ বাদ্য॥ ধূপ দীপ ধুনা নৈবেদ্য রচনা তাম্বুল কমলমালা। দিয়ে জয়ধ্বনি পূজে কাত্যায়নী নব নব গোপবালা॥ করয়ে প্রণতি শতেক যুবতী দাঁড়াইল সারি সারি। দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি হয়ে কৃতাঞ্জলি স্তব করে গোপনারী॥ ভাবে গোপী সব কি করিব স্তব অবলা নাহিক বুদ্ধি। বিশ্বনাথ বটে যার যেই ঘটে তাহার তাহাতে সিদ্ধি॥

কাত্যায়ণী স্তুতিও বস্ত্র হরণ।

কত্যায়নী কালরাত্রি কালিকা কমলা। করালী কেশরী কোটি কুটিল কুন্তলা॥ খর খড়্গ খেটক খট্টাঙ্গ বিধায়িনী। খগচঞ্চু জিনি নাসা খর্পর ধারিণী॥ গভীর গর্জ্জন গজগ্রাস অনায়াসে। গজেন্দ্র গামিনী গৌরী গজমুক্তা নাসে॥ ঘ্রাণঅগ্রে ধন গতে ঘর্ম্মঘৃণি ছটা। ঘুঙ্গুর ঘাঘর ঘণ্টা গাজে ঘোরঘটা। চণ্ড বিনাশিনী চণ্ডী চাপ চর্ম্ম ধরা। চারু শিরে চূড়ামণি চলিত চকোরা॥ ছল করি ছলাবতী শ্রীমন্তে

ছলিলে। ছোট দেখি ছতাছাঁদে ছাওয়ালে ছাপালে।
জয় জয় জগদ্ধাত্রী জয়ন্তী বিজয়া। জগত জননী জগ-
ন্নাথে দেহ জয়া॥ ঝকড়া ঝন্ঝনা ঘোর ঝাটিতে নাশিনী।
ঝাঞ্জবাদ্য বিলাশিনী ঝঙ্কার কারিণী॥ টল টল মহীতল
টঙ্কারে টানিলে। ঠক ঠেটা মরে ঠাট ঠমক দেখিলে॥ ডে
ঙ্গাকে ডাঙ্গায় ডিঙ্গা ডুবায়েছ বটে। ঢাক ঢোল গেল ঢল
ঢালের সাপটে॥ তরুতলে তরুণী তরুণ তাম্রপটে। তু
ষিবে তোমারে তারা তটনীর তটে॥ থালে থুবে স্থলপদ্ম
থাকিব নিয়মে। দয়াদানে দানব দলনী দেহ শ্যামে।
ধরাধর কন্যা ধন্য ধরিত্রী ধারিণী। নন্দ নৃপ নন্দনে
দেহ নারায়ণী॥ পুন্নাগ পিয়ালপুষ্প পঙ্কজ কেশরে। পূ
জিব পার্ব্বতী পদ পাব পীতাম্বরে॥ ফাকি ফুকি ফে
ফার ফেল গো শঙ্করি। বিতর বরদা বর বাণী বিশ্বেশ্বরী।
ভয়ঙ্করী ভদ্রকালী ভবানী ভারতী। ভব ভয় ভঞ্জ ভুরু
ভঙ্গে ভগবতী॥ মহামায়া মস্তক মালিনী মুক্তকেশী
মহোদরী মহাবিদ্যা মহেশ মহিষী॥ যোগে যাগে যমুনার
যতেক যুবতী। যত্নকরি যশোদা নন্দন মিলে পতি॥ রাজ
রাজেশ্বরী রণরঙ্গিণী রূপা। লোচন প্রকাশ কর লক্ষ্মী
লজ্জারূপা॥ শিশু শশধর শিরে শিব শিমন্তিনী। শ
দলে সহস্রারে শম্ভু সম্বলিনী॥ হেরম্ব জননী হৈমবতী
হরজায়া। ক্ষুদ্র জীবে ক্ষম ক্ষেমঙ্করী কর দয়া॥ কটু
কামিনীকুলে কর কাত্যায়নী। পতিং দেহি নন্দের নন্দ
নীলমণি॥ রাধাচন্দ্রাবলি আর যতেক গোপিনী। এইরূপে
একমাস পুজে কাত্যায়নী॥ ব্রত সাঙ্গ করি সবে যমুনা

জলে। জলক্রীড়া করিবারে যায় কুতুহলে॥ অলঙ্কার অম্বর দেখিয়ে নদীতীরে। সত্বরে কামিনীগণ পড়ে গিয়ে নীরে॥ কালিন্দীর কাল জলে গৌরাঙ্গী গোপিনী। জলদ উপরে যেন স্থির সৌদামিনী॥ নগনা অঙ্গনা অঙ্গ জলেতে লুকায়। অপূর্ব্ব কমল বন হল যমুনায়॥ কমল কলিকা কুচ মুখ সরোরুহ। দীর্ঘবাহু মৃণাল শৈবাল সরোরুহ॥ কর যুগ কোকনদ আঁখি ইন্দীবর। মধু লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে মধুকর॥ যুবতী চাঁদের মালা ভাসে যমুনায়। দেখিবে সে অঙ্গ ভঙ্গ অনঙ্গ পলায়॥ দূরে হতে দামোদর দেখিবারে পায়। কপট বামন রূপে গুড়ি গুড়ি যায়॥ গোপনে গোবিন্দ গিয়ে গোপীর বসন। লজ্জা পরিহার হেতু করিল হরণ॥ আরোহণ করিল কদম্ব তরুবরে। রাখিল বসন তার শাখার উপরে॥ বেলা অবসান প্রায় আগত যামিনী। জল ক্রীড়া ভঙ্গ করি উঠিল কামিনী॥ কূলে কুলবধূ সব হইল আকুল। কূল নিরীক্ষণ করে না দেখে দুকুল॥ পরিহরি কূল আসি বসিল সলিলে। গোপীগণ বলে একি ঘটিল কপালে॥ আমরা কুলের বধূ নবীন যুবতী। কেমনে যাইব ঘরে কি হইল গতি॥ রাধা চন্দ্রমুখী বলে ওগো সহচরি। এনে দাও কলসী গলায় বেঁধে মরি॥ কি করিলে কাত্যায়নী এই মনে ছিল। দয়াময়ী নামে তব কলঙ্ক র-হিল। ব্রত করে পাইলাম ভালতো শ্রীহরি। দিগম্বরী পূজে হইলাম দিগম্বরী॥ হেনকালে হৈমবতী হইয়ে সদয়া। নির্ম্মল নদীর নীরে দেখাইল ছায়া॥ কদম্ব তরুর পরে

নবীন নাগর। শাখার উপরে দেখে বিচিত্র অম্বর॥ ধর ধর বলে সবে ধরিবারে যায়। জল নাড়া পেয়ে ছায়া জলেতে মিশায়॥ ঊর্দ্ধ মুখে চন্দ্রাবলী ভাবে মনে মন। কদম্ব তরুর দিগে পড়িল নয়ন॥ দেখিল কানাই কাণে কদম্বের কলি। সই সই ওই ওই বলে চন্দ্রাবলী॥ দেখিযে গোপিকা সব আনন্দে পূরিল। কাত্যায়নী কৃপা করি কৃষ্ণনিধি দিল॥ কর যোড়ে গোপী কহে কৃষ্ণ ফিরে চাও। কৃপা করে দুকুল কুলেতে রেখে যাও॥ আমরা সকলে দন্তে তৃণ করি বলি। লজ্জা নিবারণ কর শুন বনমালি॥ চল হে আমার ঘরে দিব নবনীত। দাসীর সহিত পরিহাস অনুচিত॥ রাধিকা হাসিযে কহে ওহে বংশীধারি। শিশুকালাবধি ভালো শিখেছো চাতুরী॥ বড় বিদ্যা অভ্যাস করেছো গুণমণি। গোকুলে গোপীর ঘরে চুরি কর ননী॥ মনচুরি করেছো বসন কর চুরি। ক্রমে ক্রমে পর্ব্বত লংঘিবে বংশীধারি॥ শুনিযে রাধার কথা কৃষ্ণ কহে জোরে। কুড়িযে পেযেছি পথে চোর বল মোরে॥ না বুঝিযে বিধুমুখি এত কথা কও। আমারে বলিলে চোর তুমি চোর নও॥ চুরি কৈলে বিধু সুধা কুরঙ্গী নয়ন। মম চিত্ত হরি নব্য কোকিল বচন॥ রাধা বলে সে সকল বিধি কৃত মোর। তোমার সমান নহে নাম ননীচোর॥ ভালো চাও বসন আনিযে দেহ হাতে। নতুবা প্রমাদ হবে জানিবে পশ্চাতে॥ কৃষ্ণ কন আমার বিবাদে কার্য্য নাই। উঠিযে বসন লহ নিজ গৃহে যাই॥ রাধা বলে কেমনে উঠিতে

কুল কুলে। গোকুলে কলঙ্ক হবে কামিনীর কুলে ।। কৃষ্ণ
কন আর কেহ নাহি নদী তীরে। আসি সও বসন নতুবা
ফেলি চিরে।। গোপীগণ ইঙ্গিত করয়ে আঁখি ঠারে।
৯) আগে তুই সখী বলে পরস্পরে।। বিশ্বনাথ বলে
আর ভাবিলে কি হবে। লজ্জা ভয় পরিত্যাগ কর কৃষ্ণ
পাবে।।

গোপীদিগের বস্ত্র প্রাপ্ত ও অন্ন ভিক্ষা

উঠিল কামিনীগণ এক করে ঢাকি স্তন আর করে ঢা-
কিয়ে শ্রীঅঙ্গ। অপরূপ কামকলা বেড়িল কদম্ব তলা
দেখিয়ে অনঙ্গ হয় সাঙ্গ ॥ লাজে অঙ্গ জড় সড় কপটে
কপট বড় বলে বস্ত্র দেহ বনমালি। নগনা কামিনীগণে
দেখিলে পথিক জনে অবলার কুলে হবে কালি ॥ কৃষ্ণ
কন বার বার কৃতাঞ্জলি নমস্কার দিবাকরে করি বিনো-
দিনি ! বস্ত্র করি পরিধান মন্দিরে কর পয়ান বেলা
গেল আইল যামিনী ॥ সখী চন্দ্রাবলী বলে কাত্যায়নী
ব্রত ফলে পতি হবে অচিরে যে জন। সেই হরি দয়াময়
চরাচর বিশ্বময় তাঁর কাছে কি আছে গোপন।। সাধিতে
আপন কাজ লাজের মাথায় বাজ কৃতাঞ্জলি হয়ে অগ্র-
সার। কামিনী কমল মালা সরলা গোপের বালা সূর্য্য-
দেবে করে নমস্কার ।। কানাই কমল আঁখি বদনে বদন
ঢাকি গোপীগণে করে নিরীক্ষণ। বনমালী বস্ত্র দিল দিন-
মণি অস্ত গেল গোপী সবে পরিল বসন।। কদম্ব তরু

হইতে কৃষ্ণ নামিল ভূমিতে গোপীগণ দাঁড়াইল আগে।
গলায় অঞ্চল দিয়ে সবে কৃতাঞ্জলি হয়ে জগৎপতি পতি
বর মাগে ॥ কৃষ্ণ কন বিনোদিনি পৌর্ণমাসীর রজনী
আমারে পাইবে কুঞ্জ বনে। গোপী সব পেয়ে বর গেল
যথা নিজ ঘর প্রণাম করিয়ে শ্রীচরণে ॥ নন্দালয়ে গেল
হরি চঞ্চলা গোপের নারী সখী সঙ্গে সেই কথা উঠে।
প্রভাতে বাজায়ে বেণু লয়ে নবলক্ষ ধেনু শিশু সঙ্গে
কৃষ্ণ গেল গোষ্ঠে ॥ নিবীড় কাননে যায় ধেনুর পশ্চাতে
ধায় বেলা হল দ্বিতীয় প্রহর। বন করি পর্য্যটন শ্রান্ত
ক্লান্ত শিশুগণ প্রখর কিরণ দিবাকর ॥ ক্ষুধায় কাতর হয়ে
কৃষ্ণের নিকটে গিয়ে রাখাল করয়ে নিবেদন। নবনীত
আনি নাই আজি প্রাণ রাখ ভাই উপায় কি করিব এখন ॥
শুনি রাখালের বাণী কহিলেন চক্রপাণি বিপ্রবর্গ করি
তেছে যাগ। আমার বচন ধর তথায় গমন কর অন্ন দিবে
শুনিলে সুরাগ ॥ প্রণাম করিয়ে তথা কহিও আমার কথা
বিপ্র অগ্রে কৃতাঞ্জলি পুটে। রাম কৃষ্ণ দুই ভাই বনেতে
চরায় গাই অন্ন চাহে তোমার নিকটে ॥ এত শুনি শিশু-
গণ তথা করিয়ে গমন দ্বিজবর্গে করিল প্রণাম। দ্বিজগণ
করে যাগ দিতেছে আহুতি ভাগ নিকটেতে কহিছে
শ্রীদাম ॥ শুন ওগো দ্বিজবর বনে রাম দামোদর চরাইছে
নবলক্ষ গাই। পাঠাইল তব ঘরে অন্ন যাচঞার তরে
ক্ষুধায় কাতর দুই ভাই ॥ অজ্ঞান ব্রাহ্মণগণ যারে করে
নিবেদন চিনিতে না পারিল সেজন। শেষ না হইতে
যাগ দেবতার অগ্র ভাগ গোয়ালায় করিব অর্পণ ॥ কে

দুই কোথায় ঘর কোথা রাম দামোদর অন্ন নাহি পাবি রে পাগল। শুনিয়ে নিষ্ঠুর বাণী গিয়ে যথা চক্রপাণি শ্রীদামাদি কহিল সকল॥ পুনর্ব্বার কহে হরি যাও যথা বিপ্রনারী তারা আছে বাটীর ভিতর। দেখিবে ওরে শ্রীদাম শুনিলে আমার নাম অন্ন দিবে করিয়ে আদর॥ শুনিয়ে শ্রীদাম বলে ঈষত হাসিয়ে ছলে নারী স্থানে আছয়ে প্রভুত্ব। তোমার কথায় ভাই আমি পুনর্ব্বার যাই এবার হইতে পারে সত্য॥ যজ্ঞপত্নীর নিকটে কৃতাঞ্জলি কর পুটে কহে কৃষ্ণ আসি গোচারণে। আছি সঙ্গে নটী নাই অন্ন চাহে তব ঠাঁই ক্ষুধায় কাতর বড় বনে॥ শুনি আনন্দিত সবে দেখিতে যায় কেশবে পরমান্ন ভোজন লইয়ে। পতি করে নিবারণ নাহি শুনে সে বারণ বলে উপনীত হল গিয়ে॥ এক দ্বিজ নিজ নারী রেখেছিল বন্ধ করি সে সতী ত্যজিয়ে কলেবর। দিব্য পরমান্ন লয়ে অগ্রেতে কাননে গিয়ে পাইল সে নব জলধর॥ আর সব দ্বিজ নারী গিয়ে যথা বংশীধারী আহা মরি বলি দাঁড়াইল। দেখিয়ে সে নটবর লোমাঞ্চিত কলেবর অনিমিকে চাহিয়ে রহিল॥ দাঁড়ায়ে হরি সম্মুখে পরমান্ন দিল মুখে সুখে ভুঞ্জে রাখাল সকলে। দ্বিজনারী সারি সারি নয়নে বহিছে বারি কৃতাঞ্জলি পীতাম্বরে বলে॥ বহুদিন ছিল সাধ শুনিব বংশীর নাদ দেখিব তোমারে দয়াময়। আমরা ব্রাহ্মণকন্যা আজি হইলাম ধন্যা এত দিনে হইলে সদয়॥ তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু তুমি জগতের গুরু তোমা হতে যত দীক্ষা শিক্ষা। তুমি জগতের

ধাতা সর্ব্বভুতে অন্নদাতা কৃপা হেতু কর অন্নভিক্ষা ॥ ব্রহ্মার পরম ধন ওই দুই শ্রীচরণ এই কর অন্তঃকালে পাই ৷ আমরা প্রণাম করি বেলা গেল বংশীধারি আজ্ঞা কর নিজ গৃহে যাই ॥ শুনি হরি দয়াময় ব্রাহ্মণকন্যারে কয় আমারে পাইবে অনায়াসে। যে করে আমারে ভক্তি সুলভ্য তাহার মুক্তি এই জেন যাও নিজ বাসে ॥ কৃষ্ণেরে প্রণাম করে যজ্ঞপত্নী যায় ঘরে ওখানে বসিয়ে দ্বিজগণ। পরস্পর সবে কয় রাম কৃষ্ণ নর নয় ধেয়ানে জানিল নারায়ণ ॥ নারীর এমন ভক্তি অনায়াসে পায় মুক্তি ধ্যান জ্ঞান যাগ যজ্ঞ হীন। আমরা পড়িয়ে বেদ না হইল কর্ম্ম-চ্ছেদ কি হইল হইয়ে প্রবীণ ॥ ধিক যজ্ঞ ধিক ধ্যান ধিক পূজা ধিক জ্ঞান বিমুখ হইল যজ্ঞেশ্বর। ধিক জন্ম ধিক কর্ম্ম ধিক ধিক দ্বিজ ধর্ম্ম কেন বা হয়েছি ধরামর ॥ খেদা-ন্বিত দ্বিজ সবে দেখিতে যায় কেশবে কংসভয়ে হল নিবারিত। দ্বিজ বিশ্বনাথ কয় কি করে কংসের ভয় হেন কর্ম্মে যাওয়াই উচিত ॥

গোবর্দ্ধন যজ্ঞ ভঙ্গ।

একদিন গোপবৃন্দ করিল উদ্‌যোগ। পায়স পিষ্টক আদি নানাউপভোগ ॥ নবনীত ক্ষীর শর রাখে ভাগ ভাগ। গোপরাজ করিবে বার্ষিক ইন্দ্রযাগ ॥ দেখিয়ে গো-বিন্দ বলে নন্দ সন্নিধানে। কিসের সম্ভার এত দেখি বৃন্দা-বনে ॥ করিবে কাহার পূজা কি ফল পাইবে। কিম্বা কংস

মহারাজে বুঝি ভেট দিবে॥ নন্দবলে ইন্দ্রযাগ করি প্রতি বর্ষে। সেই পুণ্যফলে কালে জলধর বর্ষে॥ তাহাতে কা-ননে গোষ্ঠে নব নব ঘাস। সেই ঘাস ধেনু বৎস সুখে করে গ্রাস॥ হয় হৃষ্ট পুষ্ট ধেনু বহু দুগ্ধবতী॥ আর সর্ব্ব শস্য পূর্ণ হয় বসুমতী॥ সেই যজ্ঞ করিবারে করেছি সম্ভার। পূজিব সে দেবরাজ দিয়ে উপচার॥ কৃষ্ণ কন কর্ম্ম হতে সুখ দুঃখ হয়। কর্ম্ম বিনা কভু কার শুভাশুভ নয়॥ কর্ম্ম বিনা ইন্দ্রহতে কি হইতে পারে॥ গোবর্দ্ধন পূজা কর এই উপচারে॥ পাইবে সম্পদ গিরি করিয়ে অর্চ্চন। সা-ক্ষাতে আসিয়ে শৈল করিবে ভোজন॥ এত শুনি বিশ্বাস করিল গোপচয়। শ্রীকৃষ্ণের বচন কখন মিথ্যা নয়॥ চলিল পূজিতে গোবর্দ্ধন গিরিবর। বাজিল নন্দের ভেরী জাগিল নগর॥ গন্ধ পুষ্প লইল হরিদ্রা অর্ঘ্য পাদ্য। লইয়ে গো-পিকা সবে করে শঙ্খবাদ্য॥ সারি সারি চলে নারী লয়ে দুগ্ধ দধি। যশোদার উথলিল আহ্লাদ উদধি॥ নানা অল-ঙ্কার পরে পরিল দুকুল। কিসের অভাব যারে হরি অনু-কূল॥ মল্লিকা মালতী মালে কবরী বন্ধন। কপালে সিন্দুর বিন্দু কস্তুরী চন্দন॥ কৃষ্ণেরে করিয়ে কোলে কমল নয়না। কৃষ কটি কম্বু কণ্ঠ কনক কঙ্কণা॥ দাসী সঙ্গে রঙ্গে রাণী শকটারোহণে। রোহিণীর কোলে রাম আনন্দিত মনে॥ নন্দঘোর সুঘোষ ঘোষণা করি যায়। দিব্যবস্ত্র পরিধান উষ্ণিষ মাথায়॥ লাঠিহাতে গোপগণ করে কোলাহল। কুলবধূ মধুমুখী গায় সুমঙ্গল॥ একত্র হইয়ে সবে করিল গমন। উপনীত হল যথা গিরি গোবর্দ্ধন॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত

আর ননী ক্ষীর সর। পায়স পিষ্টক আদি রাখে ভার ভার॥ বসিল সকল গোপ করিয়ে সমাজ। তাহার মধ্যেতে বসে নন্দ গোপরাজ॥ কৃষ্ণ লয়ে তথায় বসিল নন্দরাণী। বল রামে লয়ে কোলে বসিল রোহিণী॥ নন্দ উপানন্দ তবে অনুমতি দিল। পুরোহিত গন্ধ পুষ্পে পর্ব্বত পূজিল॥ তৈল হরিদ্রা দিল গিরির উপরে। ক্রমে ক্রমে উপচার নিবেদন করে॥ বহুরূপি বাসুদেব ভোজনের আশে। প্রতিমূর্ত্তি রাখি যান পর্ব্বতের পাশে॥ গহ্বরে বসিয়ে হরি বাড়াইয়ে হস্ত। ক্ষীর সর নবনীত খাইল সমস্ত॥ গোপগণ বলে ওই গিরি গোবর্দ্ধন। হস্ত বাড়াইয়ে দ্রব্য করিল ভোজন॥ পুলকিত হয়ে নন্দ যশোদারে কয়। সত্য বটে কৃষ্ণের বচন মিথ্যা নয়॥ সাক্ষাতে লইল পূজা গিরি গোবর্দ্ধন। এবার বিস্তর বৃদ্ধি হইবে গোধন॥ কেমনে জানিল হরি একি অসম্ভব। হেন ছেলে কভু কার না হয় সম্ভব॥ কেহ বা বাজায় নাচে দেয় করতালি। পর্ব্বত উপরে দেয় দধি দুগ্ধ ঢালি॥ উলু উলু শঙ্খধ্বনি করে গোপগণ। কুসুম অঞ্জলি দিল সহিত চন্দন॥ অবশিষ্ট দ্রব্য সব ভোজন করিল। শীতল তরুর ছায়া দেখিয়ে বসিল॥ নিজালয়ে গেল সবে বেলা অবসানে। অদ্ভুত কৃষ্ণের কথা ভাবে মনে মনে॥ বিশ্বনাথ বলে ভাব কৃষ্ণের চরণ। সঙ্কটে পড়িলে হরি করিবে মোচন॥

বৃন্দাবনে ইন্দ্রের উৎপাত

যাগ ভঙ্গ দেখে রঙ্গ কাঁপে অঙ্গ শক্র। দেখে শৈল পূজা কৈল তাহে হৈল বক্র॥ দেখে কাজ লয়ে বাজ দেব-রাজ সাজে। থাক থাক দেয় ডাক বীরঢাক বাজে॥ গোপ নাশ করে আশ খোলে পাশ মেঘে। করিবর করিভর জলধর সঙ্গে॥ গায় গায় পায় পায় ব্রজে যায় মেঘ। খরস্পর্শে অতি কর্ষে ঘন বর্ষে ওঘ॥ ব্রজভূম গিয়ে ধূম করে জুম শক্র। করে হেন হত জ্ঞান ঘুরে যেন চক্র॥ নাড়ে মুণ্ড ছাড়ে শুণ্ড ঝাড়ে মুণ্ড হস্তী। শিরে নারে পাড়ে ভার নাহি তার স্বস্তি॥ ঘনবাত শিলাপাত বজ্রাঘাত গোষ্ঠে। দড়বড় বহে ঝড় ওড়ে খড় কাষ্ঠে॥ পড়ে শীল যেন কীল লাগে খীল অঙ্গে। লাগে নীর যেন তীর মারে বীর অঙ্গে॥ কল কল বহে জল নাহি স্থল চাহে। পড়ে বৃক্ষ কত লক্ষ মরে পক্ষ তাহে॥ পড়ে ঘর লাগে ডর ঘোরতর শব্দ॥ দেখি কোপে যেন ঝোপে গোপী গোপে স্তব্দ॥ অন্ধকার কেবা কার দেখে আর দেহ। একি দায় প্রাণ যায় বলে হায় কেহ॥ চক মক ঝক ঝক লক লক বিদ্যুৎ। চিকি মিকি ঝিকি ঝিকি লিকি লিকি খদ্যোৎ॥ যেন জ্বর থর থর কলেবর কাঁপে। থুরু থুরু গুরু গুরু বুকে উরু চাপে॥ গেল ধন পরিজন গোবর্দ্ধন গর্ব্বে। যত গর্ব্ব হল খর্ব্ব বলে সর্ব্বসর্ব্বে॥ গেল পাল হে গো-পাল কি কপাল মন্দ। এ বিশাল দিকপাল করে কাল

দ্বন্দ্ব ॥ হেন ঠাঁই দেখিনাই লয়ে গাই যাব। যায় প্রাণ ভগবান কিসে ত্রাণ পাব ॥ হরি কন গোপগণ কি এখন ভাব। সগোধন পরিজন গোবর্দ্ধন যাব॥ দায় তাঁর এপ্রকার হল যার যাগে। নাহি ভয় গিরিবর দিবে বর আগে ॥ শুনি নন্দ উপনন্দ সআনন্দ হৈল। শ্রুতমাত্র ধায় তত্র আছে যত্র শৈল ॥ কাঁপে গাত্র মুদে নেত্র লয়ে ছত্র ঘাড়ে। করে মুষ্টি ধরে যষ্টি আরো বৃষ্টি বাড়ে ॥ পরিবার সবাকার ধেনু আর বৎস। যথোচিত সচকিত উপনীত শৎশ ॥ গতসাজ গোপরাজ সসমাজ ব্যগ্রে। গদাধর ধরাধর ধরে কর অগ্রে ॥ তুলে নিল যেন তিল দাঁড়াইল রঙ্গে। নহে ভার ইথে তার বিশ্ব যার অঙ্গে ॥ বিশ্বনাথ বলে নাথ জগন্নাথ তুমি। ব্যোম জল চলাচল নীলাচল ভূমি ॥

গোপদিগের গোবর্দ্ধন গহ্বরে প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন বামকরে ধরিয়ে শ্রীহরি। ডেকে বলে শুন সবে যতেক আভিরি॥ ধেনু বৎস শিশুলয়ে আইস নিকটে। পর্ব্বতের গর্ত্তে যাও বাঁচিবে সঙ্কটে॥ শুনিয়ে হরির কথা যাইল সকলে। হরির নিকটে গিয়ে যশোমতী বলে ॥ ওরে কৃষ্ণ তুই ছলি সভাবার মূল। গোবর্দ্ধন যাগে হল এত হুলস্থুল॥ হাতে হতে শৈল যদি পড়ে কি করিবি॥ পর্ব্বত চাপিয়ে পিতা মাতাকে মারিবি ॥ কৃষ্ণ কন তাহে নাহি হইবে জঞ্জাল। না পড়িবে শৈল যদি ধরি চিরকাল ॥ রহিবে গো রাজরাণি রোহিনীর সঙ্গে। বৃষ্টিবাত শিলা-

পাত না লাগিবে অঙ্গে ॥ আশ্বাসে বিশ্বাস করি গোপ গোপী হৃষ্ট। ধেনু বৎস লয়ে গর্ত্তে হইল প্রবিষ্ট ॥ কেহ বলে কৃষ্ণ শৈল ধরিয়াছে একা। পর্ব্বতের নীচে কেহ যষ্টি দাও ঠেকা॥ দেখিয়ে সে কর্ম্ম কৃষ্ণ মনে মনে হাসে যষ্টি ঠেকা দিল গোপ মরিবার ত্রাসে ॥ করিল সাগর কষ্টে বিড়ালে বন্ধন। তেমতি ধরিল গোপ গিরি গোবর্দ্ধন ॥ গোপগণ সুখ দুঃখ করে সমভাব। গহ্বরে গোপন কিছু নাহিক অভাব ।। অচ্যুত অচল হস্তে সপ্তাহ অচল। দেখে কাজ দেবরাজ হইল বিকল ॥ বৃষ্টি বাত বজ্রাঘাত করিল সপ্তাহ। তথাপি মানস কিছু না হল নির্ব্বাহ ॥ তখন জানিল মনে কৃষ্ণ নারায়ণ। ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাত করিল বারণ ॥ অপ্রতীভ হয়ে গেল আপন মন্দিরে। গোপ গোপী ধেনু লয়ে আইল বাহিরে ॥ সেইস্থানে গোবর্দ্ধন রাখিল মুরারি। তদবধি বংশীধারি হল গিরিধারী ।। শিশু সঙ্গে শকটে করিয়ে আরোহণ। ব্রজবাসী হাসি হাসি করিল গমন ॥ কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখে গোপ চয়। নন্দেরে জিজ্ঞাসা করে শুন মহাশয় ॥ কেমনে হইল হেন তোমার কুমার। করিল যে কর্ম্ম সব অতি চমৎকার ॥ করিল পুতনা বধ স্তন পান করি। তৃণাবর্ত্ত দৈত্যকে মারিল গলাধরি ।। শকট ভঞ্জন যমলার্জ্জুন মোচন। বক বৎস অঘাসুর করিল নিধন। ধেনুক করিল বধ গিয়ে তাল বন। কালিন্দীর হ্রদে কৈল কালীয় দমন ॥ গোপ গোপী ধেনু দাবানলে বাঁচাইল। বামকরে অনায়াসে পর্ব্বত ধরিল ॥ দেখিয়ে শুনিয়ে মোরা হয়েছি বিস্মিত। শিশুর এমন কর্ম্ম একি

বিপরীত ॥ নন্দবলে এ সকল বলেছিল গর্গ। তোমার তনয় দিতে পারে চতুর্ব্বর্গ। বহুরূপ বহুগুণ বহু অবতার। বহুভাগ্যে পাইয়াছ এমন কুমার ॥ যুগে যুগে শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ হয়। এবার অসিত রূপে তোমারে সদয় ॥ করিবে দুষ্কর কত কর্ম্ম গুণরাশি। ইহা হতে পাবে ত্রাণ গোকুল নিবাসী ॥ গর্গের বচন নন্দ কহিল সমস্ত। শুনিয়ে সকল গোপ হইল নিরস্ত ॥ দেবরাজ সুরভী সহিত বৃন্দাবনে। আসিয়ে প্রণাম কৈল কৃষ্ণের চরণে ॥ গলায় বসন দিয়ে দাঁড়ায়ে নিকটে। করিল বিস্তর স্তব কৃতাঞ্জলি পুটে। তুমি স্বর্গ রসাতল তুমি চরাচর। তুমি জল তুমি স্থল তুমি সে সকল ॥ কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার। সগুণ নির্গুণ কভু কভু নিরাধার। শ্বেত রক্ত নীল পীত কত রূপ ধর। জগতের সৃজন পালন লয় কর ॥ অনায়াসে অশেষ বিশেষে বিশ্বজয়ী। ক্ষমা কর মাধব নাজানি তোমা বই ॥ অজ্ঞানত অকিঞ্চন করেছে কুকর্ম্ম। বৃষ্টিপাতে শিলাপাতে হয়েছে অধর্ম্ম ॥ কৃষ্ণ কন গর্ব্বযুক্ত হয়েছিলে তুমি। সেই হেতু যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছি আমি ॥ আর ভয় নাহি যাও আপনার স্থান ॥ আপনি রাখিতে হয় আপনার মান ॥ সুরভী প্রণাম করি কহে ওহে হরি। বহুদিন পরে এস অভিষেক করি ॥ দুগ্ধ দিয়ে অভিষেক করিল সুরভী। আমোদিত হল দিক্ পাইয়ে সুরভী ॥ ঐরাবত হস্তী ছিল বাসবের সঙ্গে। সুশীতল গঙ্গাজল দিল নীল অঙ্গে ॥ বীণায় নারদ আসি গায় কৃষ্ণগুণ। কিন্নর চারণ সিদ্ধ গায়ক নিপুণ ॥ নৃত্য করে দেবকন্যা আনন্দিত মনে।

পুষ্পবৃষ্টি করে দেব কৃষ্ণের চরণে ।। প্রদক্ষিণ করে সবে যত দেবগণ । প্রণাম করিয়ে স্বর্গে করিল গমন ।। শুকদেব কহে পরীক্ষিত মহারাজ । আরো বলি অর্জ্জুনের সারথির কাজ ।। উপবাস করে নন্দ একাদশী দিনে । রজনী থাকিতে গেল কালিন্দী পুলিনে ।। নির্ম্মল সলিলে গেল স্নান করিবারে । বরুণের দূত আসি ধরিল তাহারে ।। গোপরাজ পড়িলেক বিষম সঙ্কটে । ধরে লয়ে গেল দূত বরুণ নিকটে ।। গোপগণ দেখে নন্দ পড়িল বিপাকে । কোথা রাম কোথা কৃষ্ণ বলি সবে ডাকে ।। জানিয়ে শ্রীহরি গেলা জলের ভিতর । দেখিয়ে বরুণ স্তুতি করিল বিস্তর ।। তুমি ত্রিলোকের নাথ হরি পরাৎপর । জগতে নাহিক কিছু তব অগোচর । সফল জনম মোর সফল জীবন । অনায়াসে পাইলাম তোমার চরণ ।। অসময়ে কেহ এলে স্নান করিবারে । ধরিয়ে আমার দূতে আনয়ে তাহারে ।। না জানিয়ে তব পিতা আনিয়াছে দূত । ক্ষমা কর ঘরে যাও ওহে নন্দসুত ।। নন্দের নন্দন নন্দে করিল উদ্ধার । দেখে গোপগণে লাগে অতি চমৎকার ।। বরুণের আজ্ঞা আর কৃষ্ণের সকল । আত্মীয় বর্গেরে নন্দ কহে অবিকল ।। গোপগণ বলে নন্দ তোমার কুমার । কখন মনুষ্য নয় হরি সারাৎসার ।। বিশ্বনাথ বলে ভবে কৃষ্ণে কর ভক্তি । অনায়াসে পাবে মুক্তি এইমাত্র যুক্তি ।।

মহারাসের উপক্রম।

শরতের পূর্ণচন্দ্র দেখিযে গোবিন্দচন্দ্র চন্দ্রমুখী রাধা হল মনে। মনোহর মুরহর মধুর মুরলীধর নটবর যায় নিধু বনে।। একে নীল কলেবর চরণ অরুণ কর শশধর নখর নিকর। জানু জিনি করিকর যেন দিনকর কর পীতাম্বর শোভে তদুপর।। বনমালা দোলে গলে জলদে চপলা খেলে মণিময় ভূষণ ভূষিত। চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ অনঙ্গ যাহাতে সাঙ্গ নবীন নিকুঞ্জে উপনীত।। কুঞ্জ অতি সুশোভন নব নব তরুগণ শরত সময়ে স্নিগ্ধ শাখা। নিবিড় পল্লব তায় কৌমুদী তাহার গায় কুচিৎ কিঞ্চিৎ যায় দেখা।। দক্ষিণে কদম্ব তরু ভূর্জ্জপত্র দেবদারু পারিজাত তাহার সহিত। পুন্নাগ পিয়াল শাল শিরীষ বেল রসাল মাধবী লতায় সুবেষ্টিত।। উত্তরে বকুল নিম্ব কাঞ্চন শিশু দাড়িম্ব চম্পক ঝম্পক লতা তায়। পূর্ব্বদিকে কুরুবক অশোক সেফালি বক তরুলতা মালতী তাহায়।। পশ্চিমে পারুল ভাণ্টী তামাল পলাশ ঝিণ্টী শ্যামলতা তাহায় জড়িত। মল্লিকা কেতকী জাতি ফুল ফুল নানা জাতি লবঙ্গলতায় সুরঞ্জিত।। দেখে কৃষ্ণ কলেবর জ্ঞান করে জলধর নৃত্য করে ময়ুর ময়ুরী। কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গ বিহঙ্গ করয়ে রঙ্গ গুঞ্জ গুঞ্জ গুঞ্জরে চঞ্চরী।। তথায় বসিয়ে শ্যাম সপ্ত স্বর তিনগ্রাম একুশ মুর্চ্ছনা দিয়ে তায়। অষ্টাদশ তালমানে কেদার বেহাগ তানে অর্দ্ধ রাত্রে মুরলী বাজায়।।

গোপীদিগের নিকুঞ্জে গমন ।

শুনিয়ে বংশীর গান যত ব্রজাঙ্গনা। হইল চঞ্চলমনা খঞ্জননয়না ।। কৃষ্ণ দরশনে সবে বাহির হইল। সপত্নীর ভয়ে কেহ কারে না কহিল ।। পতি সেবা পরিত্যাগ করে পতিব্রতা। কেহ রেখে যায় ঘরে বৃদ্ধ পিতা মাতা ।। গৃহ কর্ম্ম গোদোহন গোরস ত্যজিয়ে। কেহ বা করিছে পাক চলিল ফেলিয়ে ।। কেহ দিতেছিল অন্ন অমনি চলিল। কার বা বালক শিশু কাঁদিতে লাগিল ।। কেহ কেশ বন্ধন করিতেছিল ঘরে। অমনি চলিল কৃষ্ণ দেখিবের তরে ।। কার বা দর্পণ হাতে কার বা সিন্দুর। কেহ বা অঞ্জন করে যায় অতি দূর ।। কামিনী যামিনী কিছু নাহি করে ভয়। দেখিবে মুরলীপাণী আনন্দ হৃদয় ।। কাননে তরঙ্গ সিংহ মাতঙ্গ গর্জ্জন। অন্তরে ভাবিছে শ্যাম নাহি ভয় মন ।। কুশাঙ্কুর কন্টক কঠিন মাটি তায়। কৃষ্ণ দরশনে যেতে নাহি লাগে পায় ।। গুরুজন বচন না শুনে গোপাঙ্গনা। যে কর্ম্মে যাইবে তাহে নাহি কিছু মানা ।।

শ্রীমতীর নিকুঞ্জে গমন।

চলিল রাধিকা নৃপতি বালিকা ভুবন পালিকা বকুল মালিকা ॥ চপল কুণ্ডলা চলিত চঞ্চলা নয়ন চঞ্চলা কুটিল কুন্তলা ॥ ভুবন সুন্দরী মদন মঞ্জরী অতি কৃশোদরী পীন পয়োধরী ॥ দ্বিরদ গামিনী হরি বিলাসিনী বন বিহা-

ঙ্গিণী অপাঙ্গমোহিনী ॥ রতন কঙ্কণা শশিনিভাননা মণি বিভূষণা বসন শোভনা ॥ অতি নিরুপমা ব্রজবধূত্তমা. হরি মনোরমা খলু রমা সমা ॥ রস পয়োনিধি অধর সন্নিধি ধায় নিরবধি ভ্রমর মন্দধি ।। মুরলী সন্ধানে চরণ চালনে নিবিড় কাননে পশি রাধা বনে ।। ব্রজনারী সবে হরি কোথা রবে প্রবেশিয়ে তবে দেখিল মাধবে ।। চরণ বন্দিযে কৃতাঞ্জলি হয়ে শ্রীমুখ দেখিয়ে রহিল চাহিয়ে ।।

গোপীর প্রতি শ্রীহরির উক্তি ।

কোন গোপী ছিল ঘরে । বাহির হইতে নারে ।। ভাবি নীল কলেবর । পাইল সে নটবর ।। শুনি বলে পরীক্ষিত একি কথা বিপরীত ।। হরি ব্রহ্ম সনাতন । তাঁহার কেন এমন ।। সামান্য লোকের মত । পরের রমণী রত । শুনি শুকদেব কয় । ইহাতে নাহি সংশয় ।। বিষ্ণুময় ত্রিজগত । বিষ্ণু সর্ব্ব সদসত ।। আত্মারাম তিনি হরি । হরি ময় ব্রজপুরী ।। আর কি কব বিস্তার । কে আছে তাহার পর ।। আর শুন মহারাজ । হরির যে সব কাজ ।। ব্রজের বনিতা দেখি । কহিল কমল আঁখি । শুন সব সিমন্তিনী এইতো ঘোর রজনী ।। কেন আইলে কাননে । বলহ কি আছে মনে ।। বরাহ মহীষ কত । বনে ফেরে অবিরত মনে নাহি কিছু ভয় । যাও নিজ নিজ ঘর ।। ধর্ম্মে রা নিজ মন । পতির কর সেবন ।। পতি যদি জড় হয়

তথাপি সে ত্যাজ্য নয়॥ কুল স্ত্রীর এই রীত। উপপতি অনুচিত॥ অন্তরেতে যেই ভাবে। সেই সে আমারে পাবে॥ দূরে হতে যত হয়। নিকটেতে তত নয়॥ শুনিয়ে হরির বানী। ভাবে সব নিতম্বিনী॥ অধোমুখে গোপ নারী। দাঁড়াইয়ে সারি সারি॥ অন্তরে ভাবিয়ে দুখ। শুকাইল বিধুমুখ॥ ঘন ছাড়য়ে নিশ্বাস। খসিছে কটির বাস॥ এলায়ে পড়িল কেশ। বাড়িল দ্বিগুণ ক্লেশ॥ নখেতে খোঁড়ে ধরণী। কহিছে সব তরুণী॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীর উক্তি।

শুন ওহে হরি নিবেদন করি তুমি নাকি দয়াময়। মুরলীর গানে আনিয়ে কাননে একথা উচিত নয়॥ আমরা অবলা ওহে কুলবালা সরলা সরল মন। ত্রিভঙ্গ আপনি মন কি তেমনি তাই যে দেখি এখন॥ গৃহমাঝে গিয়ে ছিলাম বসিয়ে বাহির করিল বাঁশী। তাইতো কাননে তব শ্রীচরণে দাসী হইলাম আসি॥ কামিনী যামিনী কানন গামিনী করিয়ে তোমার নাম। করুণা নিধান শ্রীচরণে স্থান দাও কেন হও বাম॥ জগতের গুরু তুমি কল্পতরু পূরাও মনের আশা। পূরাইবে আশা পাইয়ে ভরসা তাইতো কাননে আসা॥ গুরুর বচন করিয়ে হেলন আইলাম তব ঠাঁই। একুল ওকুল দুকুল গোকুল হাসিবে সে ভয় নাই॥ কুলে দিয়ে কালি লাজে জলাঞ্জলি কলঙ্কের ডালি মাথে। রাজার নন্দিনী রাধা বিনোদিনী দাঁড়াইল

এই পথে ।। শ্রীরাধিকা কয় শুন দয়াময় তুমি জগতের পতি। তোমারে ভজিলে এব্রজ মণ্ডলে সেই সে হইবে সতী ।। বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত কমলা সেবিত চরণেতে দেহ স্থান। অধর অমৃত দিয়ে কর হিত যুড়াকু তাপিত প্রাণ ।। নীল শতদল রূপ সুবিমল খঞ্জন জিনি নয়ন। অলকা আবৃত শ্রীমুখ শোভিত দেখে না চলে চরণ। পশু পক্ষী সব হইল নীরব দেখিয়ে তোমার রূপ। কামিনী কিরূপে বাঁচিবে এরূপে একি রঙ্গ অপরূপ ।। বস্ত্র অভরণ করেছ হরণ সে কথা কি মনে নাই। কালিন্দীর কূলে কি বলিয়ে ছিলে তাই তোমারে সুধাই ।। পূর্ণিমার নিশি নিকুঞ্জে প্রবেশি তুষিবে কামিনী গণে। তাহা মনে নাই চরাইয়ে গাই বেড়াইয়ে বনে বনে ।। এই সে যামিনী এই সে কামিনী এই সে নিকুঞ্জ বন। সেই সহচরী সেই তুমি হরি কি কথা কহ এখন ।। বিফলে রজনী যায় গুণমণি বলি করিয়ে প্রণতি। দিয়েছিলে বর তুমি হবে বর ভুলেছ ভুবন পতি ॥

রাস প্রকাশ।

হরি কামিনী কাতর বাক্য শুনি। ধরে অঞ্চল চঞ্চল নীলমণি ॥ গোপী পদ্মবনে অলি হৈল হরি। হরি চন্দ্রা মনে গোপিকা চকোরী ॥ কৃষ্ণ কামিনী মণ্ডল মাঝে বসি। যেন কৈরব কাননে নীল শশী ॥ সুখ সাগরে নাগরী কুলমুখী। পিয়ে কৃষ্ণ মুখামৃত হৈল সুখী ॥ কেহ গায় রসাল রসিক মনে। কল কোকিল কূজিত কুঞ্জবনে। কেহ চন্দন দেয় নীল শরীরে। কেহ বাহুপসারি শ্রীঅঙ্গ

পরে॥ উঠে রাস তরঙ্গ কানন মাজে। দেখে রঙ্গ অনঙ্গ লজ্জায় লাজে॥ হরি ধীর সমীর যমুনা তীরে। বংশীনাদ করে যায় ধীরে ধীরে॥ চলে রাস রসিক রসের ভরে। মৃগনাভি সুগন্ধি আমোদ করে॥ গলে শোভিত পুষ্পের হারাবলি। তার মাজে মাজেতে বিরাজে অলি॥ সঙ্গে সঙ্গে চলে গোপ বালা। নব নাগরী সুন্দরী চাঁদমালা॥ কৃষ্ণ আগে পাছে সব সীমন্তিনী। যেন মেঘের সংহতি সৌদামিনী॥ কত কানন ভ্রমণ করে হরি। হৈল দর্প যুক্ত যত গোপ নারী॥ যারে না পায় ধেয়ানে ভূত পতি। সেই জগতের নাথ হৈল পতি॥ হরি দর্পহারি তাহা জানি মনে। অন্তর্দ্ধান করি যান অন্য বনে॥

রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনান্তে গমন।

ধরিয়ে শ্রীমতী রাধার হাত। লুকাইল বনে ভুবন নাথ॥ পলাস পিয়াল রসাল সাল। কুটজ কাঞ্চন শিরীষ তাল॥ সেফালি বকুল তমাল নিম্ব। চম্পক চন্দন কেলি কদম্ব॥ পুন্নাগ সরল ভাণ্ডীর বন। রসের প্রসঙ্গে করে ভ্রমণ॥ ব্রজাঙ্গনা সব হয়ে কাতরা। কৃষ্ণ অন্বেষণ করিছে তারা॥ পাগলিনী প্রায় ভ্রমে কানন। দুঃখে সুখাইল বিধু বদন॥ উঃচ্চস্বরে ডাকে কোথা মুরারি। দেখ আসি মরে ব্রজের নারী॥ আনিলে কাননে বাজায়ে বাঁশী। কোথা গেলে হরি ত্যজিয়ে দাসী॥ কোকিল জিনিয়ে মধুর ভাষা। তরুগণে গোপী করে জিজ্ঞাসা॥ পুন্নাগ পিয়াল

রসাল শাল। দেখেছ এপথে নন্দ দুলাল।। উচ্চশাখা বড় কুসুম আঁকি। কাননে কানাই দেখনাই কি।। দেখেছ তুলসী কোথায় হরি। বল গো তোমার চরণে ধরি।। মল্লিকা মালতী জাতি টগর। তোমরা দেখেছ সে নটবর।। ক্ষিতি করিয়াছ অনেক পুণ্য। তুমি সে জগতে হয়েছ ধন্য।। পাইয়ে কেশব চরণ রেণু। তরু লোমাঞ্চিত তোমার তনু।। এইরূপে গোপী করে ভ্রমণ। নিবিড় নিকুঞ্জ বনোপবন।। ধ্বজাদি চিহ্নিত চরণ চিহ্ন। দেখিল কাননে বিভিন্ন ভিন্ন।। নারী পদচিহ্ন তাহার পাশে। তাহা দেখি এ উহারে ভাষে।। এইপথে সখী গেছে মুরারী। দ্রুত গেলে বুঝি ধরিতে পারি। এই পদচিহ্ন যার সজনী। ধন্য সেই রাধা রাজনন্দিনী।। কালাচাঁদে একা পেয়ে কিশোরী। পিয়ে বিধুসুধা হয়ে চকোরী।। আমাদিগে হরি সাধিয়ে বাদ। পূরালে রাধার মনের মনের সাধ।। বসেছিল এই তরুর তলে। বনমালা গেঁথে দিয়াছে গলে।। পড়ে আছে তার ফুলের বৃন্ত। হায় কোথা গেল কমলাকান্ত।। এইস্থানে বুঝি করেছে কেলি। ছিন্ন ভিন্ন লতা পড়েছে হেলি।। পড়েছে গলার মালার ফুল। দেখিয়ে গোপিকা হল আকুল। রাধা রসবতী ভাবেন মনে। আমি ধন্যা মান্যা এ বৃন্দাবনে।। অন্য গোপনারী ত্যজি গোবিন্দ। আমারে লইয়ে করে আনন্দ।। ইহাতে গৌরব বাড়িল অতি। কৃষ্ণের নিকটে কহে শ্রীমতী।। আর না কাননে চলিতে পারি। স্কন্ধে করি লহ ওহে মুরারি।। দর্পহারি হরি দর্প দেখিয়ে।

অন্তর্হিত হল রাধা ত্যজিয়ে ॥ চারি দিকে চাহে কমল-মুখী। নাহি দেখে সেই কমল আঁখি ॥ বাণে বিদ্ধ যেন পড়ে কুরঙ্গী। যেন মণিহারা হল ভুজঙ্গী ॥ খঞ্জন নয়নে পড়িল ধারা। পুনঃপুন পড়ে পাগলী পারা ॥ বলে কোথা গেলে ভুবন পতি। কাননে ত্যজিয়ে নব যুবতী ॥ গোপীগণ সবে গিয়ে তথায়। দেখিল রাধিকা পড়ি ধুলায় ॥ শিরে ঘন হানে করাঘাত। ললিতা তুলিল ধরিয়ে হাত ॥ রাধা বলে সখী আমরি মরি। এই ছিল গেল কোথায় হরি ॥ সখী বলে ফিরি সেই লাগিয়ে। কোথা পাব সে চিকন কালিয়ে ॥ চল যাই সই যমুনা কুলে। আর কি করিব গিয়ে গোকুলে ॥

কৃষ্ণ বিচ্ছেদে গোপীদিগের উক্তি।

কালিন্দীর কুলে গিয়ে সবে মিলে কোথা কৃষ্ণ বলে নয়নের জলে ভাসে অবলা। হে ব্রজমোহন দিয়ে দরশন গোপীর জীবন রাখ হে এখন চিকন কালা ॥ আছে এই বিধি লিখিয়াছে বিধি তোমারে আরাধি অপার জলধি হয় হে পার। ওহে গুণরাশি কাননে প্রবেশি বাজাইয়ে বাঁশী আনি নিজ দাসী বধ তোমার ॥ তব যে চরণ করিয়ে স্মরণ ভব বিমোচন হয় সাধুজন শুনি পুরাণে। ব্রজ গোপীগণ সেই শ্রীচরণ লইয়ে শরণ আসিয়ে কানন মজে পরাণে ॥ রাজার বালিকা কাঞ্চন কলিকা শ্রীমতী রাধিকা পুজিল কালিকা তোমার তরে। জগত জননী নগেন্দ্র ন-

ঙ্গিনী দেবী কাত্যায়নি দিয়ে নীলমণি লইলে হরে॥ ওহে কালাচাঁদ গগনের চাঁদ সাধিলে বিবাদ বিষম বিষাদ ঘটালে বনে। শুন ওহে বঁধু ব্রজকুলবধূ না পাইল মধু প্রতি পদ বিধু হইলে কেনে। হে বংশীবদন গিরি গোবর্দ্ধন করেছ ধারণ গোপীর বচন এত কি ভারি। একে গোপ বালা তাহাতে অবলা সহজে সরলা হবে এত জালা বুঝিতে নারি॥ ওহে নীলকায় ধরি তব পায় ব্রজ গোপিকায় রাখ এই দায় এস মুরারি। বনে দাবানলে-তুমি বাঁচাইলে যমুনার জলে পার করেছিলে হয়ে কা-ণ্ডারী॥ জনক ভবন গিয়ে শরাসন করিয়ে ভঞ্জন লয়ে ছিলে মন সীতা দেবীর। দিয়ে সিন্ধু পার রাবণ সংহার করিয়ে সীতার করেছ উদ্ধার জানি হে স্থির॥ গৌতমের বন করিয়ে গমন দিয়ে শ্রীচরণ অহল্যা মোচন করেছ শ্যাম। আজি কি বিচারে কানন মাজারে ফেলিয়ে এ ক্ষেত্রে ব্রজগোপিকারে হইলে বাম॥ রসিক সুজন রমণী রঞ্জন বট নারায়ণ কেন হে এমন হইলে ভবে। গোপীর কপাল বুঝি নহে ভাল হে নন্দ দুলাল আর শুভকাল হইবে কবে॥ শ্রীমুখ সময় রাখিলে না রয় ওহে রসময় হইয়ে সদয় এস হে এস। হৃদি সরোবরে সরোজ আকারে পীন পয়োধরে চুচুক কেশরে বস হে বস॥ তোমার বিরহে গোপনারী দহে দুঃখ নাহি সহে জীবন না রহে দেখ হে দেখ। এ নব যুবতী লোটাইয়ে ক্ষিতি করিছে মিনতি দাসীর ভারতী রাখ হে রাখ॥ হে কমলাকান্ত হয়ে গোপীকান্ত হইলে কৃতান্ত আমরা নিতান্ত মরি হে মরি।

পড়েছি বিপদে রাখ নিজ পদে ব্রহ্মার সম্পদে তোমার শ্রীপদে ধরি হে ধরি ॥ হইয়ে প্রবীণ দেখে অতি দীন হইলে কঠিন গোপীর এ দিন যাবে হে যাবে। হইয়ে সরস হইলে নীরস করিলে নিরস তোমার অযশ হবে হে হবে ॥

গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি ।

কামিনী দেখে কাতর উপনীত পীতাম্বর-গলে বনমালা করে বাঁশী। দাঁড়াইল হাসি হাসি মৃদু ভাসি গুণরাশি শালরূপে কানন প্রকাশি ॥ দেখিয়ে চিকন কালা সকলা গোপের বালা মৃত দেহে যেন প্রাণ পেয়ে; নব নব নিতম্বিনী যেন স্থির সৌদামিনী চারি দিকে দাঁড়ায় ঘেরিয়ে ॥ কেহ আসি হাত ধরে কেহ ধরে পীতাম্বরে কেহ ধরে চরণ পঙ্কজে। চন্দন চর্চ্চিত দেহ দ্রুত আসি ধরে কেহ কেহ চুম্বে বদন সরোজে ॥ কেহ পেয়ে মজ্জ হয়ে চরণ নিকটে রয়ে পয়োধরে পদাম্বুজ ধরে। সে রূপ নয়নে দেখি কেহ বা মুদিয়ে আঁখি যোগী যেন ভাবয়ে অন্তরে ॥ ষোল ক্রোশ রাসস্থলি বহু বৃক্ষ লতাবলি শরচ্চন্দ্র মরীচি মণ্ডিত। লয়ে যত ব্রজনারী তার মধ্যে গেলা হরি রতি রসে অতি সুপণ্ডিত ॥ চারি দিকে পারিজাত সেফালি চম্পকসাত ফুটে ফুল আমোদিত গন্ধে। নানা জাতি পক্ষী সব করে চিকি চিকি রব মধুকর বঙ্গে রঙ্গে বন্ধে ॥ রত্ন বেদী সিংহাসন তাহে কুসুম আসন

কুসুম বালিস সারি সারি। তাহে উঠি পীতবাস আরম্ভিল মহারাস লয়ে যত নব নব নারী॥ বহুরূপী বংশীধর হন বহু কলেবর পুরাইতে গোপীর মানস। রাস মহোৎসব রঙ্গে গোপ বনিতার সঙ্গে প্রকাশিল অভিনব রস॥ দুই দুই গোপনারী মধ্যে এক বংশীধারী এই রূপ অনেক হইল। পরস্পর ধরি কর রাস মণ্ডল ভিতর চক্রাকারে নাচিতে লাগিল॥ বলয় নুপুর আর কেয়ুর কিঙ্কিণী হার রত্নমালা কুণ্ডল কঙ্কণ। শব্দ হইল তুমুল ভ্রমে ভ্রান্ত অলিকুল মধ্যমাঝে বাজে ঝন ঝন॥ স্বর্ণলতা সীমন্তিনী কৃষ্ণ মরকত মণি সুশোভিত হল রাসমঞ্চ। স্বর্গ পথে দেবগণ আসি করে দরশন দেখি রঙ্গ হইল লোমাঞ্চ॥ দেখি দেবকন্যাগণ হইল চঞ্চল মন মনমথ বাণে জর জর। দেখিয়ে সে রঙ্গ ভঙ্গ লাজে পলায় অনঙ্গ শশধর কাঁপে থর থর॥ স্বর্গেতে দুন্দুভী বাজে পুষ্প বৃষ্টি বন মাঝে অপ্সর কিন্নরে গীত গায়॥ বলে গোপ কন্যা ধন্যা কৃষ্ণের নিকটে মান্যা কি পুণ্য করেছে হায় হায়॥ গোপী করে উচ্চহাস বিগলিত কেশ পাশ শ্লথ বাস রসের প্রসঙ্গে। কৃষ্ণ বিরাজিত যেন তড়িত জড়িত ঘন কামিনীর সঙ্গে রসরঙ্গে॥ শ্রান্তা গোপিকা সকল চপল হেম কুণ্ডল ঝলমল ললিত কপোলে। গলিত মল্লিকা দাম যেন মুকুতার দাম ঘর্ম্মবিন্দু বদন কমলে॥ পুরায়ে গোপীর আশ মৃদু হাস পীতবাস পীতবাসে মুছাইল মুখ। হরি যারে অনুকূল সেই জগতে অতুল কে বর্ণিতে পারে তার সুখ॥ যুবতী জনের মন তুষিয়ে

শ্রীনারায়ণ, কহে কত মধুর বচন। রাসরঙ্গে দিয়ে ভঙ্গ গোপী সহ সে ত্রিভঙ্গ তথা হতে করিল গমন॥ কৃষ্ণ রাস মহোৎসব কে বর্ণিতে পারে সব ব্যাসদেব যাহাতে সভয়। দ্বিজ বিশ্বনাথ কয় পারিলে উচিত নয় ক্ষমা কর হরি দয়াময়॥

হেমন্ত ও শিশির বর্ণনা।

শুকদেব কন শুন রাজার কুমার। এই রূপে কৃষ্ণ বনে করেন বিহার॥ শরত প্রভাত হল আইল হেমন্ত। জল জলসচর কাক হইল শ্রীমন্ত॥ ফুটিল শিরীষ বক কুমুদ কহ্লার। উথলিল সংসারের সুখ পারাবার॥ অবনী পূরিয়ে শস্য দানা উপভোগ। জগতের লোক সবে হইল নীরোগ॥ রাত্রিমান বৃদ্ধি হল দিনমান হ্রাস। বিরহী জনের মনে লাগিতেছে ত্রাস॥ তইল তপন তুলা তাম্বুল তনয়। ইহাতে নিবারে শীত আর সুখোদয়॥ বৃন্দাবনে আনন্দে বিহরে শ্রীগোবিন্দ। একদিন দেবযাত্রা চলিলেন নন্দ॥ ব্রজভূমে আছে এক অম্বিকা আলয়। তথা উপনীত হল যত গোপ চয়॥ পার্ব্বতী পূজিল দিয়ে কুসুম চন্দন। নানা বিধ নৈবেদ্য করিল নিবেদন॥ অম্বিকা আলয়ে এক শিবলিঙ্গ ছিল। নব বিল্বদলে গোপ তাহাকে পূজিল॥ গোধন কাঞ্চন বস্ত্র করি বিতরণ। কর্ম্ম সাঙ্গ করি সবে করিল ভোজন॥ বেলা হল অবসান রজনী আইল। সরস্বতী

তীরে সবে সয়ন করিল ।। সেই স্থানে ছিল এক ভয়ঙ্কর সর্প। নন্দেরে ধরিল আসি করি বড় দর্প ।। নন্দ ডাকে কোথা কৃষ্ণ কর বিমোচন। অজাগর সর্প মোরে করয়ে ভক্ষণ। নন্দের ক্রন্দন শুনি গোপগণ যত। মসাল জ্বালিয়ে সবে হল উপস্থিত ।। দেখিল বৃহত সর্প ধরেছে নন্দেরে মসাল চাপায়ে দিল সর্পের উপরে ।। তথাপি না যায় সর্প নন্দেরে ছাড়িয়ে ।। সর্পে পদাঘাত করে কৃষ্ণ তথা গিয়ে ॥ শ্রীচরণ স্পর্শ হল সর্পের উপরে। নন্দে ছাড়ি সর্প বিদ্যাধর রূপ ধরে ॥ দিব্যবস্ত্র পরিধান দিব্য অভরণ কৃতাঞ্জলি প্রণমিল কৃষ্ণের চরণ ॥ তাহারে দেখিয়ে হরি করেন জিজ্ঞাসা। কে তুমি কোথায় ধাম কহ সব ভাষা, সর্প ছিলে বিদ্যাধর কি হেতু হইলে। কেন বা আমার পিতা নন্দে ধরেছিলে॥ বিধ্যাধর বলে মোর সুদর্শন নাম বিদ্যাধর জাতি বিদ্যাধর পুরী ধাম॥ অঙ্গিরা ঋষিকে করে ছিনু উপহাস। তাঁর শাপে সর্প রূপে এই স্থানে বাস। তুমি আসি পদাঘাত করিবে আমারে। তাই হরি ধরিয়াছি তোমার পিতারে॥ শ্রীচরণ স্পর্শে মোর হইল শাপান্ত। নিজ ধামে যাই আজ্ঞা কর লক্ষ্মীকান্ত ॥ বিদ্যাধর গেল কৃষ্ণে করিয়ে প্রণাম। কৃষ্ণ সহ গোপগণ গেল নিজ ধাম। গেল সে হেমন্তকাল আইল শিশির। ক্রমে ক্রমে অংশু তেজ হইল মিহীর॥ শীত ভয়ে ভানু বুঝি অগ্নিকোণে যায়। অগ্নি বুঝি শীতভয়ে কোলেতে লুকায়॥ বিভাবরী রহে বুঝি অম্বর না ছাড়ি। দিন ছোট হল শীতে হইয়ে জুকড়ি।। সুশীতল জল হল ভুজঙ্গের প্রায়। পুত্র

কোলে আসে যেন রৌদ্র লাগে গায় ॥ কুটম্বের কটুবাক্য সমান পবন। নির্ধূম অনল যেন কামিনীর স্তন ॥ দিবস হইল যেন বিরহীর তনু। বিভাবরী তাহার নিশ্বাস করে অনু ॥ পতি পত্নী আনন্দিতা আইলে যামিনী। দুই প্রাণ এক তনু পুরুষ রমণী ॥ পায়স পিষ্টক লোকে করয়ে ভোজন। কিবা দিবা বিভাবরী না ছাড়ে বসন ॥ ফুটে গাঁদা শোভাঞ্জন হইল প্রকাশ। কেবল শিশিরে হল কমলের নাশ ॥ নিত্য নিত্য কুজ্ঝটি আইসে নিশা শেষে। অন্ধকারে মৃগ মারে ব্যাধ অনায়াসে ॥ সুখময় এ সময় দেখিয়ে শ্রীহরি। বলরাম সঙ্গে আর সহ ব্রজনারী ॥ রাত্রিকালে বংশী লয়ে কাননে প্রবেশি। মোহন মোহন তানে বাজাইলা বাঁশী ॥ বংশীরবে পশু পক্ষী হইল নীরব। মূর্চ্ছিত হইয়ে পড়ে ব্রজগোপী সব ॥ হেনকালে তথা এক এল যক্ষবর। শঙ্খচূড় নাম তার কুবেরের চর ॥ ব্রজ গোপীগণে যক্ষ ধরে লয়ে যায়। চেতন পাইয়ে গোপী ডাকে পরিত্রায় ॥ নবীন যুবতী তারা পড়িয়ে বিপাকে। কোথা কৃষ্ণ কর ত্রাণ বলি সবে ডাকে ॥ গোপীর রোদন শুনি প্রভু গদাধর। যক্ষের পশ্চাতে ধায় হইয়ে সত্বর ॥ ভয় নাই গোপীগণে বলে বংশীধারী। কৃষ্ণের কথায় হৃষ্ট হল গোপনারী ॥ কালান্তক যম সম দেখিয়ে কৃষ্ণেরে। গোপনারী ত্যজি যক্ষ যায় অতি দূরে ॥ ধেয়ে গিয়ে কৃষ্ণ মুষ্টি মারিল মাথায়। ভাঙ্গে যেন গিরি শৃঙ্গ অশনির ঘায় ॥ শঙ্খচূড় যক্ষেরে বধিয়ে যদুমণি। আনিলেন তাহার মাথার চূড়ামণি ॥ চূড়ামণি বলরামে করিলা অর্পণ।

নিজ নিজ ধামে সবে করিল গমন ॥ বিশ্বনাথ বলে গেল শিশির সময়। আসিছে সবন্তকাল অতি সুখময় ॥

বসন্ত বর্ণন ও দোলযাত্রা।

ঋতুরাজ বসন্ত আইল বৃন্দাবনে। অতি মনোহর শোভা হইল কাননে ॥ পড়িল বৃক্ষের পুরাতন পত্র সব। শাখায় শাখায় হল নবীন পল্লব ॥ ফুটিল মালতী জাতি চম্পক মল্লিকা। মাধবী পলাশ পারিজাত সেফালিকা ॥ বকুল কাঞ্চন বিল্ব শিরীষ অশোক। পুন্নাগ পিয়াল বক কদম্ব বাসক ॥ অলিকুল আকুলিত বকুল মুকুলে ॥ মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমে ফুলে ফুলে ॥ সহকার মঞ্জরী হইল বিকশিত। যাহাতে অলির হয় অধিক পিরীত ॥ গুঞ্জরব করে ভৃঙ্গ সুখে মধু খায়। বিন্দু২ মধু পড়ে তাহার তলায় ॥ ব নিয়ে আম্রের উচ্চ শাখার উপরে। নিরন্তর কুহু কুহু কোকিল কুহরে ॥ ফুটে ফুল শ্বেত রক্ত ধূম্র নীল পীত। কুসুমের গন্ধে দিক হল আমোদিত ॥ মলয় পবন বহে মন্দ মন্দ গতি। পরশেতে শীহরিল যুবক যুবতী ॥ সময় পাইয়ে স্মর হয় মূর্ত্তিমান। আর কতক্ষণ রহে মানিনীর মান ॥ শৃঙ্গার রসেতে রত পুরুষ রমণী। শোকের সাগরে ভাসে চির বিরহিণী ॥ অমর কিন্নর নর বানর চকোর। প্রিয়ামুখ চুম্বে সবে হয়ে ভাবে ভোর ॥ উনমত্ত মৃগ মৃগী তুরগ তুরগী। বিহগ বিহগী আর ভুজগ ভুজগী। একদিন ধেনুপাল চরায় কানাই। শ্রীদাম সুদাম আর সুবল বলাই ॥

বনমাঝে বনমালী বাজায় বাশরী। শুনিয়ে বংশীর গান কহিছে কিশোরী॥ ওই বনে বাজে বাঁশী চল সখী যাই। শুনির বংশীর গান দেখিব কানাই॥ সে রূপ নয়নে সখী লাগিয়াছে যার। ডুবেছে সে কাল নীরে ভুলেছে সাঁতার॥ অতি অপরূপ রূপ নয়নে না ধরে। সরল পাচনী করে মুরলী অধরে॥ চুলে মল্লাইল চূল বেড়া বন ফুলে॥ হয়েছি বাঁশীর দাসী কি কাজ একুলে॥ চল চল সখী মন হয়েছে চঞ্চল। গিয়েছে না যাবে কুল বিলম্বে কি ফল॥ না পারি সজনী আর রহিতে ভবনে। উড়ু২ করে প্রাণ মন ধায় বনে। শ্রীরাধার কথা শুনি সহচরী বলে। দেখিতে মুরলীধারী যাইবে কি ছলে॥ কিশোরী বলিছে শুন ওগো সহচরি। আমরা যাইব গোঠে লইয়ে বাছুরি॥ সাজ সাজ সখি সবে যাইব কাননে। গোচারণে গিয়ে দেখি সে বংশী বদনে॥ সাজিল গোপের বালা লইয়ে পাচনী। বাছুরী লইয়ে যায় নব নিতম্বিনী॥ ললিতা বিশাখা রঙ্গ-দেবী সুলোচনা। শশিমুখী শকুন্তলা সরজবদনা॥ কমলা কমলকলি কাদম্বিনী উমা। শ্যামা রমা নিরুপমা বামা মনোরমা॥ মধ্যভাগে চন্দ্রাবলী শ্রীমতী রাধিকা। তা-হার মধ্যেতে বৃন্দাদুতী বয়োধিকা॥ দ্রুতগতি চলিতে নূপুর বাজে পায়। কেহ বলে দাঁড়া সখি কেহ বলে আয়॥ চলিতে শ্রীমতী যেন তড়িত প্রকাশে। বিনোদ সোণার ঝাঁপা দোলে দুই পাশে। বিনোদ গমনে বিনোদিনী সারি সারি। বৎস্য লয়ে বনে উপনীত গোপ নারী॥ যেই বনে বনমালী গোধন চরায়॥ বলায়ের ভয়ে গোপী নিকটে

না যায়।। রহিল তাহার পাশে নিকুঞ্জ কাননে। গীত বাদ্য কোলাহল করে গোপীগণে।। বনফুল মালা গেঁথে পরিছে গলায়। সখী সঙ্গে কমলিনী আবীর খেলায়।। কোলাহল শুনি কৃষ্ণ কহে শ্রীদামেরে। দেখে এস শ্রীদাম কি বনের ভিতরে॥ শ্রীদাম যাইয়ে দেখে ব্রজগোপী সব। আবীর খেলিছে বনে মহামহোৎসব॥ শ্রীদামেরে দেখি গোপী ধাইয়ে ধরিল। সবে মেলি পঞ্চবর্ণ দিয়ে সাজাইল॥ পিচকিরী কুঙ্কুম মারিল গোপীগণ। লাগিল আবীর অঙ্গে ভিজিল বসন॥ শ্রীদাম আসিয়ে বলে কৃষ্ণের নিকটে। তোমার কথায় পড়ে ছিলাম সঙ্কটে।। গোপীগণ চোরারণ করে উপবনে। করেছে অবস্থা যত দেখ বিদ্যমানে।। শ্রীদামের কথা শুনি যায় বংশীধারী। যেই বনে গোচরণ করে গোপনারী।। কৃষ্ণেরে দেখিয়ে রাধা বিশাখা ললিতা। চন্দ্রাবলী আদি গোপী হল পুলকিতা।। চারিদিকে দাঁড়াইল যত ব্রজনারী। শ্রীঅঙ্গে আবীর দেয় মারে পিচকারী।। চুয়াই চন্দন দিয়ে মারিল কুঙ্কুম। যন্ত্র বাজাইয়ে সবে করে মহাধুম।। কালঅঙ্গে রাঙ্গাগুড়া কিবা সুপ্রকাশে। কালিন্দী সলিলে যেন শতদল ভাসে।। ব্যস্ত হয়ে বনমালী আবীর লইয়ে। শ্রীরাধার অঙ্গে দেয় অঞ্জলি পূরিয়ে॥ ললিতার অঙ্গে দেয় অঞ্জলি অঞ্জলি। বিশাখার মুখে দিল ধরিয়ে কাঁচলি।। মারিল কুঙ্কুম রঙ্গ দেবীর কপালে। আর দুই কুঙ্কুম মারিল দুই গালে॥ শশিমুখী মারে তিন কুঙ্কুম কৃষ্ণেরে না লাগে কৃষ্ণের অঙ্গে হাত দিয়ে ধরে॥ কৃষ্ণের কুঙ্কুমে

পরাইল শশিমুখী। কৃষ্ণের পশ্চাতে রহে রাধা বিধুমুখী॥ এক মুষ্টি ফাগু দিল কৃষ্ণের বদনে। বদনে পশিয়ে ফাগু লাগিল নয়নে॥ গোলাপের পিচকিরী মারে চন্দ্রাবলী। তাহাতে নয়ন প্রকাশিল বনমালী॥ রাধিকার সঙ্গে হরি খেলায় আবীর। দোঁহার খেলায় দোঁহে হইল অস্থির॥ বৃন্দাদূতী আসি উভয়ের কাছে রহে। উভয়ের খেলাতে সে উভয়ে নিবারে॥ করেছিল দোল এক কুঞ্জের ভিতর। তাতে বসাইল দুজা রাধা মুরহর॥ গোপী রাধা গোবিন্দ দোলায় বসিয়াছে। কাঞ্চন পাঁতি যেন নীলকান্ত মাঝে॥ চারিদিকে গোপীগণ নাচিয়ে বেড়ায়। মৃদঙ্গ বাজায় আর আবীর উড়ায়॥ কুঙ্কুম আবীর খেলা হইল বৃন্দাবনে। আবীরের গুড়া উড়ে লাগিল গগনে॥ রক্তবর্ণ হল বনে পত্র পুষ্প ফল। বৃক্ষ গুল্ম লতা আর যমুনার জল॥ রাধিকার সঙ্গে বঙ্গে মঞ্চে দোলে হরি। আলাপে বসন্ত রাগ গোপী গায় হরি॥ পাইয়ে কেশবে সবে হয়ে পুলোকিত। প্রেমানন্দে মুগ্ধ হয়ে হইল মোহিত॥ সাঙ্গ হইল রসে সবে করিল গমন। ধেনু লয়ে কৃষ্ণ গেল সঙ্গে শিশুগণ॥ সংক্ষেপ সংগীত-কৃষ্ণকেলি কল্পলতা। বসন্ত প্রসঙ্গ বিশ্বনাথ বিরচিতা॥

মানভঙ্গ উপক্রম

এক দিন দূতী যায় যমুনার জলে। দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ কেলি কদম্বের তলে॥ চারি দিকে চায় বৃন্দা কক্ষেতে গাগরী। সঙ্কেত করিয়ে তারে ডাকে বংশীধারী॥ যাইয়ে নিকটে দূতী করিল প্রণাম। ধরিয়ে বৃন্দার হাত কহিছেন শ্যাম। শুন দূতি রাখ আজি আমার বচন। যারেক রাধার কাছে করহ গমন॥ বল গিয়ে এই কথা তুষিয়ে বচনে। আসিবে তোমার হরি নিকুঞ্জ কাননে॥ অগ্রেতে নিকুঞ্জে গিয়ে শ্রীমতী রহিবে। বলি পাছে শ্রীরাধার সঙ্গে তুমি যাবে॥ বৃন্দা বলে আজি ভাল রাধার অদৃষ্ট। নিকুঞ্জে যাইতে তুমি আপনি সচেষ্ট॥ গিয়ে শ্রীমতীর কাছে কহিব সকল। এ কথা শুনিলে রাধা হইবে চঞ্চল॥ ভয় করি তোমার যে লম্পট স্বভাব। বোঝা নাহি যায় হরি কখন কি ভাব॥ শ্রীমতীরে লয়ে যাব সঙ্কেত কাননে। লজ্জা না পাইতে হয় এই করো মনে॥ প্রণাম করিয়ে দূতী করিল গমন। শ্রীমতীর কাছে গিয়ে কহিছে তখন॥ শুভ সমাচার শুন রাজার দুলালি। আজি কুঞ্জে যাইবে তোমার বনমালী॥ তোমারে লইয়ে যেতে বলেছে আমারে। হাত ধরি মিনতি করিয়ে [illegible]রে২॥ শুনিয়ে দূতীর কথা চঞ্চলা শ্রীমতী। কি বলিলে বল বল ওগো বৃন্দা-দূতি॥ আসিবেন শ্যাম কুঞ্জে এ কি চমৎকার। সত্য মিথ্যা যা হউক বল আর বার॥ কখন যাইবে কুঞ্জে আমারে

সইতে, কতক্ষণে কালাচাঁদ দেখিব গো গিয়ে ॥ বৃন্দা বলে রাত্রিকালে লয়ে যাব বনে। সঙ্কেত থাক রাধা যাই এইক্ষণে ॥ নিজ ধামে গেল দূতী হলে কুতূহলী। হেনকালে দাঁড়ায়ে শুনিল চন্দ্রাবলী ॥ রাধা ভাবে মানিনী আসিবে কতক্ষণে। আগে গেল চন্দ্রাবলী নিকুঞ্জ কাননে ॥ আইল রজনী রাধা করিল গমন। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে চলে সহচরীগণ ॥ সখী নিল তাম্বুল চন্দন পুষ্পমালা। দ্রুতগতি কাননে প্রবেশে গোপবালা ॥ কৃষ্ণ প্রেমানন্দে রাধা হইল আকুল। সখী বলে সুন্দরি সাজিয়ে দিব চুল ॥ ধীরে ধীরে চল ওগো রাধার কুমারি। দ্রুত গেলে শ্রমজলে ঘামিবে কিশোরি ॥ অধরে কাঁপাইও মুখ শুন বিনোদিনি। চকোর মধাংশু ভ্রমে আসিবে এখনি। অথবা কমল ভ্রমে আসিবে ভ্রমর। মধুলোভে অলিকুল দংশিবে অধর ॥ বলিতে বলিতে রাধা কুঞ্জে উপনীত। প্রিয় সহচরী আর দূতীর সহিত ॥ চন্দ্রাবলী বসি আছে আপনার কুঞ্জে। সেই পথে যান কৃষ্ণ সতিনির পুঞ্জে ॥ নূপুরের ধ্বনি শুনি চন্দ্রাবলী ধায়। কুঞ্জের বাহিরে কৃষ্ণে দেখিবারে পায় ॥ আগে গিয়ে বলে হাতে আগুলিয়ে পথ। পূরাইতে যাও হরি কার মনোরথ ॥ আমার নিকুঞ্জে আজি রহ বংশীধারি। পেয়েছি ভাগ্যের ফলে ছেড়ে দিতে নারি ॥ কৃষ্ণ কন আজি গোঠে গিয়াছিল গাই। কত গুলি এসেছে সকল আসে নাই ॥ গোঠেতে যাইব আমি ধেনু অন্বেষণে। আগে অন্বেষণ করি নিকুঞ্জ কাননে ॥ বদন ধরিয়ে তবে চন্দ্রাবলী কয়। রমণী ভুলানো এ গোঠের

বেশ নয় ।। হাতে ধরি লয়ে চন্দ্রাবলী গেল কুঞ্জে । পদ্মিনী পাইয়ে অলি সুখে মধু ভুঞ্জে ॥ আপনার কুঞ্জে রাধা সখীগণ সনে । কেন না আইল হরি ভাবে মনে মনে ।। ক্রমে ক্রমে বিভাবরী হইল গভীরা । চঞ্চলা হরিণী প্রায় হইল অস্থিরা ।। ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে করে হায় হায় । কুঞ্জের বাহিরে গিয়ে চন্দ্রপানে চায় ।। বৃন্দারে ডাকিয়ে বলে ওগো বৃন্দাদুতি । না আইল কৃষ্ণ কুঞ্জে কি হইবে গতি ।। তোমার কথায় আসি নিকুঞ্জ কাননে । কেবল হইল ক্লেশ নিশি জাগরণে।। জানি সে লম্পট অতি গেল কার কুঞ্জে । কোন রসবতী তারে পেয়ে সুখ ভুঞ্জে ।। বৃথা হল বেশ ভূষা তাম্বূল চন্দন । মালতীর মালা আর নিশি জাগরণ । সখী সব সঙ্গে এল বৃথায় তোমার । পথশ্রম মনঃভ্রম এই হল সার ।। তাম্বূল চন্দন আর মালতীর মালা । কি কাজ ইহাতে যদি না আইল কালা ।। এসকল লয়ে তুমি যাও গো ললিতে । শীঘ্রগতি ফেলে দেও দুতীর বাড়ীতে । দুতী বলে উতলা হইলে কি হইবে । ধৈর্য্য ধর কালাচাঁদ এখনি আসিবে ।। কৃষ্ণের বচন কভু না হবে অন্যথা । এখন রজনী আছে খেদ কর বৃথা ।। ব্যস্ত হয়ে দুতী করে পথ নিরীক্ষণ । নিশি শেষে মন্দ মন্দ বহে সমীরণ ।। তাহাতে পড়য়ে পত্র পট পট রব । দুতী কহে ওই বুঝি আইসে মাধব ।। কহিতে কহিতে হয় নিশি অবসান । তমালের শাখায় কোকিল করে গান ।। কোকিলের শব্দে শীহরিল কালাচাঁদ । জানিল রজনী নাই ঘটিল প্রমাদ ।। হইল চঞ্চল আঁখি ভাবে মনে মনে । এখন রাধার কুঞ্জে

যাইব কেমনে ।। অকারণ প্রভাতে যাইলে কি হইবে। রাধা কি কহিবে আর দূতী কি কহিবে ।। চন্দ্রাবলী কহে হরি একি দেখি রঙ্গ । হইলে চঞ্চল যেন পিঞ্জর বিহঙ্গ ।। কার সঙ্গে ছিল বুঝি সঙ্কেত বচন । রজনী প্রভাতে তাই ভাবিছ এখন ।। হরি কন বৃন্দার সহিত ছিল কথা । রাধিকা যাইবে কুঞ্জে আমি যাব তথা । চন্দ্রাবলী হেসে কহে তবে যাও কৃষ্ণ । এ সময় গেলে রাধা হইবে সন্তুষ্ট ।। কৃষ্ণ কন নাহি জানি কি হইবে গেলে । যেতে হল হয় হবে যা আছে কপালে ।। চন্দ্রাবলী বলে ধরি হরির চরণে । এই করো মাধব দাসীরে রেখ মনে ।। উঠিলেন হরি অতি হইয়ে চঞ্চল । চন্দ্রাবলীবস্ত্র তাঁর হইল বদল ।। চলিতে চলিতে পথে যায় বনমালী । নিজালয়ে গমন করিল চন্দ্রাবলী ।। কৃতাঞ্জলি হইয়ে করিয়ে প্রণিপাত । কিঙ্করে করুণা কর বলে বিশ্বনাথ ।।

কুঞ্জের বাহিরে সরোবর তীরে বসি যত কুলবালা। গেল নিশি গেল তবু না আইল কেমন কঠিন কালা ।। হেথায় কিশোরী সহ সহচরী ভাবিয়ে মন আকুল । এমন সময়ে অরুণ উদয়ে ফুটিছে কমল ফুল ।। সরোবর নীরে প্রভাত সমীরে কম্পিত কমল কলি। আগে যোড়করে গুঞ্জরিয়ে ফেরে বসিতে না পায় অলি ।। দেখিয়ে শ্রীমতী কহে ওগো দূতি দেখ সরোবরে রঙ্গ । হইয়ে মানিনী কাঁপে কমলিনী বসিতে না পায় ভৃঙ্গ ।। করি যোড়কর ভ্রমে মধুকর সাধে পদ্মিনীর মান । গুনগুন স্বরে কত স্তুতি করে তথাপি না দেয় স্থান ।। নিশি জাগরণ করিল

যে জন কুমুদিনীর সহিত। লেগেছে পরাগ দেখেছে সে দাগ তারে ছোঁয়া অনুচিত।। যদি আসে হরি ওগো সহচরি এমনি করিব তারে। নহে প্রিয়জন নাহি প্রয়োজন যেজন জ্বালায় মোরে।। বাঁকা যোড়া ভুরু লম্পটের গুরু কুটিল তাহার মন। কুটিল নয়ন কুটিল চরণ কুটিল অঙ্গ ভুষণ।। রূপ যার কাল সে কি হয় ভাল বিশেষে রাখাল জাতি। বিরহে মরিব তবু না হেরিব কাল কাল রূপ দুতি।। কাল পিকবর কাল মধুকর কুঞ্জের বাহির কর। কাল সখীগণ কর নিবারণ নিকটে না আসে আর।। কালিন্দীর জল নীল শতদল না দেখিব সহচরি। একাল কুন্তল করিব পিঙ্গল তইল রহিত করি।। এমন সময় হরি রসময় আসিছে সেই কাননে। টল টল অঙ্গ দেখিছে সে রঙ্গ যত সহচরী গণে।। অরুণ বরণ হয়েছে নয়ন রজনীর জাগরণে। আঁখি মুদে ঘুমে ঢলে পড়ে ভুমে চমকিত ক্ষণে ক্ষণে।। চলিতে চরণ না চলে তখন থাকে থমকে থমকে। কভু স্রুত যায় নুপুর তাহায় বাজে ঝমকে ঝমকে॥ ললাট ফলকে গলিত অলকে শ্রম জল বিন্দু বিন্দু। খসিছে বসন লোহিত দশন শুকায়েছে মুখইন্দু।। অঙ্গে নাহি রঙ্গ অধরে কাজল নয়নে তাম্বুল রাগ। কপোলে কর্ব্বুর বদনে সিন্দুর অঙ্গে কঙ্কণের দাগ।। দেখি সহচরী কহে ওগো কিশোরি ওই এলো কালাচাঁদ। মনের মানসে থাকিবে সন্তোষে কেন করিছ বিষাদ।। সখীর কথায় চারিদিগে চায় যেন চঞ্চলা হরিণী। নুপুরের ধ্বনি শুনিয়ে তখনি হইল রাধা মানিনী।। সত্বরে রূপসী নিকুঞ্জে

প্রবেশি অধোমুখী হয়ে রয়। হরি হাসি হাসি সেই স্থানে আসি দূতীর নিকটে কয় ।। ওগো বৃন্দা তুমি কোথায় শ্রীমতী কি প্রকারে আছে বল। নিদ্রাগত ধনী কিম্বা অভিমানী যাই দেখি গিয়ে চল ।। শুনি বৃন্দা বলে প্রভাতে আইলে রজনী পোহালে কোথা। দিন কি রজনী দেখ গুণমণি এখন আইলে বৃথা ।। নারীর বসন পরেছ এখন ছিছি লাজ নাহি চিতে। অঞ্জন বদনে তাম্বুল নয়নে সিন্দুর বাহু মুলেতে ।। বুঝি চন্দ্রাবলী পেয়ে কুতুহলী ভুলেছিলে সেই রসে ।। জ্বলন্ত অনলে ঘৃত দিতে এলে দেখা দিয়ে এই বেশে ।। দেখিলে এ দাগ আরো হবে রাগ একে রাধা অভিমানী। রাজার নন্দিনী জেগেছে রজনী গেলে না কহিবে বাণী ॥ তোমার এ হাসি পিয়ূষের রাশি আজি ভাল লাগিবে না। আদরিয়ে নাম ঘুচাওনা শ্যাম তাই যেতে করি মানা ।। আর সখীগণ করে নিবারণ রাধার নিকটে যেতে। হরি কহে যাই যা করুক রাই হবে যা আছে ভাগ্যেতে ।। ধরি দুটি হাত কহে ব্রজনাথ বৃন্দা দূতীর নিকটে। দূতি যাও তথা বলি দুটা কথা রাখ তুমি এ সঙ্কটে ।। বৃন্দা বলে যাই কিন্তু ভয় পাই পাছে করে তব নিন্দা। হরি নিন্দা কাণে শুনিব কেমনে আমি তব দাসী বৃন্দা ॥ বৃন্দা ধীরে ধীরে কুঞ্জের দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে গো রাই। দেখ গিয়ে রাধে তোমারে আরাধে বাহিরে তব কানাই ॥ শুনিয়ে শ্রীমতী বলে ওগো দূতী আসিতে দিও না কুঞ্জে। লম্পট নিলাজ এখানে কি কাজ থাকু যথা সুখ ভুঞ্জে ॥ দূতী গিয়ে বলে যাও

বিনোদিনী ৷৷ কৃষ্ণ হতে মান বড় এই কি বুঝেছ দড় আপনারে কি ভাব আপনি ৷৷ মানে মজিয়ে মানিনী ত্যজেছ নাগরমণি নিকুঞ্জের বাহির করেছ। আপনার করি হানি করেছ মান মানিনি আপন বঁধুরে কাঁদায়েছ ৷৷ কৃষ্ণে করি অপমান রেখেছ আপন মান ধিক ধিক তোমার এ মানে। রাখিলে কৃষ্ণের মান বাড়িত তোমার মান জগতে মানিবে সার মানে ৷৷ বিধুমুখি তোল মুখ নিরখি মানের মুখ এত মান করা ভাল নয়। কুশলে থাকুক বাঁশী মিলিবে অনেক দাসী যারে হরি হইবে সদয় ৷৷ শুনিয়ে সখীর বাণী বলে রাধা বিভঙ্গিনী আমি কর্ম্ম করি নাই ভাল। তোরা সব সখী ছিলি কেন নাহি ফিরাইলি যেমন সুহৃদ জানা গেল ॥ এ নহে বাদের মান সাধে করেছি গো মান বাড়াইতে প্রেমের মহিমা। কে আগে এমন জানে প্রমাদ ঘটিবে মানে নাশিলাম আপন গরিমা ॥ মানে আর নাহি কাজ মানের মাথায় বাজ রসরাজ কোথা গেল সখি। না দেখিয়ে পীতাম্বরে চিত্ত না ধৈরজ ধরে এনে দেগো সে কমল আঁখি ॥ শুনিয়ে ললিতা বলে সে যখন পদতলে পড়েছিল কহিলে না কথা। আদরেতে এসেছিল অনাদরে ফিরে গেল এখন তাহারে পাব কোথা ৷৷ যমুনার উপবন কুঞ্জ গিরি গোবর্দ্ধন যদি পাই করি অন্বেষণ। আগে গিয়ে যোড় করে সাধিব তোমার তরে তার ধরি শ্রীচরণ ৷৷ আশ্বাসিয়ে শ্রীরাধায় কৃষ্ণ অন্বেষণে যায় দূতী সঙ্গে ললিতা বিশাখা। নিকুঞ্জের উপবন যেখানে বংশীবদন হাসিতে হাসিতে দিল দেখা ৷৷ দূতী

বলে শ্যামরায় কিশোরী তোমারে চায় কিন্তু এক কথা বলি শুন। যাইলে এমন বেশে না জানি কি হবে শেষে যদি রাধা মান করে পুন॥ আমি যা বলি তা কর বিদেশিনী বেশ ধর বীণা কর আপন মুরলী। রাধা নাম করি গান নিকুঞ্জে কর পয়ান দেখি রাধা হবে কুতুহলী॥ কৃষ্ণ কন তবে দূতি সবে মেলি শীঘ্রগতি বিদেশিনী দাও সাজাইয়ে। সখীরা সবে তখনি সাজাইল বিদেশিনী নিজ নিজ অভরণ দিয়ে॥ দ্বিজ বিশ্বনাথ কয় এবড় আশ্চর্য্য নয় নিজ রূপ ব্রহ্মাণ্ড যাহার। আগম পুরাণে কয় চরাচর বিষ্ণু ময় বিদেশিনী সাজিতে কি ভার॥

শ্রীকৃষ্ণের বিদেশিনী রূপ ধারণ।

ভুবনমনোহর নটবর সুন্দর সাজিল রমণী বেশে। বকুল কুসুম নবমল্লিকামণ্ডিত সুরচিত কবরী কেশে॥ খঞ্জন গঞ্জন নয়নে অঞ্জন গজমতি শোভিত নাসা। জিনি শশিমণ্ডল যেন মুখ মণ্ডল কুণ্ডল শ্রুতিযুগ ভাসা॥ বিদলিত মৃগমদ লতিকা কম্পিত লম্বিত ললিত কপালে। অবিকল শারদ চন্দ্র বিশারদ তিলক সুশোভিত ভালে॥ কম্পিত কুঁচপরি কাঁচলি তদুপরি মালতি কুসুম দোলায়। গলে গজমুক্তা হীরক যুক্তা কণ্ঠে মণিময় মালা॥ সাজতই মাধব মুগ্ধকর পরল কঙ্কণ কণক কেয়ূরে। মাণিক অঙ্গুরি অতুল নিন্দা করি চলতহি দামিনি দূরে॥ কটিতটে কিঙ্কিণী বাজে কিনি কিনি সুন্দর অম্বর সাজে।

চরণ সরোজে নূপুর গরজে পলাইল অলিকুল লাজে ॥
মণিময় ঝলক কণকের চম্পাক বিলোলিত কবরী পাশে।
চলিতে চঞ্চল অঞ্চল ঝল মল জলধরে তড়িত প্রকাশে॥

বিদেশিনীর রাধিকার নিকটে গমন।

জয় জয় রাধে বলিয়ে আরাধে বীণা হইল বাঁশী।
তাল মান লয় মূর্চ্ছনা মূর্চ্ছিত গায়তি তান প্রকাশি ॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ চিহ্নিত বাম চরণ দিল আগে। রমণী
লাগিয়ে রমণী সাজিয়ে চলিল প্রেমানুরাগে॥ কুঞ্জ
নিকটে গিয়ে বীণা পূরিয়ে মন্দ মন্দ গতি যায়ে। মা-
নিনী রাধা কৃতাপরাধা সুতান শুনিতে পায়ে॥ তথায়
সহচরী আইল ত্বরা করি দেখিতে রাধার রঙ্গ। দেখিল
রাধা শুনিয়ে বীণা ধ্বনি থর থর কাঁপিছে অঙ্গ ॥
জাগে অনঙ্গ মনে মান ভঙ্গ বলে রাই একি শুনি বীণা।
বলে জয় রাধে কে কারে আরাধে দেখ দূতি তুমিতো
প্রবীণা ॥

বিদেশিনীর সহিত শ্রীরাধার মিলন।

বীণা রব শুনি সুধামুখী, বলে একি শুনি আগো সখী।
শুনিয়ে মধুর তান দেহেতে না রহে প্রাণ কে বাজায়
বীণা দেখ দেখি॥ একে মরি আপন বিষাদে, বলে জয়
রাধে জয় রাধে॥ কৃষ্ণের মুরলী তান রাধা নাম করে গান
এ আবার কে কারে আরাধে॥ শুনি সব সখীগণ ধায়,

শ্যামা বামা দেখিবারে পায়। তুমি কে বট আপনি একাকিনী বীণাপাণি বৃন্দা দূতি জিজ্ঞাসে তাহায়॥ কৃষ্ণ কন আমি বিদেশিনী, এদেশে এসেছি একাকিনী॥ আপনার মনোদুখে রাধা নাম করি মুখে নিজ পতি কখন না চিনি॥ শুনি এক সখী ধেয়ে যায়, নিবেদন করে শ্রীরাধায়। কখন নাহিক চিনি এল এক বিদেশিনী রাধা নাম কথায় কথায়॥ অপরূপ রূপ সে শ্যামাঙ্গী, সুচঞ্চল নয়নের ভঙ্গী। দেখিয়ে কুরঙ্গ সনে প্রগাঢ় নিবিড় বনে পলাইল লাজেতে কুরঙ্গী॥ রাধা বলে বল সেবা কই, আন তারে পাতাইব সই। সে যেমন বিদেশিনী আমি কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী মিলিয়াছে ভালই ভালই॥ সখী গিয়ে বলে বিদেশিনি, ডাকে তোরে কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী। শুনি বিদেশিনী যায় মুখে রাধা নাম গায় উপনীত যথা কমলিনী॥ বিদেশিনী দেখিয়ে শ্রীমতী, জিজ্ঞাসেন কোথায় বসতি। কি নাম কাহার নারী এ বনে কি মনে করি একাকিনী নবীনা যুবতী॥ কৃষ্ণ কন পিতা মাতা নাই, বসতি আমার সর্ব্ব ঠাই। নাহি বাড়ী নাহি ঘর নাহি বন্ধু নাহি পর যে ডাকে তাহার কাছে যাই॥ পতি কভু না দেখি নয়নে, তাই ভ্রমি কাননে কাননে। মনোদুখ নিবারিতে শুনি পুরাণ সংহিতে আর থাকি তুলসীর বনে॥ শ্রীরাধিকা কহিছে তখন, রাধা নাম কর কি কারণ। জিজ্ঞাসি তোমার কাছে আর কেবা রাধা আছে আমি রাধা বিদিত ভুবন॥ কহে বিদেশিনী সুলোচনা, আমি রাধা মন্ত্রে উপাসনা। বৃন্দাবনে তুমি রাধা আর কেবা আছে রাধা কে জানে তাহার বিবেচনা॥

বিদেশিনীর সহিত রাধার কথোপকথন

রাধা বলে এস বস বিদেশিনী সই। বসিয়ে তোমার সনে দুটা কথা কই।। আমার জীবন নাথ তোমারি আকার। তোমার ভুরুর মত যোড়া ভুরু তাঁর॥ বরণ বদন আর মধুর বচন। অবিকল সে সকল নয়ন শ্রবণ।। আজানু লম্বিত বাহু পক্কবিম্বাধরা।। জ্ঞান হয় তোমারে তাঁহার সহোদরা।। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নাম মোহন মুরতি। আজি হইয়াছি তাঁর বিচ্ছেদের ব্রতী॥ তোমারে দেখিয়ে কিছু দুঃখ দূরে গেল। এই রূপে বহু কথা শ্রীমতী কহিল॥ হেন কালে বৃন্দাদুতী আইল তথায়। দেখিয়ে সে বিদেশিনী জিজ্ঞাসে রাধায়॥ সাজায়েছে বিদেশিনী যত সখীগণে। তথাপি জিজ্ঞাসে যেন কিছুই না জানে॥ কাল সখী কোথায় পাইলে কমলিনি। অপরূপ রূপ দেখি নবীনা কামিনী॥ রাই বলে বিবেকে হয়েছে উদাশিনী। মিলেছে সময় গুণে যেমন আপনি॥ দূতী বলে যার জন্যে করেছ বিবাদ। জ্ঞান হয় নারী নয় সেই কালাচাঁদ॥ মনে অনুমানি তুমি হয়েছ মানিনী। ভাঙ্গিতে তোমার মান সেজেছে কামিনী॥ ললিতা আসিয়ে বলে কথা মিথ্যা নয়। দূতী গিয়ে ভাল করি লহ পরিচয়।। বিশাখা বলিছে আর নাহি কিছু বাকী। দেখ সেই যোড়া ভুরু সেই বাঁকা আঁখি।। সখীগণ বিতর্ক করয়ে পরস্পর। শুনিয়ে রাধার হল চঞ্চল অন্তর॥ ভাল করে দেখ

বলে বিশাখার কাছে। চরণে ধ্বজাদি চিহ্ন আছে কি না আছে ।। বিশাখা দেখিয়ে বলে শুন গো কিশোরি। তখনি বলেছে দূতী তোমার শ্রীহরি ।। কোকনদ জিনি দুটি রাঙ্গা পদ তল। দেখিলাম ধ্বজবজ্র অঙ্কুশ কমল ।। শ্রীমতী হরিষ মন নম্রমুখী লাজে। দূতী বলে আর অভিমান নাহি সাজে ।। হাতে ধরি দোহারে পর্য্যঙ্কে বসাইল। ভাঙ্গিল রাধার মান হরি হরি বল ।। সহচরীগণ দেয় তাম্বূল চন্দন। আনন্দ তরঙ্গে ভাসে নিকুঞ্জ কানন ।। রাধার নিকটে গিয়ে রঙ্গদেবী কয়। কিশোরি গো তোমারে পুরুষ হতে হয় ।। যুবতী হয়েছে কৃষ্ণ যুবতীর জন্যে। তুমি হও যুবা বিপরীত বৃন্দারণ্যে ।। শুনিয়ে সখীর কথা হাসেন শ্রীমতী। প্রকৃতি পুরুষ হল পুরুষ প্রকৃতি ।। অপরূপ সে রূপ ভক্তের মনোলোভা। অতুল যুগল কান্তি কি কহিব শোভা ।। নীলকান্তমণি যেন কাঞ্চনে জড়িত। সজল জলদে যেন প্রকাশে তড়িত ।। কণক লতিকা যেন তমালের পাশে। কালিন্দী সলিলে যেন চাঁপাফুল ভাসে ।। রাধাকৃষ্ণ দুইজনে কথোপকথন। আমি আর কি তাহার করিব বর্ণন ।। দূতী কহে কৃষ্ণ কিশোরীরে কর রাজা। তুমি হও কোটাল আমরা হই প্রজা ।। শুনিয়ে দূতীর কথা নন্দের গোপাল। রাধারে করিল রাজা আপনি কোটাল ।। মন্ত্রিণী হইল দুই ললিতা বিশাখা। সভাসদ ভট্টাচার্য্য হল ইন্দুলেখা ।। চিত্রলেখা হইল রাজার লিপিকর। রঙ্গদেবী হইল নগর সদাগর। সুদেবী হইল বন্দী স্তুতি পাঠ করে। দূতী করে দৌত্য কর্ম্ম রাজার

গোচরে ॥ দৈবজ্ঞ হইল সখী চম্পক লতিকা। রাজার সম্মুখে গিয়ে শুনায় পঞ্জিকা ॥ রাজা হয়ে শ্রীরাধা বসেন সিংহাসনে। চামর ব্যজন করে অন্য সখীগণে ॥ প্রজা হল আর আর সহচরী যারা। বনের কুসুম মালা করে দেয় তারা ॥ রাজা রাধা কোতয়াল বলিয়ে ডাকিল। মহারাজ বলিয়ে কোটাল দাঁড়াইল ॥ শ্রীমতী ভূপতি বলে কোটালের তরে। চন্দ্রাবলী নামে প্রজা শীঘ্র আন তারে ॥ যে আজ্ঞা বলিয়ে তবে কোটাল চলিল। মন্ত্রিণী ললিতা সখী কহিতে লাগিল ॥ শুন মহারাজ কিছু করি নিবেদন। জান কোটালের রীত চরিত্র যেমন ॥ সে প্রজার নিকটে যাইলে কি হইবে। খতি খেয়ে কোটাল আসামী ছেড়ে দিবে ॥ সুবিদিত দেখেছতো প্রজার ব্যভার। ভুলাইয়ে রাখিবে কোটাল পাওয়া ভার ॥ শুনিয়ে মন্ত্রির বাণী কোটালে নিবারে। ভাল ভাল বলিয়ে প্রশংসে ললিতারে ॥ কুঞ্জবনে শ্রীমতী রাধিকা হয়ে রাজা। এইরূপ শাসন করিল যত প্রজা ॥ রাজকার্য্য যে সকল কোটালের তরে। কোটাল লইয়ে কাজ প্রজায় কি করে ॥ দূতী বলে ভালতো রাজার রাজনীত। রাজা হয়ে কোটালের সঙ্গেতে পিরীত। প্রজাগণ কেমনি মিলেছে ভালে ভাল। রাজার সাক্ষাতে বলে দোহাই কোটাল ॥ এইরূপে করে ক্রীড়া নটবর শ্যাম। বেলা হল সবে গেল নিজ নিজ ধাম ॥ কৃষ্ণকেলি কথা চারু করি বহু যত্ন। বিরচিলা দ্বিজ বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন ॥

শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ।

একদিন কুঞ্জবনে, রাধাকৃষ্ণ দুইজনে, সঙ্গোপনে ক-রয়ে বিহার। রসিক রসিকা সঙ্গে নানা কৌতুক প্রসঙ্গে দেয় সুখসাগরে সাঁতার॥ পরিহাস মহোল্লাস বিবিধ রস প্রকাশ সুভাষ সহাস্য পরস্পর। কটাক্ষ লাবণ্য হাবে বিভ্রম ললিত ভাবে উভয়ের প্রফুল্ল অন্তর॥ কামকান্তা মহোৎসবে অবয়ব অবয়বে ভাবভক্তি ভেবে ভব ভোলে। কাঞ্চন জড়িত কান্তি নীলকান্তে হয় ভ্রান্তি শান্তে শান্তি না হয় দেখিলে॥ কুটিলা কাননে গিয়ে রাধাকৃষ্ণেরে দেখিয়ে দ্রুত যায় আয়ানের কাছে। বলে দাদা কোথা তুমি চক্ষে দেখিলাম আমি কৃষ্ণের সঙ্গেতে বউ আছে॥ শুনি বল কুচ্ছ করে আপনি গিয়ে সত্বরে দেখ কুঞ্জ কাননে কি কাণ্ড। শুনে কুটিলার কথা আয়ান চলিল তথা স্কন্ধে লয়ে লগুড় প্রকাণ্ড॥ কুটিলা চলিল সনে উপনীত কুঞ্জ-বনে আয়ানেরে দেখিয়ে শ্রীমতী। বলে আজি গেল প্রাণ ওই আসিছে আয়ান গোপীনাথ কি হইবে গতি॥ কুটিলা আসিছে সঙ্গে দেখাইছে ভুরুভঙ্গে দূরে হতে দুঃশীলা পাপিনী॥ অমনি আমার নামে কুচ্ছ করে ব্রজ-ধামে বলে রাধা কৃষ্ণ কলঙ্কিনী॥ এরূপ দেখিলে আর না জানি কি ব্যবহার করিবেক গোপীর সমাজে। হাত নেড়ে দিবে গালি আর দিবে করতালি হরিবে তোমার দাসী লাজে॥ তোমাকে কটু কহিবে আমার জীবন যাবে

দুরন্ত আয়ান ক্রোধময়। আমার মস্তক ছেদ করে তাহে নাহি খেদ কৃষ্ণ নিন্দা হবে এই ভয়॥ একে সে আয়ান ঘোষ স্বচক্ষে দেখিলে দোষ কাটিবে আমার নাক কাণ। তুমি বাড়ায়েছ মান তুমি যদি রাখ মান কে করে রাধার অপমান॥ দীননাথ গোপীনাথ রাধানাথ জগন্নাথ ব্রজনাথ ধরি তব পায়। আয়ান হল নিকট আইলে হবে শঙ্কট শীঘ্র কর ইহার উপায়॥ কৃষ্ণকন বিনোদিনি শুনিয়ে তোমার বাণী তাই ভাবিছেছি মনে মনে। আয়ান দুর্জ্জন অতি কুটিলাও দুষ্টমতি উভয়েরে নিবারি কেমনে॥ দ্বিজ বিশ্বনাথ বলে কৃষ্ণের চরণ তলে যে কৃষ্ণ সে কালী কহে তন্ত্রে। হও কৃষ্ণ কৃষ্ণকালী কুটিলা খাইবে গালি আয়ানের দীক্ষা কালী মন্ত্রে॥

শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ।

আয়ানের ভয়ে শ্যাম হইলেন শ্যামা। সুনিবিড় নিতম্বিনী হয় মনোরমা॥ দুই হস্ত ছিল হল আর দুই হস্ত। কঙ্কণাদি অলঙ্কার হইল সমস্ত॥ বক্ষের উপরে হল পীন পয়োধর। পীতধটি কটিতটে হল দিগম্বর॥ বনমালা মুণ্ডমালা হয়ে দোলে বক্ষে। পুচ্ছগুচ্ছ মুণ্ড হল বাম করতলে। বাঁশীঅসি হয়ে শোভে উর্দ্ধ বামকরে। দক্ষিণে অভয় বর দেন সাধকেরে॥ কনক কুণ্ডল কাণে হল শব শিশু। চম্পকের কলিকা হইল দুই ইন্দু॥ চন্দন হইল কাদম্বিনী শশধর। মৃগমদ নয়ন হইল অতঃপর॥ ময়ূর

পুচ্ছ মুকুট হইল মাথায়। গুঞ্জাবলি রুধির হইল সর্ব্বকায় ॥ বেণী এলাইয়ে হল গলিত কুন্তল। রসনায় দশন যেমন মুক্তাফল ॥ কালীরূপ দেখিয়ে লাগিল চমৎকার। পূজায় বসিল রাধা লয়ে উপহার ॥ জবা পুষ্প লয়ে হস্তে করিতেছে ধ্যান। এমন সময় তথা আইল আয়ান ॥ দেখিল কাননে রাধা পুজিতেছে কালী। কুটিলারে কোটি কোটি দেয় কটু গালি ॥ কুটিলা কুটিল মন কুটিল আপনি। কি হেতু করিল কুচ্ছ হয়ে ননদিনী ॥ কই কাননেতে শ্যাম এ যে দেখি শ্যামা। মহেশের মনোরমা মুক্তকেশী বামা ॥ ধন্য ধন্য বৃষভানু রাজার ছুলালি। তোমা হতে দেখিলাম ব্রহ্মময়ী কালী ॥ কুটিলারে করি দূর আয়ান আপনি। করিছে কালীর স্তব করি যোড়পাণি ॥ কালী কাল নিবারিণী কঙ্কাল মালিনী। কক্ষিতে কিঙ্কিণী কর কাঞ্চী বিধায়িণী ॥ কৃশ কটিকম্বু কণ্ঠী করালবদনী। করি করাকার করে কৃপাণ ধারিণী ॥ কুটিল কুন্তলে কুন্দ কুসুম রঞ্জিনী। কমল কলিকা কুচ কুরঙ্গ নয়নী ॥ কামরিপু কান্তা কৌল কুল কুণ্ডলিনী। কালকান্তা কপালিনী কুনীল বর্ণিনী ॥ কৌশিকী কমলা কৃষ্ণা কুলের কামিনী। ক্রিয়াবতী কুলকর্ম্ম করা কত্যায়নী ॥ কণক কেয়ূর কাঞ্চী কঙ্কণ ভূষণী। কলাকাষ্ঠা কালরূপা কুচ্ছ বিনাশিনী ॥ কিশোর কুণ্ডল কর্ণে কাল কাদম্বিনী। কামাখ্যা কেদার কাশী কৈলাস বাসিনী ॥ কামরূপা কলাবতী কুঞ্জর গামিনী। কালকেতু কিরাতেরে কৃপা প্রকাশিনী ॥ কিঙ্করে করুণা কর কল্যাণ কারিণী ॥ এই রূপে আয়ান করিল বহু স্তুতি। ধরাতলে দণ্ডবত

করিল প্রণতি ॥ কদম্ব কিংশুক কুন্দ কমল কাঞ্চন। করবী কহ্লার দিয়ে পূজে শ্রীচরণ ॥ রাধিকারে ধন্য দিয়ে চলিল আয়ান। পশ্চাত রাধিকা গৃহে করিল পয়ান ॥ অপ্রতীত হইয়ে কুটিলা গেল ঘরে। নন্দালয়ে গোবিন্দ গেলেন ধীরে ধীরে ॥ কালী হইলেন কৃষ্ণ নিকুঞ্জ কাননে। ঘুচিল মনের ধাঁদা বিশ্বনাথ ভণে ॥

কলঙ্ক ভঞ্জনের উপক্রম।

এক দিন কুঞ্জবনে রাধা কৃষ্ণ একাসনে নির্জ্জনে বসিয়ে দুই জন। কৃষ্ণের কমল করে ধরি রাধা মধুস্বরে বলে হরি করি নিবেদন ॥ কৃষ্ণ কলঙ্কিনী নাম হয়েছে আমার শ্যাম তাহে খেদ নাহি বনমালি। কলঙ্ক সলিলে ভাসি কলঙ্ক আসনে বসি শিরে ধরি কলঙ্কের ডালি ॥ কলঙ্ক অঞ্জন করি কলঙ্ক নয়নে পরি কবরীতে কলঙ্কের ডুরি। কলঙ্ক গলার হার কলঙ্কে কি হবে আর অঙ্গে মাখি কলঙ্ক কস্তুরী ॥ লোকে বলে কলঙ্কিনী শ্রবণে অমৃত শুনি কিন্তু এক দুঃখ আছে মনে। কুটিলার কটু বাণী যেন কাল ভুজঙ্গিনী প্রাণ যায় তাহার দংশনে ॥ কালো কালিন্দীর জল আর নীল শতদল নব জলধর কালো আখী। মধুকর পিকবর আপনার নীলাম্বর গঞ্জনের ভর নাহি দেখি ॥ তথাপি সে ক্রোধমুখী আমারে দুরায় আঁখি সমটনে ঘটায় প্রমাদ। উদ্দেশে শাশুড়ী ননদী খেদায় কলঙ্ক তলা মর্ম্মে ব্যথা পাই কালাচাঁদ ॥ তা বাস

কে যমুনায় না যায় কে মথুরায় শিরে লয়ে দধির পসরা। তোমার বিধুবদন কে না করে দরশন আমি কলঙ্কিনী ভালো তারা ॥ কলঙ্ক ভঞ্জন নাম শুনেছি তোমার শ্যাম কলঙ্ক ভঞ্জন কর হরি। তোমার অসাধ্য কিবা রজনীরে কর দিবা দিবসেরে কর বিভাবরী ॥ কৃষ্ণ কন কমলিনি হইয়াছ কলঙ্কিনী ননদিনী বিষম রাগিণী। অসহ্য তোমার বাণী তুমি রাজার নন্দিনী সহজে আপনি অভিমানী ॥ ঘুচাইব সে গঞ্জন কলঙ্ক হবে ভঞ্জন খঞ্জননয়নি নাহি ভয়। কুটিলা দিয়াছে গালি সে মুখে পড়িবে কালী তোমার হইবে জয় জয় ॥ দ্বিজ বিশ্বনাথ কয় নাহি থাকে যম ভয় যে লয় তোমার পদাশ্রয়। কলঙ্ক না ঘুচাইবে তোমারি কলঙ্ক হবে রাধিকার কলঙ্কে কি ভয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছা।

এক দিন রাধানাথ বসিয়ে অঙ্গণে। অকস্মাত্ অচেতন হল সেই স্থানে ॥ যশোদা দেখিয়ে বলে এ আর কেমন। আজি কেন গোপাল হইল অচেতন ॥ ভূমিতে পড়িয়ে রাণী করে হায় হায়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে উত্তর না পায় ॥ কোথা ওরে বলরাম কোথা গো রোহিণি। আজি কেন এমন হইল নীলমণি ॥ আজি বুঝি যশোদার ভাঙ্গিল কপাল। ডাকিলে উত্তর কেন না দেয় গোপাল ॥ কালীদহে ডুবিয়ে যে বাঁচিল গোবিন্দ। ডাঙ্গায় ডুবিল ডিঙ্গা কি কপাল মন্দ ॥ হেন কালে রোহিণী আসিয়ে বলে রাণি।

ভয় নাই বাঁচিয়ে তোমার নীলমণি ।। দৈবযোগে কেমনে হয়েছে অচেতন। নাসায় নিশ্বাস আছে পাইবে জীবন ।। নন্দ বলে কৃষ্ণ কেন হইলি এমন। উঠে ক্ষীর নবনীত করহ ভোজন ।। গোকুল আঁধার দেখি যে দিকেতে চাই। কথা কও নীলমণি তবে প্রাণ পাই ।। বলরাম বলে কৃষ্ণ এ কেমন খেলা। উঠ গোঠে যাই ভাই হইল যে বেলা ।। শুনিয়ে দূতীর মুখে কৃষ্ণের সংবাদ। অনেক প্রকারে রাধা করয়ে বিষাদ ।। বলে চল যাই সখি দেখিতে নাথেরে। সহচরী সঙ্গে রাধা আইল সত্বরে ।। স্তম্ভের নিকটে রহে স্তম্ভিত নয়নে। দেখিয়ে কৃষ্ণের বেশ বলে মনে মনে ।। একি প্রাণনাথ প্রাণ রাখিতে না পারি। মৃদুস্বরে বলে কি হইল সহচরি ।। ধূলায় পড়িয়ে কাঁদে ব্রজের বালক। হাহাকার করে যত গোকুলের লোক ।। শুনিয়ে শ্রীদাম তথা আইল ত্বরিতে। দেখিয়ে বলিছে আমি পারি উঠাইতে ।। আমার কথায় কৃষ্ণ উঠিবে এখনি। ভয় নাই ভয় নাই ওগো নন্দরাণি ।। শুনি যশোমতী ধরে শ্রীদামের করে। ডাক রে শ্রীদাম প্রাণ পাই তোর তরে ।। ছাড়িয়ে আমার কথা তোর কথা শুনে। গোঠে যায় নাহি রয় আমার বা ক্ষণে ।। কৃষ্ণের চরণোপান্তে শ্রীদাম বসিল। ভাই রে কানাই বলি ডাকিতে লাগিল ।। যেবক ডাকিছে যদি না কহ বচন। এখনি তোমার অগ্রে ত্যজিব জীবন ।। মনেতে ভাবেন কৃষ্ণ কি করি এখন। রাধার কলঙ্ক বুঝি না হয় ভঞ্জন ।। শ্রীদামের বাক্যে কৃষ্ণ পাশমোড়া দিল। হেনকালে এক বৈদ্য তথায় আইল ।। আপনি এলেন হরি

বৈদ্য রূপ ধরে। আসি হাসি হাসি জিজ্ঞাসেন যশো-
দারে।। কেন কলরব এত ওগো নন্দরাণি। রাণী বলে
মূর্চ্ছিত হয়েছে নীলমণি।। ডাকিলে না কথা কয় অনি-
মিক আঁখি। বৈদ্য বলে স্থির হও আগে আমি দেখি।।
দেখিয়ে কহিছে বৈদ্য মূর্চ্ছাগত বায়ু। ঔষধে বাঁচিবে যদি
থাকে পরমায়ু।। নন্দ বলে কি ঔষধ বিহিত ইহার। ভাল
কর তোমারে করিব পুরস্কার।। বৈদ্য বলে তবে নন্দ শুন
মন দিয়ে। সহস্র ধারায় জল দাও আনাইয়ে।। এই বৃন্দা-
বনে যদি সতী কেহ থাকে। আনিতে পারিবে জল পা-
ঠাও তাহাকে।। সহস্র ধারায় কুম্ভ আনায়ে তখনি। নন্দ
বলে তুমি জল আন নন্দরাণি।। এ কথা শুনিয়ে তবে
বৈদ্যরাজ কয়। জননী আনিলে জল ঔষধি না হয়।।
নন্দ বলে তবে সতী কে আছে গোকুলে। যশোমতী
বলে সতী জটিলে কুটিলে।। বৃন্দাবনে তাহারা জানায়ে
সতীপণা। বৈদ্যরাজ বলে তাহা আজি যাবে জানা।।
জটিলারে ডেকে নন্দ বলে গো জটিলে। তুমি নাকি সতী
বড় এব্রজ মণ্ডলে।। সহস্র ধারায় জল এনে দিতে হবে।
সেই জলে বৈদ্যরাজ কৃষ্ণেরে বাঁচাবে।। হাত নাড়া দিয়ে
বলে জটিলা গোপিনী। সতী কি অসতী আমি জানে
নন্দরাণী।। আমার সমান সতী ব্রজে আছে কেটা।
আমি কি আনিব জল আনুক মেয়েটা।। কুটিলারে ডেকে
বলে আয়তো কুটিলে। সহস্র ধারায় জল আন গিয়ে
তুলে।। কুটিলা কহিছে আমি নাহি পারি কিবা। দিনকে
রজনী করি রজনীকে দিবা।। লইয়ে সহস্রধারা কুটিলা

কলসী। যমুনার জলে গিয়ে পূরিলা কলসী।। তুলিয়ে আনিতে জল পড়িল সকল। দেখিয়ে গোপিকা সবে হাসে খল খল।। জটিলা রুষিয়ে বলে এমন পাপিনী। করে তুই কি করিলি আমিতো না জানি।। জটিলা কলসী লয়ে করিল গমন। ছায়ের যেমন দশা মায়ের তেমন।। দ্বিজ বিশ্বনাথ বলে হয়ে কৃতাঞ্জলি। রোগী রোঝা উভয়ের ইচ্ছায় সকলি।।

শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন।

বৈদ্য বলে জানিলাম ব্রজে নাই সতী। হেন স্থানে ভদ্র লোক না করে বসতি।। যদি কেহ সতী থাকে গণে দিতে পারি। জ্যোতিষ সঙ্কেত বিদ্যা আছয়ে আমারি।। গণক হইয়ে বৈদ্য লাগিল গণিতে। নামের প্রথম বর্ণ রা উঠিল তাতে।। রা শুনিয়ে ধারা পড়ে রাধার নয়নে। রাধানাথ কি করিলে বলে মনে মনে।। ধা অক্ষর উঠে যদি গরল খাইব। জলে কিম্বা জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিব।। বলিতে বলিতে গণনায় ধা উঠিল। কি হল বলিয়ে রাধা কাঁপিতে লাগিল।। বৈদ্য বলে রাধা নামে গোপী আছে যেই। সহস্র ধারায় জল আনিবেক সেই।। নন্দ বলে রাধা নামে কে আছে গোপিনী। যশোদা বলেন বৃষভানুর নন্দিনী।। সেই বই রাধা নাই এব্রজ মণ্ডলে। শুনে উপহাস করে গোপিকা সকলে।। ভালতো গণক গণনায় সুনিপুণ। কভু জানে নাই বুঝি রাধিকার গুণ।। কুল কলঙ্কিনী রাধা

বিখ্যাত গোকুলে। একেমন গঞ্জক তাহারে সতী বলে॥ যশোদা রাধার কাছে করিয়ে মিনতি। বলে রাধে গঞ্জক তোমারে বলে সতী॥ সহস্রধারায় জল এনেদিতে হবে। তোমার কৃপায় তবে গোপাল বাঁচিবে॥ মা বলে এমন আর নাহি যশোদার। গোপালের অমঙ্গলে গোকুল আঁধার॥ যাও মা রাধিকে যাও আন গিয়ে জল। শুনিয়ে রাধার হল আঁখি ছল ছল॥ সখী সঙ্গে অধোমুখী রাজার কুমারী। বলে সখি বিষ দাও পান করে মরি॥ একেতো কলঙ্কে মুখ না পারি তুলিতে। সহস্রধারায় জল যাইব আনিতে॥ না পারিলে অধিক কলঙ্ক হবে আর। সখী বলে কৃষ্ণের চরণ কর সার॥ কৃষ্ণ নাম করি যাও জল আনিবারে। যে নাম করিয়ে জীব ভবসিন্ধু তরে॥ শুনিয়ে সখীর কথা স্মরিয়ে শ্রীহরি। লইয়ে সহস্রধারা উঠিল কিশোরী॥ মনে মনে বলে রাধা দেখ কালাচাঁদ। তোমার দাসীর যেন ঘটে না প্রমাদ॥ না পারি আনিতে জল যদি পীতাম্বর। যমুনার সলিলে ত্যজিব কলেবর॥ সতী কি অসতী আমি তুমি জান হরি। করিয়ে তোমার নাম লয়েছি গাগরী॥ অহল্যা পাষাণ ছিল গৌতমের জায়া। তাহারে মানবী কৈলে দিয়ে পদ ছায়া॥ শুকনা কাষ্ঠের নৌকা করেছ কাঞ্চন। সম্প্রতি রাধার কর লজ্জা নিবারণ॥ অনেক প্রকারে তুমি রাখিয়াছ মান। দেখ নাথ না কর এখন অপমান॥ কলসীর উপরে আসিয়ে বস তুমি। [illegible] নতুন দেখিতে দেখিতে যাই আমি। কৃষ্ণেরে স্মরিয়ে স্তব করিল কিশোরী। যমুনার জলে

পরে পূরিল গাগরী ॥ কলসী লইয়ে কক্ষে আসিছে বা খিকা। অনিমিখে নিরীক্ষণ করিছে গোপিকা ॥ যশো দার কাছে রাধা জল লয়ে যায়। কিছুই না পড়ে কৃষ্ণের কৃপায় ॥ ধন্য ধন্য রাধা বলে গোপ গোপীগণ। জয় রাধে শব্দেতে পূরিল বৃন্দাবন ॥ কৃষ্ণ কলঙ্কিনী নাম ঘুচিল রাধার। অকলঙ্কে কলঙ্ক হইল কুটিলার ॥ গোপা লের অভিষেক করে সেই জলে। উঠিলেন কৃষ্ণ সবে হরি হরি বলে ॥ জয়ধ্বনি বৃন্দাবনে হইল তুমুল। আনন্দ জলধি জলে ভাসিল গোকুল ॥ যশোমতী বলে বৈদ্য কি তোমার নাম। বৈদ্য বলে হরি নাম মথুরায় ধাম ॥ বৈ দ্যের নিকটে পুনঃ নন্দরাণী কয়। কৃষ্ণেতে তোমাতে ভেদ জ্ঞান নাহি হয় ॥ অনুমানি আমার সন্তান হও তুমি। বৈদ্য বলে তুমি মাতা তব পুত্র আমি ॥ বৈদ্যেরে করিবে তুষ্ট করিল বিদায়। কত বা কহিব আর পুথি বেড়ে যায় ॥ অসংখ্য প্রণাম রাধাকৃষ্ণের চরণে। কলঙ্ক ভঞ্জন হল শ্রীনাথ ভণে ॥

গ্রীষ্ম বর্ণন ও বৃষাসুর বধ।

আইল নিদাঘকাল গেল সে বসন্ত। বিরহি জনের যেন আইল কৃতান্ত ॥ প্রচণ্ড তপন তাপে তপ্ত মহীতল। পুষ্প পর্য্যন্ত জীব হইল বিকল ॥ জলচর রহে জলে নি- মগ্ন হইয়ে। শূকর শূকরী রহে পঙ্কে লুকাইয়ে ॥ পর্ব্বত গুহায় সিংহ লোলিত রসনা। সমদুঃখ কুরঙ্গ পায় না করে

বাসনা ॥ ভেক রহে ফণীর ফণার অগ্রোভাগে। অলসে অবশ ফণী জাগিয়ে না জাগে ॥ ময়ূরের তলে রহে ভুজঙ্গ ভুজঙ্গী। ব্যাঘ্রের নিকটে রহে কুরঙ্গ কুরঙ্গী ॥ বৃক্ষের কোটরে রহে বিহঙ্গ বহঙ্গী। প্রবেশে অগাধ জলে মাতঙ্গ মাতঙ্গী ।। অশান্ত কৃতান্ত সম কৃষাণু একান্ত ক্লান্ত কলেবর নর ঘর্ম্ম অবিশ্রান্ত ।। শ্রান্ত পান্থ তরুতলে বসে হয়ে ক্লান্ত। দিনান্ত হইল রম্য সবার নিতান্ত ।। জলক্রীড়া করে হরি যমুনার জলে। গোপের বনিতা সঙ্গে অতি কুতূহলে ।। গোপবালা চাঁদমালা সাঁতারিয়ে যায়। শত শত শতদল ভাসে যমুনায় ॥ তার মাঝে ব্রজরাজ কুমার বিরাজে। কমল কাননে যেন মধুকর সাজে ॥ এইরূপ নিত্য নিত্য যমুনার জলে। কৌতুকে কামিনীগণ কৃষ্ণ সঙ্গে খেলে ॥ ঘরে গিয়ে গোপী করে কৃষ্ণ গুণ গান। কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ মন কৃষ্ণ ধ্যান জ্ঞান ॥ কৃষ্ণ বিনা নাহি জানে গোকুল নিবাসী। কৃষ্ণ করে গোচরণ বাজাইয়ে বাঁশী ॥ এক দিন বৃষাসুর আইল গোকুলে। বৃহত্ত শরীর বৃষ যমুনার কুলে ॥ পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেন শৃঙ্গ দুই শিরে। ক্ষুরে খোঁড়ে মাটি আর ভ্রমে ঘুরে ফিরে ॥ শব্দ করে যেন শত শত বজ্রাঘাত। তাহা শুনি গর্ভিণীর গর্ভ হয় পাত ॥ পলায় সকল পশু গোকুল ছাড়িয়ে। গোপ গোপী কৃষ্ণ বলে ডাকে ভয় পেয়ে ॥ হরি কন ভয় নাই থাকিতে এজন। অসুরে বধিতে আমি লয়েছি জনম ॥ আমি জানি বৃষাসুর এসেছে গোকুলে। এখনি বধিব বৃষ দেখিবে সকলে ॥ এত বলি বনমালী করিল গমন। কটাক্ষে

দেখিয়ে বৃষ করয়ে তর্জ্জন ।। কৃষ্ণ করতালি দেন বৃষের সম্মুখে। বৃষাসুর ক্ষুরে মাটি খোঁড়ে অধোমুখে ।। লম্ফ দিয়ে কৃষ্ণ গিয়ে ধরে বৃষবরে। ভূমিতলে ফেলে তার দাঁড়ান উপরে ।। মড মড় ভাঙ্গে হাড় ছট ফট করে। রুধির বমন করি বৃষাসুর মরে ।। দেখিয়ে সকল লোক নির্ভয় হইল। বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ পুন গোষ্ঠে গেল ।। নারদ চিন্তিয়ে মনে কংসের নিধন। এক দিন কংসালয়ে করিল গমন ।। সমাদর করি কংস দিলেন আসন। বসিয়ে নারদ ঋষি কহিছে তখন ।। কি কারণে মলিন বদন দেখি তব। বীর দর্প নাহি আর নাহিক উৎসব ॥ তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি অসুর কোথা গেল। মায়ারূপী পুতনা রাক্ষসী কি হইল ।। কংস কহে মহামুনি করি নিবেদন। বধেছে সকল বীরে নন্দের নন্দন ।। নারদ কহিছে তুমি কিছুই জাননা। মন দিয়ে শুন কহি দেবের মন্ত্রণা ।। কারাগারে দেবকীর পুত্র হয়েছিল। সেই রাত্রে বসুদেব ব্রজে লয়ে গেল ।। যশোমতী নামে ব্রজভূমি রাজরাণী। ওই রাত্রে নিদ্রাযোগে প্রসবে নন্দিনী ।। বসুদেব পুত্র রাখি সেই কন্যা আনে। নিদ্রাগত যশোমতী কিছুই না জানে ।। হাতে হতে পলায়েছে যশোদা নন্দিনী। ভবের ভবানী তিনি বিন্ধ্য বিলাসিনী ।। দেবকীর গর্ভে বলরামের উদ্ভব। দৈব হেতু রোহিণীর গর্ভে আবির্ভব ।। তোমার প্রবল শত্রু আছে বৃন্দাবনে। মারিয়াছে অনেক অসুর দুই জনে ।। রামকৃষ্ণ দুই ভাই দেবকী তনয়। বুঝিয়ে বিহিত কর উচিত যা হয় ।। শুনিয়ে এ সব কথা কংস মহীপাল। কোপে কম্পে ক্রোধে

বর কালান্তক কাল ।। বসুদেব দেবকীরে বধিবারে যায় । নিবারিল দেবঋষি বধিতে দোঁহায় ।। না বধিয়ে কংসাসুর নিগড়ে বান্ধিল । চাণুর মুষ্টিক দৈত্যে ডেকে আজ্ঞা দিল ।। ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ করহ ত্বরা করি । দ্বারে রাখ মত্ত কুবলয় পীড় করী ।। আসিবে আমার শত্রু কৃষ্ণ বলরাম । মারিবে আসিবা মাত্র না কর বিরাম ।। যে আজ্ঞা বলিয়ে গেল চাণুর মুষ্টিক । সমারোহ করে তার আজ্ঞার অধিক ।। অক্রুরে ডাকিয়ে কংস বলে হাতে ধরে । তোমা বিনে বন্ধু আর নাহি মধুপুরে ।। হিত কর রথ লয়ে যাও ব্রজধাম । গোপের সহিত আন হরি বলরাম ।। ধনুর্যজ্ঞ দেখিবারে কর নিমন্ত্রণ । আইলে মারিব শত্রু এই নিবেদন ।। শুনি মনে আহ্লাদিত হইল অক্রুর । যাইব শ্রীবৃন্দাবন দেখিব ঠাকুর ।। সে দিন অক্রুর নিজ গৃহেতে রহিল । কেশী ব্যোম দুই দৈত্য বৃন্দাবনে গেল ।। অশ্বের আকার কেশী মহা বলবান । ঘোর শব্দ করে কেরে কৃষ্ণ বিদ্যমান ।। কৃষ্ণ তার মুখের মধ্যেতে দিয়ে হাত । বিদীর্ণ করিয়ে দৈত্য করিল নিপাত ।। বধিয়ে অসুর কেশী রাখালের সঙ্গে । পর্ব্বত নিকটে ক্রীড়া করে কত রঙ্গে ।। রঙ্গে ভঙ্গে ক্রীড়া করে রাখালের মেলা । কৃষ্ণ কন আজি ফুরাইল লীলা খেলা ।। হেন কালে ব্যোম দৈত্য আইল নিকটে । রাখালের সঙ্গে ক্রীড়া করয়ে কপটে ।। ক্রীড়ায় আসক্ত মত্ত গোপের নন্দন । ক্রমে ক্রমে ব্যোম দৈত্য করিল হরণ ।। গহ্বরে রাখিল করি মায়ায় মোহিত । কৃষ্ণ কন একি আর হল বিপরীত ।। জানিয়ে কৃতান্ত কৃষ্ণ

মারিতে অসুরে। মারিয়া মরিল দৈত্য দর্প গেল দূরে ॥ আসিয়ে অনেক স্তুতি করিল নারদ। সঙ্গী সঙ্গে গৃহে যান নবীন নীরদ ॥ দ্বিজ বিশ্বনাথ বলে কৃষ্ণের চরণে। আসিবে অক্রূর মুনি কল্য বৃন্দাবনে ॥

অক্রূর মুনির শ্রীবৃন্দাবনে আগমন।

অক্রূর প্রভাতে উঠি স্মরি নারায়ণ। রথ লয়ে বৃন্দাবনে করয়ে গমন ॥ কিছু দূরে গিয়ে তবে ভাবে মনে মন। কি পুণ্য করেছি পাব কৃষ্ণ দরশন ॥ যোগী যারে যোগ ধ্যানে না পায় মানসে। বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ আমি পাব কিসে ॥ নাহি জানি ভজন পূজন ধ্যান জ্ঞান। তবে যদি কৃপাময় করে কৃপা দান। বামে দেখি শব শিবা দক্ষিণে কুরঙ্গ। ইহাতে হতেছে জ্ঞান পাইব ত্রিভঙ্গ ॥ বুঝি কত কোটি কল্পে করেছি কঠোর। দেখিব নয়নে রমণীর মনোচোর ॥ কুটিল অলকাবৃত শ্রীমুখ মণ্ডল। শিখিপুচ্ছ শিরে কর্ণে মকর কুণ্ডল ॥ মোহন মুরলী করে বনমালাধারী। নীল শতদল অঙ্গে নিকুঞ্জবিহারী ॥ চরণে নূপুর পীত বাস পরিধানে। ভুবনমোহন নিরখিব কত ক্ষণে ॥ না হইল যান. পূজা অবসান দিবা। দেখিব অগ্রজ.শুক্ল আছেন যাহা কিবা ॥ দেখিব কৃষ্ণের আজি করুণা কেমন। শুদ্ধ যদি করে কি না করে সম্ভাষণ ॥ ভাবিতে ভাবিতে বৃন্দাবনে উপনীত। অম্বর কুসুমে যেন প্রেমেতে পুলকিত ॥ কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দেখিল তথায়।

ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ কমল চিহ্ন তায় ॥ রথে হতে অক্রূর
নামিয়ে ভূমিতলে। তাহাতে পড়িয়ে ভাসে নয়নের
জলে ॥ আপনারে সাধুবাদ করে বার বার। অনায়াসে
হব আমি ভব নদী পার ॥ যোগী যোগ করে যে চরণ দেখ-
জন্য। পাইলাম হেন ধন হইলাম ধন্য ॥ আনন্দে পু-
রল তনু যায় ধীরে ধীরে। দেখে যশোমতী নন্দালয়ের
বাহিরে ॥ হাতে স্বর্ণ থাল তাহে নবনীত ক্ষীর। চঞ্চলা
হরিণী প্রায় না হয় সুস্থির ॥ অঞ্চল পড়েছে ভূমে পাগ-
লিনী বেশে। ক্ষণে রাজপথে ক্ষণে ভবনে প্রবেশে ॥ দে-
খয়ে অক্রূর বলে এ আর কেমন। ব্রজরাজ নন্দ তার
গৃহিণী এমন ॥ গৃহ কর্ম্ম নাহি করে পাগলিনী প্রায়।
কিছুই বুঝিতে নারি তাঁর অভিপ্রায় ॥ হেন কালে গোষ্ঠ
হতে আসিছে গোপাল। হৈ হৈ কোলাহল করিছে রা-
খাল ॥ বাজে বলায়ের শিঙ্গা কানায়ের বেণু। হাম্বা রব
করে যত দুগ্ধবতী ধেনু ॥ গোপাল আইল শুনে যায় য-
শোমতী। বিগলিত চিকুর অঞ্চল পড়ে ক্ষিতি ॥ নিজ নিজ
ঘরে গেল যতেক রাখাল। রাণীর নিকটে তবে চলিল
গোপাল ॥ দ্রুতগতি গিয়ে রাণী কৃষ্ণ লয় কোলে। গো-
পালের চাঁদমুখ মুছায় অঞ্চলে ॥ নবনীত ক্ষীর খণ্ড দি-
তেছে বদনে। দেখিয়ে অক্রূর তবে ভাবে মনে মন ॥
নান্ত পাগল যশোদা রাণী নয়। এমন পাগল হতে
পারিলেতো হয় ॥ গোপালের স্নেহে রাণী হয়েছে পা-
গলী। তাদৃশ্য কিছু বলি নাই তাই জান বলি ॥ দেখিয়ে
অক্রূর মুনি কৃষ্ণ বলরাম। মনে মনে শ্রীচরণে করিল

প্রণাম ।। কৃষ্ণ আসি খুড়া বলি করে সম্ভাষণ । সুশীতল জল দিল আর কুশাসন ।। কৃষ্ণের করুণা দেখি ভাবিছে অক্রূর । এমন নহিলে কেন দয়াল ঠাকুর ।। নন্দ বলে অক্রূর কি হেতু বৃন্দাবনে । এসেছ কিসের জন্যে কি ভা বিয়ে মনে ।। অক্রূর কহেন শুন শুন ব্রজরাজ । করি বেন ধনুর্যজ্ঞ কংস মহারাজ ।। তাঁর নিমন্ত্রণ পত্র এসেছি লইয়ে । ধর লও কি লিখেছে দেখহ পড়িয়ে ।। এক পত্র লও রাম কৃষ্ণ দুজনার । আর এক পত্র লও গোপ সবা কার ।। তিন পত্র লয়ে নন্দ কৃষ্ণ হস্তে দিল । পত্র পড়ি মুরহর সকলি কহিল ।। ধনু যাগে নিমন্ত্রণ গোপ সবাকার । কল্য যেতে হবে কর তাহার সম্ভার ।। নন্দ গিয়ে যশো দারে কহে শ্রুতমাত্র । গোপালের আসিয়াছে স্বতন্ত্র পত্র ।। শুনে যশোদার হল হরিষে বিষাদ । যদি কৃষ্ণ যেতে চায় হইবে প্রমাদ ।। নন্দের আজ্ঞায় ব্রজে বাজা ইল ভেরী । যাইতে হইবে কল্য মথুরা নগরী ॥ ধনুর্যজ্ঞে কংস করিয়াছে নিমন্ত্রণ । সকলে রাজার ভেট কর আ য়োজন ।। শুনি নন্দ উপনন্দ যত গোপগণ । দধি দুগ্ধ নবনীত করে আয়োজন । ভাজন করিয়ে পূর্ণ তুলি শকটে । কৃষ্ণ গিয়ে রৈল নন্দ রাণীর নিকটে ॥ আ মার মথুরায় দেখিতে সমাজ । দেখিব কেমন সেই কং মহারাজ ॥ শুনিয়ে যশোদা রাণী পড়িল ভূতলে । ন গিয়ে ধরে তোলে বিশ্বনাথ বলে ।।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন শ্রবণে যশোদা প্রভৃতির খেদোক্তি।

উঠিয়ে যশোদা রাণী বলে তাঁরে নীলমণি কেমনে ক-হিলি এবচন। তিলেকে কল্পান্ত মানি পলকে প্রলয় গণি না দেখিলে ও চাঁদ বদন॥ কালীয় হ্রদের জলে একবার ডুবেছিলে করেছিলে ব্রজ অন্ধকার। এবার মথুরা যাবি কি কবিতে কি করিবি বিপদ ঘটাবি আরবার॥ কৃষ্ণ হইয়ে চঞ্চল ধরি মায়ের অঞ্চল বলে বল যাও মথুরায়। যাইবে সকল লোক ইহাতে কি কর শোক রাণী বলে এত বড় দায়॥ ও কথা কহিতে নাই চল বাছা ঘরে যাই যত পার খাও ক্ষীর ননী। খাইতে মায়ের মাথা কেন বল হেন কথা যে কথায় মরে নন্দ রাণী॥ যদি যায় গোচারণে বলরাম যায় সনে তবু প্রাণ প্রবোধ না মানে। পথ কবি নিরীক্ষণ মন হয় উচাটন না দেখিয়ে রহিব কেমনে॥ যত বলে নন্দ রাণী নাহি শুনে যদুমণি বলে বল যাও ম-থুরায়। ব্যস্ত হয়ে নন্দরাণী কোলে লয়ে নীলমণি দ্রুত গেল রোহিণী আলয়॥ শ্রীরাধা নিকুঞ্জবনে ললিতা বি-শাখা সনে গাঁথিছেন কুসুমের হার। উচাটন গোপ বালা মালতী কুসুম মালা হাতে হতে পড়ে বার বার॥ মন হইল চঞ্চল খুলে পড়িছে অঞ্চল বলে সখি একি অম-ঙ্গল। গাঁথিতে কুসুমহার ছুটে পড়ে বারবার অকস্মাৎ

অঙ্গে নাহি বল ॥ কেন কাঁপে ওষ্ঠাধর প্রাণ কাঁদে নিরন্তর অন্ধকার যে দিকেতে চাই। করি কালী আরাধন পেয়েছি শ্রীকৃষ্ণ ধন জ্ঞান হয় হারাই হারাই ॥ কৃষ্ণ যাবে শুনে দূতী তথা এল শীঘ্রগতি বলে কুঞ্জে কি কর কি শোরি। এসেছে অক্রূর মুনি লয়ে যাবে যদুমণি কালি মথুরায় যাবে হরি ॥ যার জন্যে গাঁথ হার সে যাবে যমুনা পার গেলে আর আসিবে না হরি। যদি বা আসিতে চায় ভুলায়ে রাখিবে তায় গুণ জানে মথুরা নাগরী ॥ আর কেন গাঁথ মালা ভাঙ্গিল ব্রজের খেলা বৃন্দাবনে ঘটিল প্রমাদ। প্রেমে প্রেম বাড়াইয়ে কুলবধূ মজাইয়ে কালি ছেড়ে যাবে কালাচাঁদ ॥ শুনিয়ে দুতীর বাণী শিরে করাঘাত হানি কমলিনী পড়িল ভূতলে। কি হল কি হল বলে বিশাখা ধরিয়ে তোলে বুক ভাসে নয়নের জলে ॥ মুখে না নিঃস্বরে বাণী অচেতন বিনোদিনী ঘর্ম্ম বিন্দু হইল কপালে। ললিতা করিয়ে কোলে শোয়ায় নলিনী দলে বিধুমুখ মুছায় অঞ্চলে ॥ শ্রীরাধার পদতলে দ্বিজ বিশ্বনাথ বলে রোদন করোনা ঠাকুরাণী। জানি হরি দয়াময় রাধা ছাড়া কভু নয় ত্বরায় আসিবে যদুমণি ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন।

যশোদা যামিনী যোগে যদুমণি লয়ে। পালঙ্কে শয়ন কেল নিজালয়ে গিয়ে ॥ কহেন কথে বসুদেব করেন রোদন। নন্দরাণী করিতে না পারে নিবারণ ॥ শুনিয়ে

রোহিণী আসি বলে গো ভগিনি। কিসের লাগিয়ে এত কাঁদে নীলমণি ॥ রাণী বলে রোহিণি গো ঠেকিয়াছি দায়। আমারে বলিতে বলে যাও মথুরায় ॥ রোহিণী কহিছে তবে ইহাতে কি ভার। ঘুমালে যাইবে তুমি বল এক-বার ॥ যশোমতী বলে বলি বলি মনে করি। বদনে বচন নাহি বলিতে না পারি ॥ কে এক বালক বলে বল না বল না। বলিলে যাইবে কৃষ্ণ আর আসিবে না ॥ শুনিয়ে রোহিণী বলে এত বড় দায়। বল যেনে ও সকল কথা কিছু নয় ॥ সেহ ক্রমে প্রলাপ দেখেছ নন্দরাণি। কেন আসিবে না আর তব নীলমণি ॥ রোহিণীর বোলে কৃষ্ণে বলে নন্দ রাণী। যেতে হয় যেও মথুরায় নীলমণি ॥ বলিতে কহিতে হল নিশি অবশান। তমালের শাখায় কোকিল করে গান ॥ বাজিল নন্দের ভেরী উঠিল আ-ভীর। শকট পুরিয়ে আনে দধি দুগ্ধ ক্ষীর ॥ কারে না বলিয়ে কৃষ্ণ বলায়ের সাথে। আগে গিয়ে উঠিলেন অক্রূ-রের রথে ॥ বৃন্দাবনে দিবসে হইল অন্ধকার। যশোদা ধুলায় পড়ি করে হাহাকার ॥ বলে কোথা যায় নীল রতন আমার। অনুমানি বৃন্দাবনে না আসিবে আর ॥ যাইবার অনুমতি লয়েছে গোপাল। তখনি জেনেছি আমি ভাঙ্গিল কপাল ॥ মাথায় করিয়ে বাছু রাখা বয়ে-ছিলে। সেই অভিমানে বুঝি কৃষ্ণ ছেড়ে গেলে ॥ কণ্টক কাননে চরাইতে ধেনু পাল। সেই অভিমানে ছেড়ে গেলে নন্দলাল ॥ ননীর জন্যে আমি করেছি বন্ধন। সেই অভিমানে ছেড়ে গেল কৃষ্ণধন ॥ আগে যদি জানিতাম

বাছা ছেড়ে যাবে। মরম্ দিয়ে কখন কি করিতাম তবে॥ রোহিণি গো বিষ দাও পান করে মরি। এ ছার জীবন আর ধরিতে না পারি॥ কে করিবে ননী চুরি কে চরাবে ধেনু। কে আর কাননে গিয়ে বাজাইবে বেণু॥ আয় হরি এক বার ডাক মা বলিয়ে। জনমের মত বাপ যারে কিছু খেয়ে॥ বলিতে বলিতে রাণী হল অচেতন। রোহিণী আসিয়ে তবে করিল চেতন॥ বলে বলরাম সঙ্গে গেল ভয় নাই। বলায়ের সঙ্গে পুনঃ আসিবে কানাই॥ নন্দ বলে আমরা যাইব রাজধানী। আসিবে আমার সঙ্গে তব নীলমণি॥ যশোদা বলেন তবে এনেদিবে তুমি। মথুরার পথ চেয়ে রহিলাম আমি॥ ভাল ভাল বলে নন্দ মন্দিরে চলিল। কৃষ্ণ মথুরায় যায় সকলে শুনিল॥ লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করি ব্রজনারী। বাহির হইল রাজপথে সারি সারি॥ আগে গিয়ে বৃন্দা দূতী আগুলিল পথ। ললিতা বিশাখা ধরে অক্রূরের রথ॥ শ্রীমতী পড়য়ে ভূমে ধরে চন্দ্রাবলী। বৃন্দা দূতী কহে কথা করি কৃতাঞ্জলি॥ শুন হে ত্রিভঙ্গ কিছু নিবেদন করি। এমন পিরীতি কোথা শিখেছিলে হরি॥ তোমার লাগিয়ে রাধা রাজার কুমারী। মাথায় লইয়ে বোঝা হয়েছে পসারী॥ কাত্যায়ণী পূজেছিল যত ব্রজাঙ্গনা। নিশিতে কাননে গেল না শুনিয়ে মানা॥ কুল শীল লজ্জা ভয়ে দিয়ে জলাঞ্জলি। তোমার [illegible] ছিল কলঙ্কের ডালি॥ ধুলায় পড়িয়ে দেখ সেই [illegible]। সঙ্গেতে লইয়ে যাও শুন গুণমণি॥ আমরা যাইব সঙ্গে শ্রীমতীর দাসী। গোকুল ছাড়িয়ে হব মথুরা

নিবাসী ॥ চন্দ্রাবলী বলে হরি একি ব্যবহার। কামিনীরে কত ক্লেশ দাও বার বার ॥ রাস মহোৎসবে হয়েছিলে অদর্শন। কামিনী কানন মাঝে করিল রোদন ॥ দুনয়নে শতধারা কৃতাঞ্জলি রাধা। বলে কৃষ্ণ যাবে যাও না করিব বাধা ॥ ইন্দ্র কোপে গোবর্দ্ধন কেন ধরেছিলে। দাবানলে কেন বা গোকুল বাঁচাইলে ॥ কালীয় হ্রদের জল ছিল বিষময়। পূর্ব্বমত বিষ জল কর কালীদয় ॥ সেই জল পান করি তেয়াগি জীবন। যাবে শব দেখে যাও হইবে রাজন ॥ তুমি যে বৈকুণ্ঠনাথ জেনেছি মাধব। অবতার ক্ষিতিভার করিতে লাঘব ॥ ক্ষীণাঙ্গী রাধার ভারে যদি হয় ভার। সে ভার করিতে দূর নহে বড় ভার ॥ অঙ্গচাপি তাহার উপরে আন রথ। তাহাতে পুরিবে উভয়ের মনোরথ ॥ কৃষ্ণ কন বিবাদ না কর কমলিনি। ত্বরায় আসব আমি সত্য সত্য বাণী ॥ ধৈর্য্য কর আপনার মনেরে বুঝায়ে। গৃহে যাও বিনোদিনি সহচরী লয়ে ॥ গোপীগণে আশ্বাসিয়ে গোবিন্দ চলিল। অনিমিকে ব্রজাঙ্গনা দেখিতে লাগিল ॥ রথ অদর্শনেতে দেখয়ে রথধ্বজ। ধ্বজ অদর্শনে দেখে রথচক্র রজ ॥ রজ অদর্শনে গোপী ভূতলে পড়িল। হা কৃষ্ণ হা নাথ বলি বিলাপ করিল ॥ জীবন ধরিল কৃষ্ণ আসিবার আশে। অতি কষ্টে ব্রজনারী গেল নিজ বাসে ॥ শোকের তরঙ্গে ভাসে রোহিণী যশোদা। নন্দলাল গোপাল বলিয়ে কাঁদে সদা ॥ রথ লয়ে কিছু দূর গেলেন অক্রূর। যমুনায় জলপান করেন্ ঠাকুর ॥ অক্রূর করিতে স্নান গেল যমুনায়। জল মধ্যে

দেখে কৃষ্ণ কৃষ্ণের মায়ায়॥ অক্রূর করয়ে স্তব হইয়ে বিকল। তুমি কৃষ্ণ চরাচর তুমি সে সকল॥ বেদ উদ্ধারিলে হয়ে মীন অবতার। বরাহ হইয়ে কর পৃথিবী উদ্ধার॥ ধরণী ধরিলে পৃষ্ঠে কুর্ম্ম অবতারে। হিরণ্য কশিপু বধ নৃসিংহ আকারে॥ যামদগ্ন্য হয়ে ক্ষত্রিগণে বিনাশিলে। রাম রূপে রাবণেরে সবংশে বধিলে। অসাধুরে প্রতারিলে বুদ্ধ অবতারে। বামন মুরতি হয়ে ছলিলে বলিরে॥ এবে কৃষ্ণ অবতার কংসেরে বধিতে। পরে কল্কী হবে ম্লেচ্ছগণে বিনাশিতে॥ অবতার অনন্ত অনন্ত লীলা তব। অনন্ত কহিতে নারে আমি কিবা কব॥ স্তবে তুষ্ট জগন্নাথ হইল তখন। জলহতে নিজ রূপ করিলা হরণ॥ অক্রূর আসিয়ে রথে রথ চালাইল। বেলা অবশান কালে মথুরা চলিল॥ আগে গিয়ে গোপগণ নিরখিছে পথ। হেনকালে দেখা গেল অক্রূরের রথ॥ গোপগণ কংসালয়ে করিয়ে গমন। দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি করিল অর্পণ।। মথুরায় উপনীত হল রাধানাথ। দয়া কর ব্রজনাথ বলে বিশ্বনাথ॥

মথুরা নাগরীদিগের বিতর্ক।

মথুরা নাগরী নব নব নারী কক্ষেতে গাগরী যমুনাতীরে। দেখি রাজপথে অক্রূরের সাথে রূপ মনোরথে দাঁড়াল ফিরে॥ কেহ বলে সখি কি রূপ নিরখি হেন নাহি দেখি ভুবন মাজে। নীলকান্ত জ্যোতি মোহন মুরতি

দেখে রতিপতি পলায় লাজে ॥ মরি কি নয়ন কি বিধুবদন না দেখি এমন তুলনা দিতে। আঁখি পথ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে চিকন কালীয়ে পশিল তাতে ।। বলে এক নারী দেখি বংশীধারী চিনিতে না পারি কোথায় ধাম। আর নারী কয় না জানি নিশ্চয় হেন মনে লয় ব্রজের শ্যাম। শুনেছি তাহার এমনি আকার ব্রজ গোপিকার পরাণ ধন। সেই শ্যামরায় বধি গোপিকায় এল মথুরায় নহে সু- জন ॥ ব্রজ নারীগণ করিয়ে কেমন জীবন ধারণ করিছে তারা। জীবন স্বরূপ রতি রসকূপ ভুবন অনুপ হইয়ে হারা ।। দেখি একবার আমা সবাকার ঘরে যাওয়া ভার দেখ হয়েছে। চির পরিচিতা গোপের দুহিতা ব্রজের বনিতা কেমনে বাঁচে ।। বলে কোন সখী ওই কালপাখী যদি পাই রাখি হৃদি পিঞ্জরে। বলে সখী কেহ ওই মধু লিহ হৃদি সরোরুহ মাঝে গুঞ্জরে ।। বলে কোন ধনী ওই নীলমণি পাইলে অমনি গলায় পরি। হেন সাধ করে পা- ইলে উঁহারে কালডোর করে বাঁধি কবরী ॥ মদন গঞ্জন রমণী রঞ্জন করিয়ে অঞ্জন নয়নে রাখি। বিশ্বনাথ কহে তাহা ভাল নহে হৃদে যদি রহে রূপ নিরখি ॥

রজক বধ প্রভৃতি।

জল লয়ে মথুরানাগরী গেল ঘর। মথুরার লোক শুনে পরস্পর ॥ ব্রজধাম হইতে আইল শ্যাম রায়। নগর ভাঙ্গিয়ে সবে দেখিবারে যায় ॥ যে দেখে সে রূপ বলে

আহা মরি মরি ॥ কুলবধূ উঠে অট্টালিকার উপরি ॥ রথ হতে নামিলেন কৃষ্ণ বলরাম। অক্রুরের যতন জাইতে নিজধাম ॥ কৃষ্ণ কন ওগো খুড়া নহে এসময়। দুষ্ট কংস বধি যাব তোমার আলয় ॥ শুনিয়ে অক্রুর গেল আপনার ধাম। কংসালয়ে চলিলেন কৃষ্ণ বলরাম ॥ কুলবধূ দেখে অট্টালিকার উপরে। কৃষ্ণের মস্তকে তারা পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ ভুলিল নয়ন মন সে বিধুবদনে। ধন্য ধন্য ব্রজ-গোপী বলিয়ে বাখানে ॥ হেনকালে পথে এক আইল রজক। বস্ত্র দেহ বলি কৃষ্ণ হইল যাচক ॥ রজক বলিছে ওরে অ-বোধ বালক। কি বলিলি আমি কংস রাজার রজক ॥ এ-মন বসন কভু দেখেছ নয়নে। গোচারণ করিয়ে বেড়াও বনে বনে ॥ শুনিয়ে কুপিত কৃষ্ণ রজকের কথা। করা-ঘাতে কাটিলেন রজকের মাথা ॥ দেখে পলাইল রজকের অনুচর। উত্তম উত্তম কৃষ্ণ পরিল অম্বর ॥ অবশিষ্ট যত বস্ত্র দিল গোপগণে। একজন তন্তুবায় এল সেই স্থানে ॥ তন্তু-বায় ভাল করে পরায় অম্বর ॥ কৃষ্ণ তারে স্বারূপ্য কৈবল্য দিল বর ॥ সুদামা নামেতে মালাকার সুবিদিত। কৃষ্ণ বল-রাম তার গৃহে উপনীত ॥ মালাকার বহুবিধ সম্মান করিল। সুগন্ধি কুসুম মালা সাজাইয়ে দিল ॥ গলায় বসন দিয়ে করি যোড় পাণি। সুদামা করিল স্তব গদ্গদ বাণী ॥ হরি ভক্তি যাচ্ঞা করিল সে মালাকার। তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণহরি ভক্তি দিল বর ॥ তথা হতে চলিলেন বলরাম হরি। পথে আসি দেখিলেন কুব্জা এক নারী ॥ ত্রিভঙ্গ আকার হাতে চন্দনের বাটি। হেলিতে দুলিতে যায় কংসরাজ বাটী ॥

সুন্দরি সুন্দরি বলি ডাকেন শ্রীহরি। হেরিয়ে সে কুজ্জা বলে আহা মরি মরি ।। কে তুমি সুন্দর ডাক সুন্দরি বলিয়ে। ব্যঙ্গ কর আমাকে কি কুরূপা দেখিয়ে ।। কহেন করুণাময় ব্যঙ্গ কথা নয়। কে তুমি সুন্দরি দেহ নিজ পরিচয়।। নিকটে আসিয়ে কুজ্জা বলে হাসি হাসি। কংসের দাসীত্ব করি মথুরা নিবাসী ।। তুমি জগতের নাথ চিনেছি তোমারে। কি হেতু ডাকিলে আজ্ঞা করহ আমারে।। কৃষ্ণ কন আমাকে চন্দন দিতে পার। কুজ্জা বলে এত ভাগ্য হবে কি আমার ।। ব্রহ্মা যার পদে দেন চন্দন তুলসী। সে অঙ্গে চন্দন দিব সুপ্রভাত নিশি ।। রাম কৃষ্ণ দুজনার অঙ্গেতে চন্দন। স্বহস্তে কুবজ্জা দিল করিয়ে লেপন ।। কৃতাঞ্জলি হয়ে তবে কুজ্জা নারী কয়। আপনার বাক্য সত্য কর দয়াময় ।। চিনেছি তোমারে তুমি স্বয়ং ব্রহ্ম হরি। সুন্দরী বলিলে মোরে করহ সুন্দরি ।। কুজ্জা বাক্য শুনে তবে হাসেন শ্রীহরি। পদ্মহস্ত দিয়ে তায় করেন সুন্দরী ।। কুজ্জা বলে তবে বাঞ্ছা পূর্ণ কর হরি। কৃষ্ণ কন হবে পাছে এখন না পারি ।। প্রণাম করিয়ে কুজ্জা করিল গমন। ধনু যজ্ঞ স্থানে তবে গেলা দুই জন ।। দেখেন যজ্ঞের বেদী কুণ্ড তার মাঝে। পূর্ব্বদিগে স্বর্ণঘট সারি সারি সাজে ।। সহকার শাখা আর নারিকেল ফল। সিন্দুর চন্দন তাহে সুশীতল জল ।। ঈশানেতে শান্তিকুম্ভ উর্দ্ধে চন্দ্রাতপ। পুষ্পমালা পতাকায় মণ্ডিত মণ্ডপ ।। তাহার নিকটে ধনু বৃহদ আকার। ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গেল তার ।। সেই ধনু লয়ে কৃষ্ণ করিল বিখণ্ড। হস্তী যেন শুণ্ডে ধরে

তাহে হিঙ্গুলও ।। তার পদে মধুপুরী হইল কম্পিত । কংস রাজ নিমিত্ত দেখিল বিপরীত ।। আপন ছায়ার মাথা না পায় দেখিতে। দুই সূর্য্য উদয় হইল গগনেতে ।। বৃক্ষেতে কণক জ্ঞান হইল তখন । রক্তবর্ণ জলধর করে দরশন । দারুণ কর্কশ বায়ু লাগে তার গায় ।। আপন মাথার অগ্র দেখিতে না পায় ॥ শৃগাল কুক্কুর কাঁদে বিপরীত ধ্বনি জন্মিয়ে পেচক ডাকে ভয়ানক বাণী ।। গৃধ্র পক্ষী বসে এসে গৃহের উপরে । কোষ হতে অসি খসে পড়ে বারে বারে ।। হস্তী অশ্ব খরে চক্ষে অশ্রু বিমোচন । কংসের হৃদয় কম্প হইল তখন ।। দ্বিজ বিশ্বনাথ কহে ওহে কংস রায় । মুক্তি পাবে রাখ মন শ্রীকৃষ্ণের পায় ।।

কংস বধ ।

রাত্রিকালে রাম কৃষ্ণ রহে কোন স্থানে । কংসের নাহিক নিদ্রা রহিয়ে শয়নে ।। মল্লস্থান করে কংস প্রভাতে উঠিয়ে । চাণূর মুষ্টিক আদি আনে ডাক দিয়ে ।। শুন ওরে চাণূর মুষ্টিক মল্লগণ । মারিবি আসিবা মাত্র শত্রু দুই জন ।। দ্বারে মদ মত্ত হস্তী রাখ রে মাহুত । শত্রু মার জানি কিরে বলিব বহুত ।। বাদ্যকরে আজ্ঞা দিল বাজাও বাজনা । বসিবার মঞ্চে শোভা করিল রচনা ।। উচ্চ মঞ্চ উপরেতে রত্ন সিংহাসন । তাহার উপরে দিল বিচিত্র বসন । কিবা চারি স্বর্ণদণ্ড রজত জড়িত । ঝিকি ঝিকি করে যেন প্রকাশে তড়িত ॥ চন্দ্রাতপে তারা কিবা চন্দ্রের কিরণ

তদুৰ্দ্ধে ময়ূর পুচ্ছ অতি সুশোভন ॥ মঞ্চের উপরে বসে কংস মহীপাল। সম্মুখেতে মল্লগণ কালান্তক কাল ॥ দুই পাশে ভৃত্যগণে চামর ঢুলায়। সুগন্ধি পুষ্পের মালা আনিয়ে যোগায় ॥ বাদ্যকরে বাজায় মৃদঙ্গ তুরী ভেরী। বেণু বাঁশী করতাল খমক খঞ্জরী ॥ দগড়া দামামা কাড়া ডঙ্ক জগঝম্প। মল্লগণ মালসাটে ঘন দেয় লম্ফ ॥ মাহুত লইয়ে হস্তী দুয়েরেতে দাঁড়ায়। মথুরার লোক যত বসিল সভায় ॥ হেনকালে কংসের দুয়ারে ঘনশ্যাম। উপস্থিত হইলেন সহ বলরাম ॥ মাহুতে কহেন কৃষ্ণ ছেড়ে দেহ দ্বার। নতুবা বধিব তোরে সহিত কুঞ্জর ॥ ক্রোধ ভরে মাহুত অঙ্কুশ মারে গজে। অঙ্কুশ আঘাতে গজ গভীর গরজে ॥ প্রেরণ করিল করী মারিতে কৃষ্ণেরে। করী ধরি শ্রীহরি ফেলেন অতি দূরে ॥ পুনঃ শীঘ্র এল গজ মদ ঝাড়ে শুণ্ডে। করিলেন মুষ্ট্যাঘাত কৃষ্ণ তার মুণ্ডে ॥ অমনি পড়িল হস্তী দন্তে বিধে ক্ষিতি। মরিল বৃহদ হস্তী পর্ব্বত আকৃতি ॥ দুই ভাই লইল হস্তীর দুই দন্ত। মাহুত বধিয়ে চলে কংসের কৃতান্ত ॥ কংসের সভায় গেল গজেন্দ্র গমন। যাহার যেমন ভাব দেখিছে তেমন ॥ মল্লগণ কৃষ্ণেরে করয়ে বজ্রজ্ঞান। নরলোক নরোত্তম করে অনুমান ॥ দেখিছে কামিনী সবে সাক্ষাৎ মদন। ব্রজের রাখালরাজ দেখে গোপগণ ॥ রাজ চক্রবর্ত্তী দেখে যত রাজলোক। বসুদেব দেখে দুটি আমার বালক ॥ কংসরাজা দেখে যেন কালান্তক যম। মূর্খের হইল দেখে ভয়ানক ভ্রম ॥ যোগিগণ দেখিতেছে ব্রহ্ম সনাতন। বৃষ্ণিবংশ দেখিল

সাক্ষাত নারায়ণ ॥ হইল সভয় মন দৈত্য অধিকার। কাঁ
পিয়ে উঠিল ভয়ে দেখিয়ে শ্রীহরি ॥ সভাস্থ সকল লোক
করে নিরীক্ষণ। অনুমান করে দুটি দেবকী নন্দন ॥ পুতনা
প্রভৃতি বধে এই দুইজন। সামান্য মানুষ নহে পরম কারণ ॥
হেনকালে চানুর রামের আগে যায়। কে তুমি করহ যুদ্ধ
বলিয়ে দাঁড়ায় ॥ কৃষ্ণ কন বালক আমরা দুই ভাই। তোর
সনে করি যুদ্ধ এক বল নাই ॥ সে কহে এমন কথা শুনে
কোন লোক। মারিল মাতঙ্গ যেই সে কভু বালক ॥ ক্রোধ
ভরে কৃষ্ণ তবে ধরিল চানুরে। বল বল প্রকাশিয়ে ধরে
মুষ্টিকেরে ॥ শ্রীহরি চানুরে চূর্ণ করিলা ক্ষণেকে। মুষ্টা
ঘাতে মুষ্টিক মারিল মুহূর্তেকে ॥ করি দন্তে হাঁ করে
অন্য মল্লগণ। অবশিষ্ট প্রাণভয়ে করে পলায়ন ॥ দেখিয়ে
বিস্ময়াপন্ন হল কংসরায়। ভাবে মনে কি করিব ইহার
উপায় ॥ অঙ্গুলি হেলায়ে বাদ্য করে নিবারণ। ডাকিয়ে
অমাত্য বর্গে কহিছে বচন ॥ এই দুই দেবকীর পুত্র
সুনিশ্চয়। রাত্রিকালে বসুদেব রাখে নন্দালয় ॥ সভা
হতে দূর কর দুষ্ট দুই জন। নন্দেরে বন্ধন কর গোধন
হরণ ॥ উগ্রসেন বসুদেবে বধ শীঘ্রগতি। আমার অহিত
চিন্তা করে দুষ্টমতি ॥ শুনিয়ে কংসের কথা কৃষ্ণ কোপে
জ্বলে। মঞ্চ হতে ধরি কংসে ফেলে ভূমিতলে ॥ দে...
ভাব কৃষ্ণেরে ভাবিত মনে মনে। চমৎকার কৃষ্ণ রূ...
দেখে ক্ষণে ক্ষণে ॥ দ্বিভুজ সে কৃষ্ণ রূপ দেখে চতুর্ভুজ
করে শঙ্খ চক্র গদা প্রফুল্ল অম্বুজ ॥ নারায়ণ দেখিয়ে হই...
আনোদয়। ভাবে মনে মরিবার এই সুসময় ॥ ব্রহ্মা আদি

দেব যারে ধ্যানে নাহি পায়। মরিলে তাহার ঠাক্রি ঠাক্রি তার পায়।। মারিল মাতঙ্গ দন্তে যাদুলে মুরারি। কংসের কৈবল্য হল বল হরি হরি।। দ্বিজ বিশ্বনাথ বলে কৃষ্ণের চরণে। ও সময় ওই পদ রহে যেন মনে।।

বসুদেব দেবকীর বন্ধন মোচন ও নন্দ বিদায়।

কংসের মরণ শুনি তার অষ্ট ভাই। মরিল আসিবা মাত্র বলায়ের ঠাক্রি।। নারীগণ রোদন করিল বহুতর। সংকার করিল সবাকার কলেবর।। আকাশে দুন্দুভি ধ্বনি করে দেবগণ। হরির মস্তকে করে পুষ্প বরিষণ।। নৃত্য করে অপ্সরে কিন্নরে গীত গায়। কংসের আত্মীয়বর্গ করে হায় হায়।। রাম কৃষ্ণ গিয়ে পিতা মাতার নিকটে। প্রণাম করিয়ে দাঁড়াইল করপুটে।। বসুদেব দেবকীর ধরিয়ে চরণ। করিলেন দুই ভায়ে বন্ধন মোচন।। করিল অনেক স্তব জননী জনকে। পেয়েছ অনেক দুঃখ শুনি বলে লোকে।। রাম কৃষ্ণ লয়ে কোলে জননী জনক। আনন্দ সাগরে ভাসে দূরে গেল শোক।। দুজনারে স্নেহ বাক্যে কহিল অনেক। আনন্দে নয়ন নীরে করে অভিষেক।। নন্দ আসি কহে কৃষ্ণ চল ব্রজে যাই। তোর পথ চেয়ে আছে নব লক্ষ গাই।। না জানি কি করিতেছে রোহিণী যশোদা। আর হয় রাজ পথে দাঁড়ায়েছে সদা।।

শুনিয়ে নন্দের কথা কহেন গোবিন্দ। আমায় হবে না য ওয়া তুমি যাও নন্দ॥ গৃহে যাও কি আর বলিব বারে বারে। পিতার সমান যত্ন করেছ আমারে॥ নন্দ বলে আমি কি তোমার নহি পিতা। নন্দের নন্দন বুঝি জনকের সীতা॥ কে তোমার জন্মদাতা কে তব জননী কপট ত্যজিয়ে সত্য বল নীলমণি॥ হরি কন বসুদেব জনক আমার। জননী দেবকী দেবী কি বলিব আর॥ শুনি দিক শূন্য দেখি নন্দ অধোমুখ। ভাবে মনে আমি নিদি হইল বিমুখ॥ বলে বাছা এত যদি ছিল তোর মনে। তবে কেন গোচারণ করিলি কাননে॥ কেন বা আমার বাধা বাহিলি মাথায়। কেন এত স্নেহ বাড়াইলি যশোদায়॥ বরুণের দূত লয়ে গিয়াছিল জলে। সর্পে গ্রাস করেছিল দেবযাত্রা স্থলে॥ সে সঙ্কটে বাঁচাইবে হরিলি সঙ্কট। অসঙ্কটে এ সঙ্কট হইল নিকট॥ তোর সেই পাঁচনী ছাঁদনী আছে গেহে। সে সকল দেখে প্রাণ না রহিবে দেহে॥ কাঁদিতে কাঁদিতে তবে কহে আমি যাই। কি বলিব যশোদারে ভাবিতেছি তাই॥ জিজ্ঞাসিবে যশোমতী গোপাল কোথায়। তখন কি বলি আমি প্রবোধিব তায়॥ উঠিয়ে কহিছে পুন দুবাহু পসারি। আয় বাছা জনমের মত কোলে করি॥ কৃষ্ণ কন আর কেন মমতা বাড়াও হইয়াছে যা হবার নিজ গৃহে যাও॥ অশ্রুনীরে পূর্ণ নন্দ উঠিলা ক্রন্দনে। শুনি হাহাকার করে যত গোপগণে॥ অতি কষ্টে যায় নন্দ গোপের সহিত। কৃষ্ণ শূন্য রথ লয়ে ব্রজে উপনীত॥ ক্ষীর লাড়ু নবনীত অঞ্চলে বাঁধিয়ে।

যশোদা রোহিণী আছে পথে দাঁড়াইয়ে ॥ দেখিয়ে র-থের ধ্বজ যশোমতী ধায়। না দেখি গোপাল রথে প-ড়িল ধুলায় ॥ রোহিণী ধরিল গিয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে। রথ হতে গোপরাজ নামিল ভূমিতে ॥ বসনে বদন ঢাকি নন্দ গৃহে যায়। পশ্চাত্ যশোদা ধায় পাগলিনী প্রায় ॥ ধরিয়ে নন্দের হাত বলে নন্দরাণি। কোথা রেখে আ-ইলে আমার নীলমণি ॥ অমূল্য অতুল্য নিধি সঙ্গে লয়ে গেলে। নীলকান্তমণি মোর কংসে ভেট দিলে ॥ কিম্বা কোথা হারাইলে অঞ্চলের নিধি। দিয়ে কৃষ্ণ হরে নিল নিদারুণ বিধি ॥ হয়েছিলে ব্রজনাথ যে ধন পাইয়ে। সে গৌরব গেল তব সে ধন হারায়ে ॥ অরেরে নিলাজ প্রাণ কেন আছ দেহে। দেহ কেন গলিয়ে না গেলি তার শোকে ॥ নন্দ কহে সান্ত্বনা করিয়ে যশোদারে। আসিবে তোমার কৃষ্ণ কিছু দিন পরে ॥ রোহিণীরে বুঝাইল প্র-বোধ কথায়। কত বা কহিব আর পুথি বেড়ে যায় ॥ বসু-দেব ডাকে পুরোহিত আপনার। নিজ গোত্রে দুই পুত্রে করুণ সংস্কার ॥ রাম কৃষ্ণ গুরু গৃহে করিয়ে গমন। করি-লেন নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন ॥ ব্যাকরণ অভিধান নাটক সাহিত্য। পড়েন পুরাণ যত আপন মাহাত্ম্য ॥ ন্যায় সা-ঙ্খ্য পাতঞ্জল বেদান্ত মীমাংসা। বৈশেষিক শ্রুতি স্মৃতি ছন্দ পরিভাষা ॥ সর্ব্বশাস্ত্রময় হরি সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে। প-ড়িলেন সর্ব্বশাস্ত্র না জানি কি ছলে। জগতের গুরু কন গুরু সন্নিধানে। দক্ষিণা প্রার্থনা কর যাহা লয় মনে ॥ গুরু কন জানি তুমি জগতের গুরু। অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ

বাঞ্ছা কল্পতরু ॥ যদি দিবে দক্ষিণা শুন হে দয়াময় মৃত পুত্র আনি দেহ গিয়ে যমালয় ॥ যে আজ্ঞা বলিয়ে হরি যমালয় গিয়ে। মৃত পুত্র গুরুকে দিলেন জীয়াইয়ে। মথুরার উগ্রসেনে করিলেন রাজা। আপনি দ্বিতীয় যাজা মহিষী কুব্জা ॥ উদ্ধব নামেতে এক শ্রীকৃষ্ণের সখা। এক দিন নির্জ্জনে আসিয়ে দিল দেখা ॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন তারে পাইয়ে নির্জ্জনে। একবার যাও সখা রম্য বৃন্দা বনে ॥ দেখিবে কেমন শোভা অতি মনোহর। কুহু কুহু কোকিল কুহরে নিরন্তর ।। নানা জাতি কুসুম কাননে বিকশিত। ভ্রমর ভ্রমরী মধু পানে পুলকিত ॥ সুগন্ধি শীতল বায়ু মন্দ মন্দ গতি। যুবতী যুবার যাতে জাগে রতি-পতি ॥ সরোবরে শ্বেত রক্ত ধূম্র নীল পীত। শতদল বিমল সলিলে বিকশিত ।। দিবা নিশি আছে কাল করিয়ে বিভাগ। ছয়ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগ। বেনু বৎস গোপ গোপী নন্দ যশোমতী। দেখিয়ে আসিবে মথুরায় শীঘ্রগতি ।। শুনি চিত্তে আনন্দিত হইল উদ্ধব। বৃন্দাবনে গেলা মনে স্মরিয়ে মাধব ।। বিশ্বনাথ বলে কি দেখিবে বৃন্দারণ্যে। তার সঙ্গে গেছে শোভা শোভা যার জন্যে।

উদ্ধবের বৃন্দাবন দর্শন।

যাইয়ে উদ্ধব দেখিয়ে সে সব বনে একি বৃন্দাবন যে দিগেতে চাই কোন শোভা নাই এ বুঝি অন্য কানন ।। ...ন করিল হরি কিছুই না হেরি কই কাননেতে ফুল। ক

সরোবরে সরোজ উপরে গুঞ্জরিছে অলিকুল।। আছে একবর নাহি কিছু স্বর কাঁদে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। আর পক্ষী সব হইয়ে নীরব বসে তমালের ডালে।। নবলক্ষ ধেনু অতি কৃশ তনু নব তৃণ নাহি খায়। ঊর্দ্ধমুখ হয়ে পথ পানে চেয়ে অশ্রুজলে ভেসে যায়॥ নিকুঞ্জের লতা শুকায়েছে পাতা তরু শাখা অধোমুখ। বন পশুগণ বিরস বদন অচেতন শারীশুক॥ দেখিতে শুনিতে ভাবিতে ভাবিতে উপনীত রাজধানী। কোথা নন্দলাল যায় যে গোপাল বলে ডাকে নন্দরাণী॥ ব্রজাঙ্গনা সবে দেখিয়ে উদ্ধবে বলি কি তোমার নাম। আইলে এ ব্রজে না জানি ক কাজে কে তুমি কোথায় ধাম। বিশ্বনাথ বলে গোপী দিতলে উদ্ধব উদ্ধব নাম। শ্রীকৃষ্ণের সখা আসি দিল দেখা মথুরা নগরে ধাম॥

শ্রীরাধার জিজ্ঞাসা।

উদ্ধবের নিকটেতে শ্রীরাধিকা কয়। শুন হে শঠের সখা জিজ্ঞাসি তোমায়॥ কি হেতু পাঠালে হরি কহ সবিশেষ। নন্দ যশোদার বুঝি লইতে উদ্দেশ॥ আমাদের উদ্দেশেতে কি কাজ তাহার। বাসি ফুলে ভৃঙ্গের না থাকে বিহার॥ কৃতবিদ্য হইলে পড়ুয়া ত্যজে গুরু। ফল ফুরাইলে পক্ষীগণ ত্যজে তরু॥ নির্ধনেতে গণিকা না করে সমাদর। দক্ষিণা পাইলে পুরোহিত যায় ঘর॥ অতিথি গৃহস্থ ত্যজে হইলে ভোজন। মৃগগণ পরিত্যাগ করে দগ্ধ

বন ॥ অরোগী হইলে চিকিৎসকে নাহি মানে। উপপতি
নাহি রহে রতি অবসানে ॥ নিজ নিজ কর্ম্ম বশে ইহারা
যেমন। আমরা তাহার কাছে হয়েছি তেমন ॥ আর
বলি যে অক্রূর কৃষ্ণ লয়ে গেছে। সে অক্রূর অদ্যাপি
জীবনে বেঁচে আছে ॥ গোপিকার মুখ পদ্ম কৃষ্ণ মধুকর
নয়ন চাতক তার নব জলধর ॥ শ্রবণের পিক হৃদয়ের
নীলমণি। বাহুলতা তাহার কমাল তরু জিনি ॥ আমরা
অবলা মন মদমত্ত করী। মরকত মণির আলান সেই হরি।
হেন ধন লয়ে গেছে সে যদি অক্রূর। বল কে জগতে
আছে তার পর ক্রূর ॥ আর বলি উদ্ধব ভাল ত আছে
হরি। ভুলেছে গোপিকা পেয়ে মথুরা নাগরী ॥ শিখি
পুচ্ছ বনমালা নব গুঞ্জহার। বাঁশীতে বাসনা আর আছে
কি তাহার ॥ কৃষ্ণ কি আমার নাম করে মথুরায়। ছাড়িয়ে
রাধার নাম কার গুণ গায় ॥ আছে কি শ্রীবৃন্দাবনে আসি
বার আশা। কৃষ্ণ বিনা গোপিকার দেখ এই দশা ॥ উদ্ধব
কহিছে কৃষ্ণ হয়েছ ভূপতি। হয়েছে তাহার নারী কুব্জা
যুবতী ॥ বৃন্দাবনে বনমালী আসিবে না আর। বাজ
ত্যজি গোচারণ কে করে স্বীকার। শুনি বলে ব্রজাঙ্গনা কি
বল উদ্ধব। আসিবে না বৃন্দাবনে আর কি মাধব ॥ আসি
বার আশা লতা করিয়ে রোপণ। ব্রজনাথ মথুরায় করেছে
গমন ॥ সে লতা হইল বৃদ্ধি নয়নের জলে। শাখা পত্র
পুষ্প লয়ে জ্ঞান ছিল ফলে। তুমি আসি সে লতা কে
দিলে উপাড়িয়ে। গোপিকার প্রাণ পক্ষী রবে কি বসিয়ে ॥
[illegible] শঠের সখা কহিও তাহারে। গোবিন্দ নয়ন নীরে

ঙ্গে ভেসে যায় ॥ দেখিয়ে শ্রীবৃন্দাবন উদ্ধব চলিল। কৃ-ষ্ণের নিকটে আসি কহিতে লাগিল ॥ বলেছিলে বৃন্দা-বন অতি মনোহর। দেখিলাম জীবমাত্র শীর্ণ কলেবর ॥ লতা বৃক্ষ আদি শীর্ণ হয়েছে কেবল। গোপীর নয়নজলে যমুনা প্রবল ॥ বিশ্বনাথ কহিছে ও কথা হল মিছে। কৃ-ষ্ণের বিরহানলে সেও শুকায়েছে ॥

শ্রীরাধিকার বিরহ বর্ণন।

একদিন শ্রীরাধিকা নিকুঞ্জে বসিয়ে। কহিছেন কৃষ্ণ কথা সহচরী লয়ে ॥ হেনকালে এক ভৃঙ্গ আইল তথায়। গুন্ গুন্ রব করি ঘুরিয়ে বেড়ায় ॥ বিকশিত রক্ত শতদল অনুমানে। মকরন্দ আসে বসে রাধার চরণে ॥ শ্রীমতী বলেন সখি আর দেখ রঙ্গ। জ্ঞান হয় মথুরা হইতে এক ভৃঙ্গ ॥ পাঠায়েছে সে লম্পট ছলিতে আমায়। নতুব কুসুম ত্যজি কেন ধরে পায় ॥

মথুরা নাগরী সপত্নিনী গোপিকার। তাহারা গলায় পরে কুসুমের হার ॥ মধুলোভে অলি বসেছিল তার কাছে স্তনের কুঙ্কুম স্পর্শে পিঙ্গল হয়েছে ॥ আমার চরণোপান্তে কেন পায় প্রীত। নিবারণ কর ওরে ছোঁয়া অনুচিত ॥ সখী বলে যাও ভৃঙ্গ যমুনার জলে। স্নান করি মধু খাও নিকুঞ্জের ফুলে ॥ সখী সব মধুকরে করে নিবারণ। মধুকর কুঞ্জ হতে করিল গমন ॥ দেখিয়ে ভৃঙ্গের ভাব শ্রীমতী আকুল। বিগলিত কেশপাশ খসিল দুকুল ॥ দুনয়নে

শতধারা বুক ভেসে যায়। হা কৃষ্ণ হা নাথ বলি পড়িল কায়॥ বলে ওগো সহচরি কৃষ্ণ কোথা গেল। এমনি করিয়ে কৃষ্ণ পায় ধরেছিল॥ কৃষ্ণ বিনা আর কারে করিব গো মান। দাঁড়ায়ে কদম্বতলে কে সাধিবে দান॥ কে আর করিবে পার যমুনার জলে। কে বাঁচাবে গোবর্দ্ধন ধরি করতলে॥ রাধা রাধা বলে বাঁশী কে বাজাবে বনে। কে আর করিবে রাস নিকুঞ্জ কাননে॥ সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি স্মরিয়ে শ্রীহরি। উঠিলেন হরিপ্রিয়া সহ সহচরী॥ চলিলেন তথা হতে কাঁদিতে কাঁদিতে। ললিতা বিশাখা সখী ধরে দুই হাতে॥ ধরিল পশ্চাতে অন্য অন্য সখী-গণে। ক্রমে ক্রমে উপনীত যমুনা পুলিনে॥ শ্রীমতী বলেন সখী এই সে যমুনা। এই সে কদম্ব তরু সেই ব্রজাঙ্গনা॥ সেই পুরাতন তরী যমুনার তটে। শ্রীহরি কাণ্ডারী বিনা ফিরে ঘাটে ঘাটে॥ তমালে কোকিল বসি আছে অধোমুখে। গোকুলে গোবিন্দ নাই ডাকিবে কি সুখে॥ অস্থির শ্রীমতী রাধা অন্য বনে যায়॥ সম্মুখে মাধবীকুঞ্জ দেখিবারে পায়॥ দেখিয়ে মাধবীবন হইল বিহ্বলা। বলে কেন শূন্য দেখি মাধবীর তলা॥ কেন কৃষ্ণ রাধা বলে না বাজায় বাঁশী। কেননা আইল কাছে দেখে নিজ দাসী॥ এইত মাধবীকুঞ্জে আমার লাগিয়ে। আগে আসি প্রাণনাথ থাকিত বসিয়ে॥ আজি কেন কালাচাঁদে দেখিতে না পাই। আছে সে মাধবী মাধব কেন নাই॥ বলিতে বলিতে রাধা কাঁপিতে কাঁপিতে। কৃষ্ণ বলে অচেতন পড়িল ভূমিতে॥ কি হল কি হল বলি ধরে সখী

গণ। দেখিল অঙ্গেতে সব মৃত্যুর লক্ষণ॥ নাসায় নিশ্বাস নাই স্থির দুই আঁখি। ললিতা কহিছে তবে কিবা আছে বাকী॥ গিয়েছিলে কেন রাধে যমুনা পুলিনে। কেন বা সে কাল রূপ হেরিলে নয়নে॥ রাধা মূর্চ্ছা দেখি চন্দ্রাবলীর সঙ্গিনী। দ্রুত গিয়ে বলে মল তোমার সতিনী॥ চন্দ্রাবলী বলে সখি কি কথা কহিলে। তবে রাধানাথ না আসিবে এ গোকুলে॥ রাধার আশায় ছিল আসিবার আশা। সে যদি মরিল তবে গেল সে ভরসা॥ রাধার সমান কেবা তাহার প্রেয়সী। আমিত সতিনী নই শ্রীরাধার দাসী॥ রাধা বলি কৃষ্ণ বনে বাঁশী বাজাইত। রাধা নামামৃত সিন্ধু তরঙ্গে ভাসিত॥ মান করেছিল রাধা নিকুঞ্জ কাননে॥ ভাঙ্গিতে তাহার মান ধরেছে চরণে॥ আমরা মাধবীকুঞ্জে চল যাই সখি। হরির প্রেয়সী শ্রীমতীরে গিয়ে দেখি॥ সহচরী সঙ্গে চন্দ্রাবলী গিয়ে তথা। রাধা রাধা বলে ডাকে নাহি কয় কথা॥ চন্দ্রাবলী বলে শুন দিয়ে কর্ণ মূলে। অচেতন কমলিনী হরি হরি বলে॥ চন্দ্রাবলী বলে দূতি রাধা মরে নাই। কণ্ঠমূলে কৃষ্ণনাম শুনিবারে পাই॥ দূতী গিয়ে কাণ দিয়ে অমনি শুনিল। রাধিকার কর্ণমূলে কহিতে লাগিল॥ উঠ উঠ কমলিনি রাজার কুমারি। আসিয়াছে গোকুলে তোমার বংশীধারী॥ ওই শুন রাধা বলে বাজায় বাঁশরী। আমরা জীবন পাই উঠ গো কিশোরি॥ উঠিল দূতীর কথা সত্য জ্ঞান করি। মৃতদেহে যেন প্রাণ পাইল কিশোরী॥ বলে কোথা কালাচাঁদ কোথা পীতাম্বর। কোথা নিকুঞ্জ

বিহারি কোথা নটবর ।। কই প্রাণনাথ সখী কই বনমালী ।
কই রাধা বলি কৃষ্ণ বাজায় মুরলী ।। দূতী বলে স্থির হও
রাজার কুমারি । এনে দিব কালাচাঁদ ফিরে মধুপুরী ।।
শ্রীমতী বলেন আর বিলম্ব না সয় । বিপিনবিহারী বিনা
পলকে প্রলয় ।। মিনতি করিয়ে বলি দেহ এই ভিক্ষা ।
তুমি ঘটায়েছ প্রেম কর শেষ রক্ষা ।। বৃন্দাদূতী বলে নারী
জাতি পরাধীন । কি করিবে সুখ দুঃখ নহে চিরদিন ।।
রাধিকা কহেন তবে যাও মথুরায় । রহিলাম পিপাশিত
চাতকীর প্রায় ।। কহিবে হরির আগে দেখিলে যেমন ।
কিন্তু এক বিষয়েতে করি নিবারণ ।। এই কথা কহিও না
হরি সন্নিধানে । বিপরীত সকলি হয়েছে বৃন্দাবনে ।।
সুধাকর নিরন্তর গরল বরিষে । অশনি পতনধ্বনি কোকি-
লের ভাষে ।। বৈতরণী জল তুল্য সুশীতল নীর । ভ্রমর
ঝঙ্কার যেন কাণে হানে তীর ।। সুগন্ধি চন্দন যেন আগু-
নের কণা । এসব শুনিলে কৃষ্ণ আর আসিবে না ।। বল
দূতি প্রাণনাথে যদি মনে হয় । কৃষ্ণ রূপ ক্ষণমাত্র রাধা
ছাড়া নয় ।। কালরূপ দেখিতেছি অদ্যাপি নয়নে । তাহার
মধুর বাণী রয়েছে শ্রবণে ।। মন মাঝে কালাচাঁদ হয়েছে
উদয় । সুজনের প্রেমবটে এইরূপ হয় ।। আজি যাওয়া
মথুরায় সুবিধান হয় । শুভকর্ম্ম শীঘ্র ভাল বিশ্বনাথ কয় ।।

দূতীর মথুরা গমন।

মথুরায় যায় দূতী; গজেন্দ্র জিনিয়ে গতি; শ্রীমতীরে করিয়ে প্রণাম। আশীর্ব্বাদ কর রাই; যেন কালাচাঁদে পাই, সিদ্ধ হয় যেন মনস্কাম॥ তুমি রাধা আদ্যাশক্তি; তোমার চরণে ভক্তি, যদি থাকে আমার একান্ত। চলিলাম মধুপুরে; তোমার নামের জোরে; অবশ্য আনিব রাধাকান্ত॥ হরি বল গোপী সবে, আনিতে যাই মাধবে, বলে দূতী বাহির হইল। শ্রীরাধার সহচরী; সবে বলে হরি হরি; বৃন্দা দূতী পুলকে পূরিল॥ যাত্রাকালে সুলক্ষণ; করে কত দরশন; পূর্ণকুম্ভ শব শিবা ধেনু। শুক্ল ধান্য দধি মধু মৃগ গজ কুলবধু; পুষ্পমালা ব্রাহ্মণ কৃশানু॥ কৃষ্ণনাম করি সার; যমুনা হইল পার; দূতী মথুরায় উপনীত। মধুপুরে কৃষ্ণ রাজা; রাণী হয়েছে কুব্জা; লোকমুখে হল সুবিদিত॥ রাজধানীর দুয়ারে; বৃন্দা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে; রাধানাথ দেহ দরশন। দ্বারী কহে কোথা ধাম; কোন জাতি কিবা নাম; কারে ডাক কিবা প্রয়োজন॥ শুনিয়ে কহেন দূতী, শ্রীবৃন্দাবনে বসতি, আহিরিণী কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী। শ্রীরাধার সহচরী, বৃন্দা দূতী নাম ধরি; এসেছি দেখিতে নৃপমণি॥ দ্বারী বলে থাক হেথা, কহি গিয়ে তব কথা, যদি মহারাজ আজ্ঞা করে। তবে করিবে গমন; হবে রাজ দরশন; নতুবা ফিরিয়ে যাবে ঘরে॥ এত বলি দ্বারী

যায় প্রবেশি রাজসভায় বলে মহারাজ নিবেদন। এসেছে
এক যুবতী নাম তার বৃন্দাদুতী বসতি তাহার বৃন্দাবন
সে বলে আমি আহিরী শ্রীরাধার সহচরী দেখিবে তোমা
মহারাজ। যদি জিজ্ঞাসি তাহায় আর কিছু নাহি চায় বলে
আর নাহি কোন কাজ। শুনিয়ে দ্বারীর বাণী চমকিত চক্র
পাণি বলে তারে আনহ সভায়। দ্বারী গিয়ে দ্রুতগতি বলে
এস বৃন্দাদুতি সভা মধ্যে আনিল তাহায়॥ শ্রীহরি দূতীরে
দেখে লাজে রহে অধোমুখে দুতী কহে করিয়ে প্রণাম।
কেন অধোমুখ হলে বুঝি চিনিতে নারিলে আমি দুতী
বৃন্দা মোর নাম॥ শ্রীরাধার সহচরী চিনিতে না পার হরি
বসতি আমার বৃন্দাবন। হয় কি না হয় মনে বেড়াতে
কৌতুক বনে চরাইতে নন্দের গোধন॥ নবনী করিতে চুরি
ভুলেছ হে বংশিধারি বন্ধন করিত নন্দরাণী। গিয়ে যমুনার
কুল চুরি করেছ দুকুল সে দিন গিয়াছে গুণমণি॥ সে ভাব
হয়েছে শেষ নাহি সে রাখাল বেশ বসেছ রতন সিংহা-
সনে। পেয়েছ হে রাজধানী কুবুজা হয়েছে রাণী এবে
আর চিনিবে কেমনে॥ যাহার দুর্জ্জয় মানে ধরেছ যার
চরণে যার জন্যে হয়েছিলে নারী। কোটাল করেছ যার
আমি দাসী সে রাধার এখন চিনিতে নার হরি॥ কৃষ্ণ কহেঁ
এস দুতী ভালত আছে শ্রীমতী ভাল আছে যশোমতী
নন্দ। ভালত আছে রাখাল ভাল আছে ধেনুপাল ভাল
আছে যত গোপ বৃন্দ॥ দুতী কয় মহারাজ তোমার তাহে
কি কাজ কুবুজাত ভাল আছে হরি। মধু হীন বাসী ফুল
তাহাতে কি আছে মূল কত কিহে ধরিবে কিশোরী॥

প্রণতি। যেতে হল বৃন্দাবন যথা গিরি গোবর্দ্ধন তা বহিতে ছাড়িবে না দূতী ॥

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে গমন ।

শুনিয়ে দূতীর কথা ব্যাকুল শ্রীহরি। বলে হল যাই দূতি! দেখিতে কিশোরী ॥ না বলিয়ে কুবুজারে দূতীর সহিত। আসিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জে উপনীত ॥ দেখেন ধূলায় পড়ি আছে কমলিনী। দাঁড়ায়ে কুঞ্জের দ্বারে শ্যাম গুণমণি ॥ দূতী বলে উঠ উঠ উঠ গো কিশোরি। দাঁড়ায়ে কুঞ্জের দ্বারে দেখ বংশীধারী ॥ দূতীর কথায় রাধা উঠিল সত্বর। কুঞ্জের দ্বারেতে দেখে নব জলধর ॥ অভিমানে শ্রীমতী হইলা অধোমুখী। রোমাঞ্চিত কলিকলে হল দুই আঁখি ॥ দূতী বলে এ কেমন দেখি ব্যতিক্রম। কে আগে কহিবে কথা হইল বিষম ॥ কতক্ষণ পরে রাধা বলে এস হরি। ভাল তো আছেন তব কুবুজা সুন্দরী ॥ কি ভাব দাঁড়ায়ে দ্বারে দিয়ে দুটি হাত। ভয় নাই এস এস কুবুজার নাথ ॥ শ্রীঅঙ্গে পীতাম্বর নিকটেতে গিয়ে। অঙ্গকমলে কেশ দিলেন বাঁধিয়ে ॥ পীতবাসে মুছালেন শ্রীমতীর মুখ। কত দূরেতে শ্রীমতীর দূরে গেল দুখ ॥ নন্দ যশোদার কথা কি বলিব আর। দুরন্ত দুঃখার্ণবে হল পারাপার ॥ শুক দেব বলে রাজা এই কৃষ্ণ কথা। যে না শুনে পুণ্য কথা তার জন্ম বৃথা ॥ শুনিলে অশেষ পাপ তাপ দূরে যায়। ইহলোকে সুখভোগ অন্তে কৃষ্ণ পায় ॥ কায়মন অনুরাগে রাধা কৃষ্ণের চরণে। গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল দ্বিজ বিশ্বনাথ ভণে ॥

সম্পূর্ণ।